Attachment: 08

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সিলেট আঞ্চলিক অফিস

ত্রৈমাসিক (এপ্রিল - জুন, ২০২৩) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন পরিকল্পনা এর অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (এপ্রিল - জুন, ২০২৩)

ক্রম	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ অসাধারণ ১০০%	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ উত্তম ৮০%	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ চলতি মান ৬০%	অর্জন	নম্বর	মন্তব্য/প্রমাণক
০১	[১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	১৬/০৩/২০২৩	৩০/০৩/২০২৩	১৩/০৪/২০২৩	১৬/০৩/২০২৩	১০	সংযুক্তি-১
০২	[২.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[২.১.১] ই-ফাইলে নোট নিস্পত্তিকৃত	%	১০	৮০%	৭০%	৬০%	৮০%	১০	সংযুক্তি-২
০৩	[৩.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৩.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	১৫	৪	৩	২	৪	১৫	সংযুক্তি-৩
০৪	[৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	[৪.১.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৫	২	১	-	২	৫	সংযুক্তি-৪
০৫	[৫.১] ই-গভর্নান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৫.১.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৬	২	১	-	২	৬	সংযুক্তি-৫
		[৫.১.২] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৪	৩১/১২/২০২২	০৫/০১/২০২৩	১১/০১/২০২৩	২৯/১২/২০২২	৪	সংযুক্তি-৬
			মোট মান:	৫০					৫০	

Shahin Ahmed
20/06/2023

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Attachment: 01

Attachment-1

Landuse Map for Balaganj Upazila

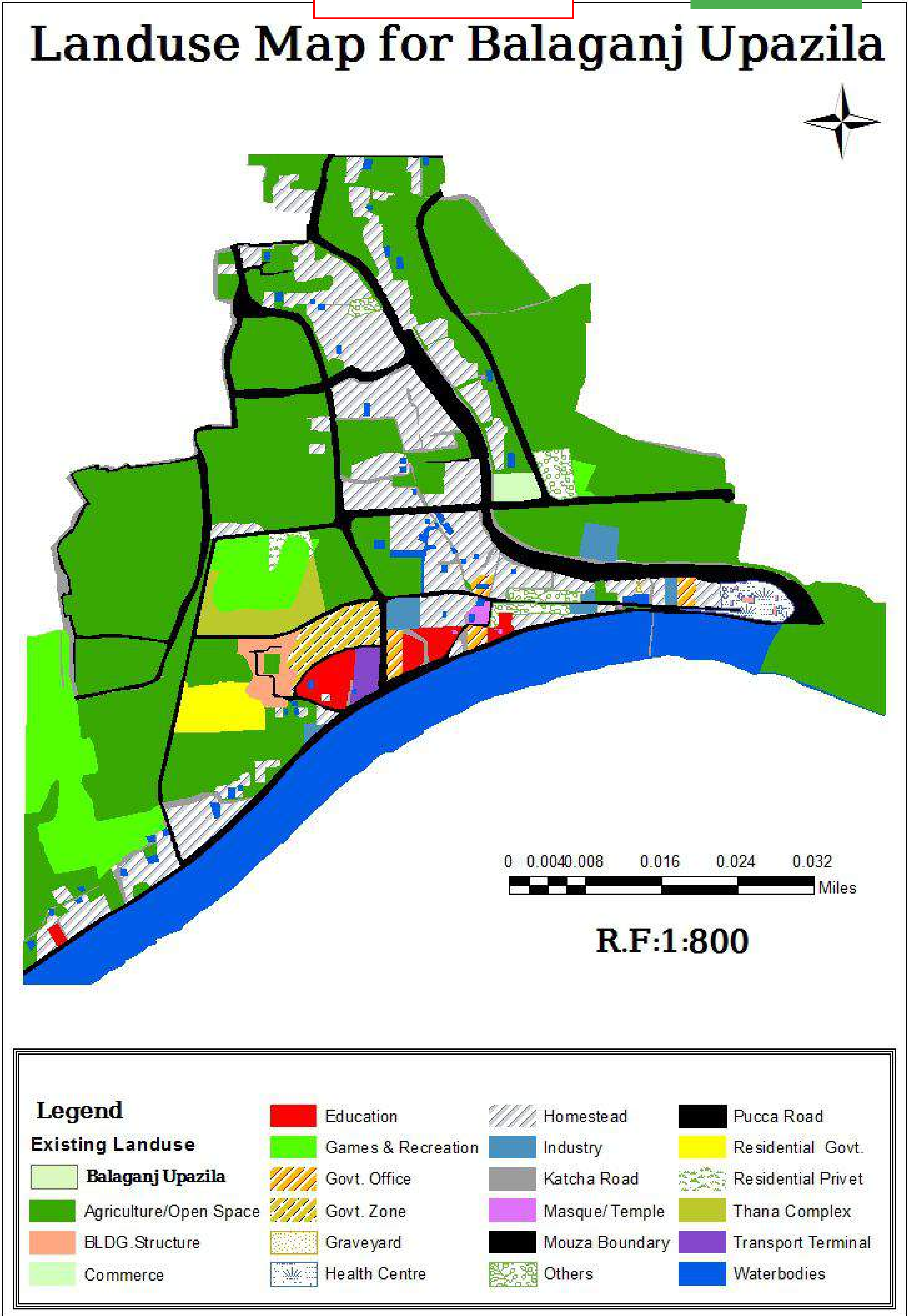

Landuse Map of Hobigonj Pourashava

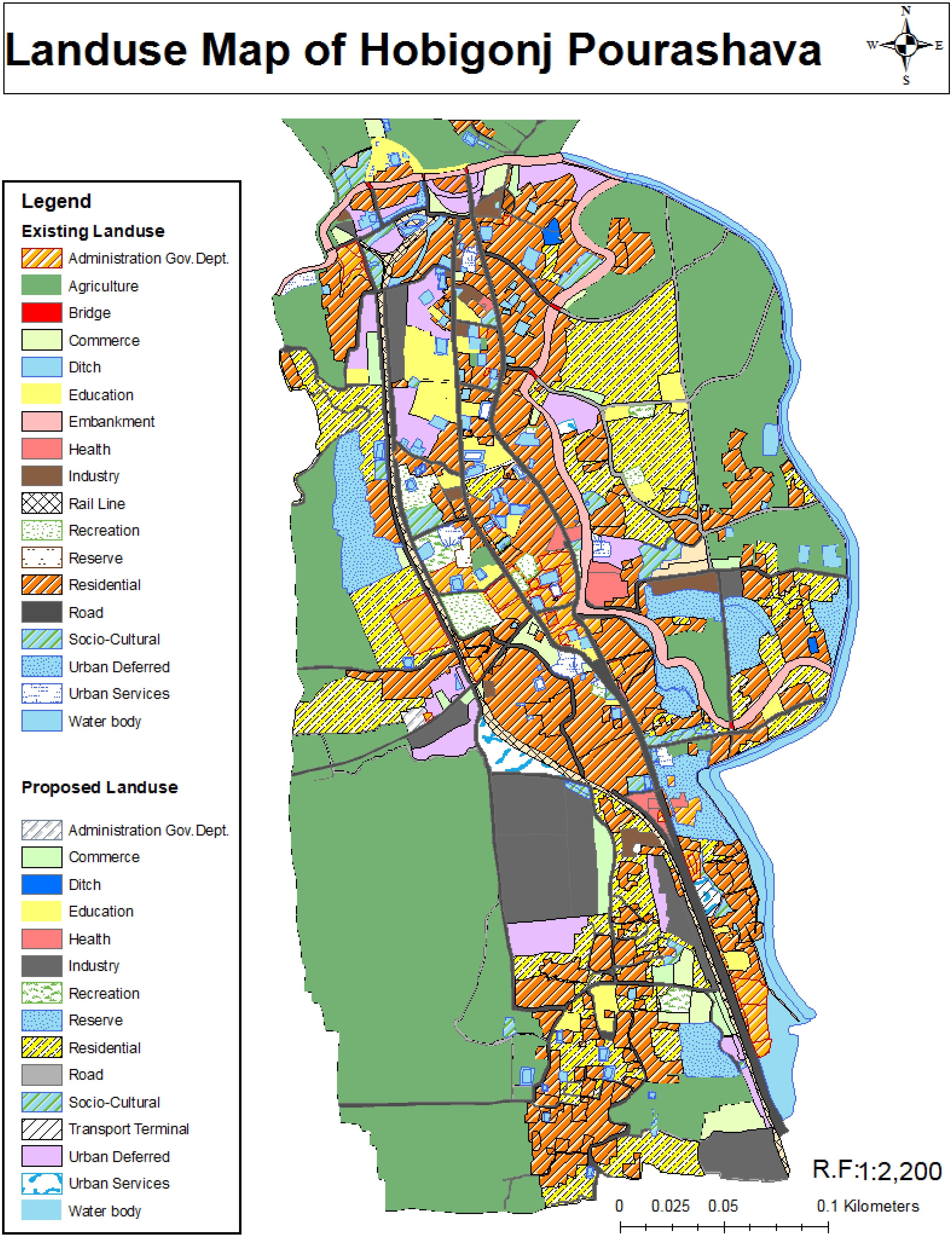

Landuse Map for Sunamgonj Upazila

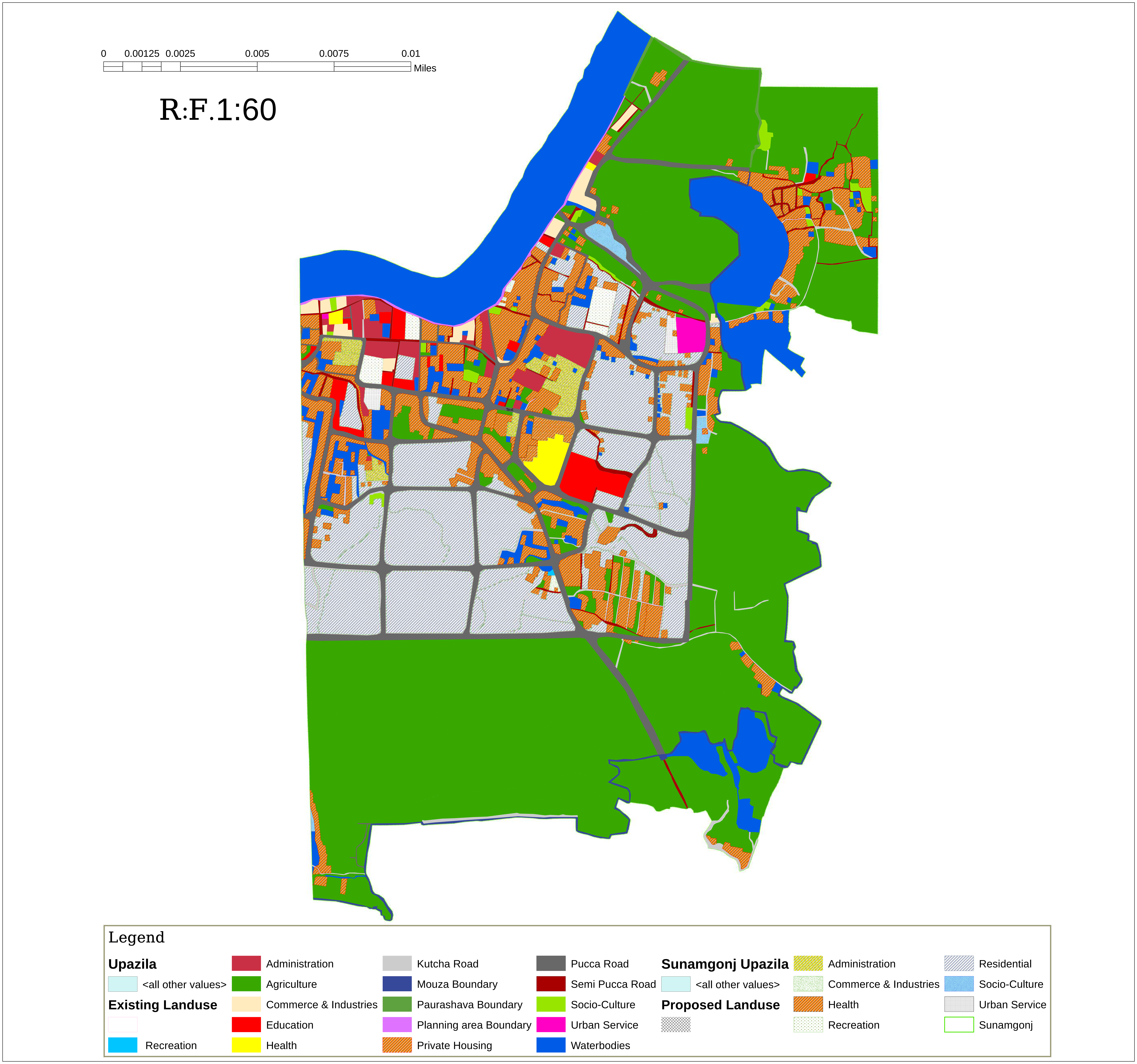

Landuse Map for Sherpur Upazila

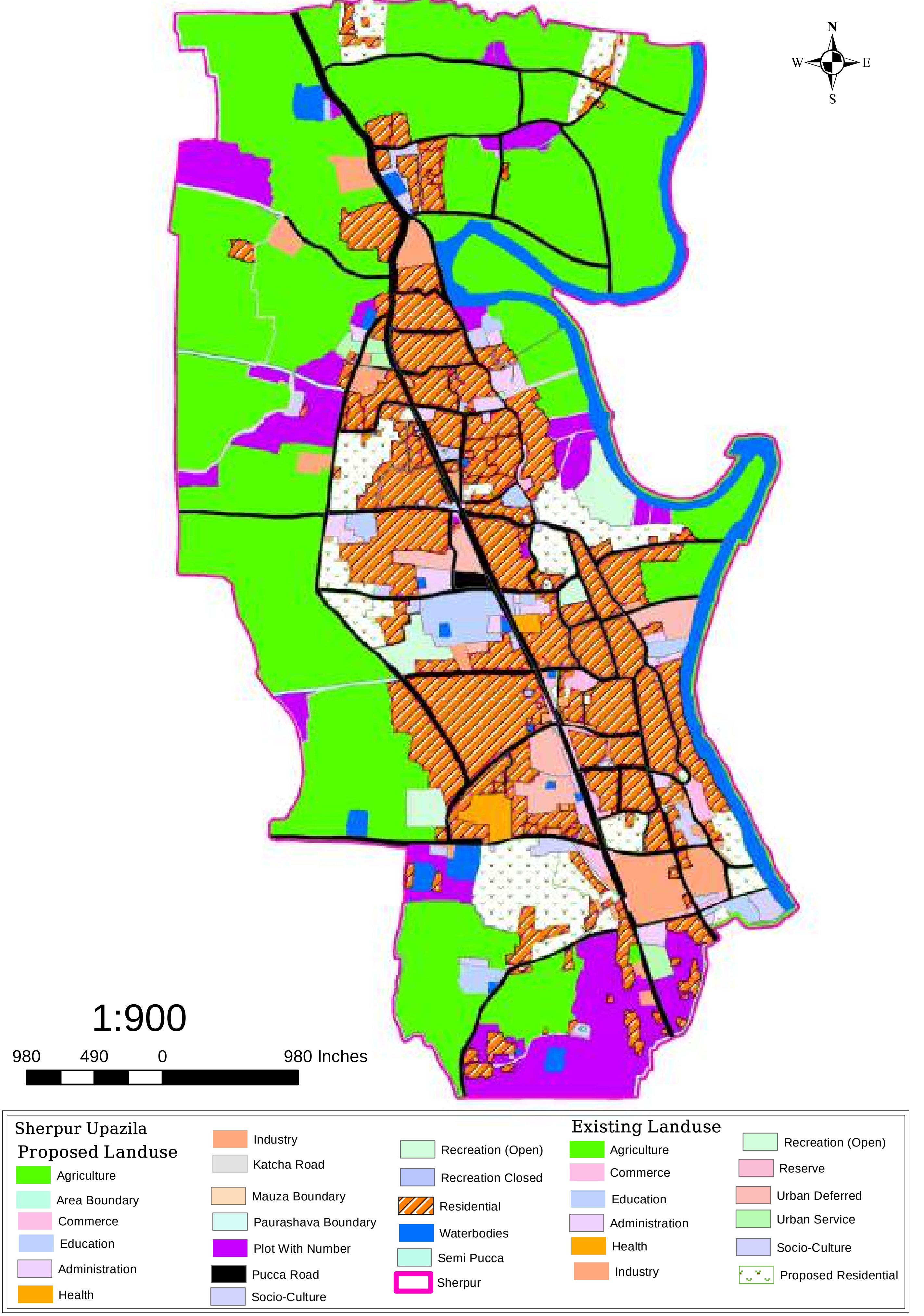

Attachment: 02

report-digital.nothi.gov.bd/report/apa

এপিএ রিপোর্ট

"সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট" এর ডি-নথি কার্যক্রমের রিপোর্ট [illegible]

শাখা	উপস্থাপিত নথির সংখ্যা	মোট নথি নিষ্পত্তিকৃত				
		ডাক থেকে নিষ্পত্তি (ক)	নোটে নিষ্পত্তি (খ)	পত্রজারির মাধ্যমে নিষ্পত্তি (গ)	মোট (ক+খ+গ)	মোট পত্রজারি
[illegible]	০	০	০	[illegible]	[illegible]	[illegible]
অফিস: সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট	০	০	০	[illegible]	[illegible]	[illegible]

© সর্বস্বত্ব ২০২৩, এটুআই প্রোগ্রাম

Attachment: 03

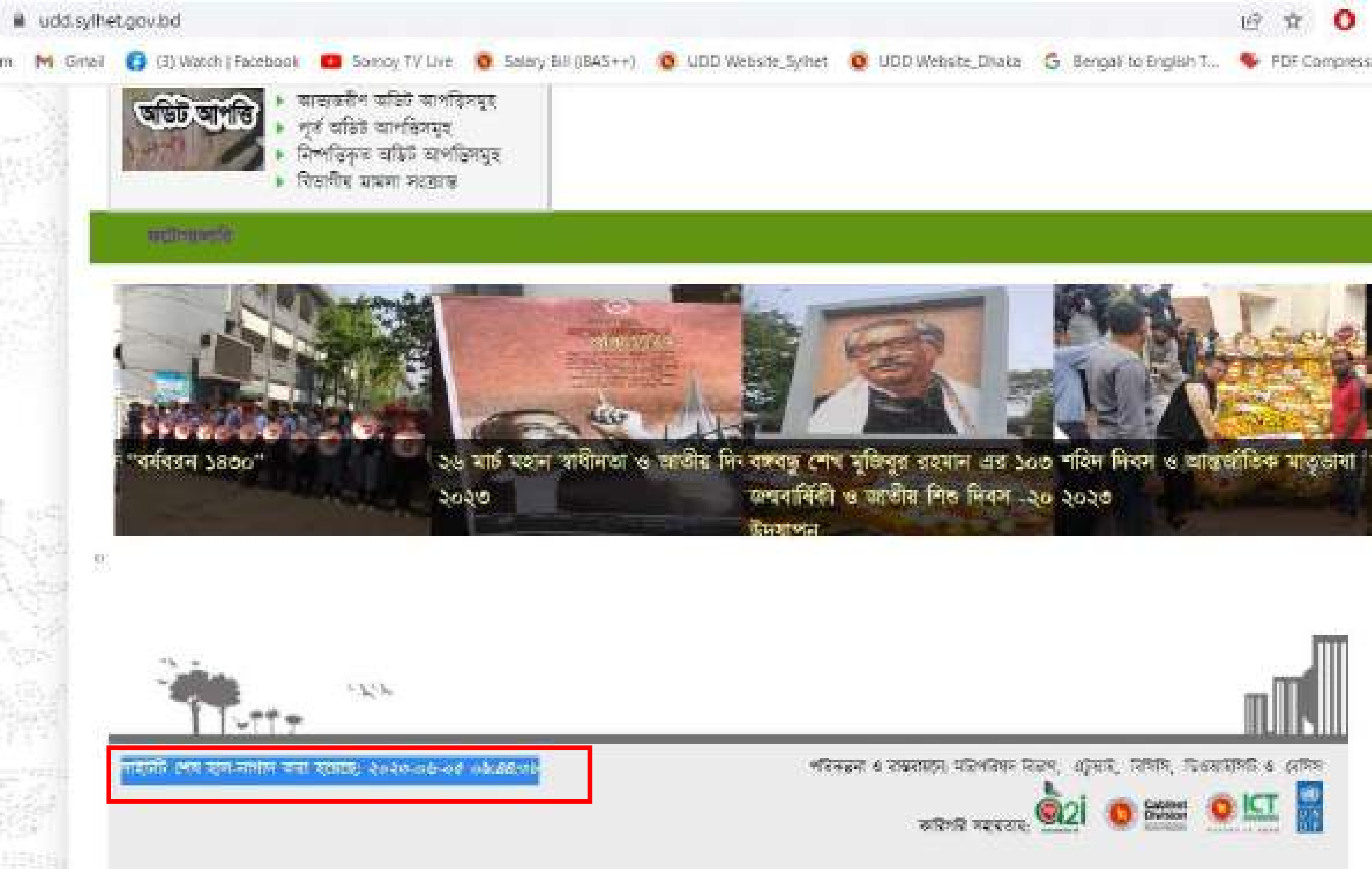

Attachment: 04

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৫.০০১.২০.২৪২ তারিখ: ২৬ আশ্বিন ১৪২৯
১১ অক্টোবর ২০২২

বিষয়: **ই-গভর্ন্যাস ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় Conceptual Overview of e-Governance সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (অক্টোবর, ২০২২) প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ই-গভর্ন্যাস ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় Conceptual Overview of e-Governance সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (অক্টোবর, ২০২২) প্রতিবেদনটি সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

১১-১০-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
পরিচালক এর দপ্তর
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৫.০০১.২০.২৪২/১(১৪) তারিখ: ২৬ আশ্বিন ১৪২৯
১১ অক্টোবর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
২) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩) সিনিয়র প্ল্যানার , সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
৪) সিনিয়র প্ল্যানার, রিজিওনাল প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৫) সিনিয়র প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৬) সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৭) সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী(সার্ভে), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৮) প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৯) প্ল্যানার, আরবান প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১) প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১২) সহকারী প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৩) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৪) অফিস কপি

১১-১০-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ Conceptual Overview of e-Governance

সময়ঃ সকাল ৯.৩০ ঘটিকা হতে বেলা ১১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত (০২ ঘণ্টা ব্যাপী)

তারিখঃ ১১/১০/২০২২ খ্রিঃ

প্রশিক্ষনের সারাংশ:

(ক) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত অংশঃ সিলেট আঞ্চলিক অফিসের সিনিয়র প্ল্যানার অত্র প্রশিক্ষণে সকলকে স্বাগত জানান। তিনি জানান যে, অত্র দপ্তরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা চুক্তি অনুসারে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ৫.১ কার্যক্রমের আওতায় অত্র প্রশিক্ষনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি অত্র প্রশিক্ষণের Content এর জন্য ADC (Edu. & ICT), Rajshahi এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি PPT'র মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্স এর সংজ্ঞা; ই-গভর্ন্যান্স কেন দরকার; প্রচলিত প্রশাসনিক বিষয়ের সাথে ই-গভর্ন্যান্স এর পার্থক্যসমূহ; পুশ এবং পুল ফ্যাক্টরসমূহ; সুবিধা-অসুবিধাসমূহ; ইনোভেটিভ আইডিয়াসমূহ, জনগণ ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষদের সাথে সম্পর্কসমূহ; বিভাগীয় পরিবর্তনসমূহ, সাকসেস ফ্যাক্টরসমূহ, e-Governance Cycle এবং ই-গভর্ন্যান্স এর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করেন। সিনিয়র প্ল্যানার জানান যে, অত্র প্রশিক্ষণের PPT টি তথ্য বাতায়নের ইনোভেশন সেবাবক্সের প্রশিক্ষণ লিংকে আপলোড করা আছে। অতঃপর তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

(খ) প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত/প্রতিক্রিয়াঃ এ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে e-Governance বিষয়ে কিছুটা ধারনা পাওয়া গিয়েছে এবং এটি ভবিষ্যতে অফিসিয়াল সংক্রান্ত কাজে সহায়ক হবে।

(গ) আঞ্চলিক অফিস প্রধানের বক্তব্যঃ এ ট্রেনিং এর মাধ্যমে সকলেই e-Governance এর Concept সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন।

Shaheen Ahmed 11/10/2022

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

উপস্থিতি তালিকাঃ

প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ Conceptual Overview of e-Governance

সময়ঃ সকাল ৯.৩০ ঘটিকা হতে বেলা ১১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত (০২ ঘন্টা ব্যাপী)

তারিখঃ ১১ অক্টোবর ২০২২ খ্রি:

প্রশিক্ষণ প্রদানকারীর নাম ও পদবী: জনাব শাহীন আহম্মেদ, সিনিয়র প্ল্যানার

ক্র. নং	নাম	পদবী	প্রশিক্ষণার্থীর স্বাক্ষর ও তারিখ
১।	জনাব বাদশা মিয়া	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	বাদশা মিয়া ১১/১০/2022
২।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান ভূইয়া	রেখাকার	[signature] ১১/১০/2022
৩।	জনাব মোঃ রুবেল হোসেন	সার্ভেয়ার	C.L.

Shaheen Ahmed 11/10/2022

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভবন (পুরাতন), ৫ম তলা, তোপখানা,
সিলেট

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৫.০০১.২০.৩৫৮

তারিখ: ২৭ চৈত্র ১৪২৯
১০ এপ্রিল ২০২৩

বিষয়: ই-গভর্ন্যাস ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ ২য় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ ২য় সভার কার্যবিবরণীটি সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

১০-০৪-২০২৩
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

পরিচালক, পরিচালক এর দপ্তর, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর।

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৫.০০১.২০.৩৫৮/১ (১৪)

তারিখ: ২৭ চৈত্র ১৪২৯
১০ এপ্রিল ২০২৩

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
২। উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৩। সিনিয়র প্ল্যানার , সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট;
৪। সিনিয়র প্ল্যানার, রিজিওনাল প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৫। সিনিয়র প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৬। সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৭। সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী(সার্ভে), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৮। প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;

৯। প্ল্যানার, আরবান প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
১০। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
১১। প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
১২। সহকারী প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
১৩। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং
১৪। অফিস, কপি।।

১০-০৪-২০২৩
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ ২য় কার্যবিবরণী
(২) ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ ও বাংলাদেশের প্রস্তুতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের পিপিটি-৯ এপ্রিল ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিনিয়র প্ল্যানারের কার্যালয়
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস
সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভবন (৫ম তলা), তোপখানা, সিলেট

বিষয় : নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর সংযোজনী-৬ এর ৪.১১ কার্যক্রমের আওতায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: শাহীন আহম্মেদ, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
তারিখ	: ০৯/০৪/২০২৩ খ্রিঃ
সময়	: সকাল ২:০০ ঘটিকা
স্থান	: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
উপস্থিতি	: তালিকা সংযুক্ত

সভার শুরুতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট এর সিনিয়র প্ল্যানার ও অত্র অফিস এর ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ বিষয়ক ২য় সভার সভাপতি জনাব শাহীন আহম্মেদ, সিনিয়র প্ল্যানার, উপস্থিত কমিটির সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি "৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ ও বাংলাদেশের প্রস্তুতি" সম্পর্কে ১টি PPT উপস্থাপন করেন। তিনি সূচনাতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন। তিনি ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সহজ উদাহরণসমূহ; এর সম্ভাব্য সুবিধাবলী; নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা দেন। বাংলাদেশে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের স্বপ্ন-দ্রষ্টা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রারম্ভিক কাজসমূহ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি এই শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ; ৩য় সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে সংযুক্তি; নিজস্ব স্যাটেলাইট, ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন; হাইটেক পার্ক স্থাপন; হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার শিল্পের পরিবেশ সৃষ্টি; আউটসোর্সিং এর কাজ; ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এসেট প্রকল্প; শি পাওয়ার; রাসেল ডিজিটাল ল্যাব; রোবোটিকস ও বায়োটেকনোলজির বিভিন্ন কার্যক্রম বর্ণনা করেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের যোগ্য কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠার আহবান জানান। তিনি অত্র সভায় প্রদর্শিত PPT টি সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য বাতায়নভুক্ত ওয়েবসাইটে (www.udd.sylhet.gov.bd) এর "ইনোভেশন/উদ্ভাবনী কার্যক্রম" সেবাবক্সের "ইনোভেশন/উদ্ভাবনী সম্পর্কিত অফিস আদেশ/প্রশিক্ষণ/প্রতিবেদনসমূহ" লিংকে আপলোড করা আছে বলে জানান। অতঃপর তিনি সভার অন্যান্য সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সভাপতি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সকলকে সচেষ্ট থাকার আহবান জানান। সভায় অন্যান্য আলোচনার পর সর্বসম্মতিতে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তসমূহঃ

১। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলকে সম্পর্কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

Shaheen Ahmed 09/04/2023

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
ও
সভাপতি
৪র্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কিত অবহিতকরণ কমিটি
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

৪র্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত অবহিতকরণ ২য় সভার উপস্থিতির তালিকা

স্থান : নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
তারিখ : ০৯/০৪/২০২৩ খ্রিঃ
সময় : সকাল ২:০০ ঘটিকা

ক্র: নং:	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	পদবী	স্বাক্ষর ও তারিখ
১।	জনাব শাহীন আহম্মেদ	সিনিয়র প্ল্যানার	Shaheen Ahmed 09/04/2023
২।	জনাব বাদশা মিয়া	অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ	বাদশা মিয়া ৯/৪/২৩
৩।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান ভূইয়া	রেখাকার	[illegible] ০৯/০৪/২০২৩
৪।	জনাব মো: রুবেল হোসেন	সার্ভেয়ার	[illegible] ০৯/০৪/২০২৩

Attachment: 05

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৫.০০১.২০.২৪২ তারিখ: ২৬ আশ্বিন ১৪২৯
১১ অক্টোবর ২০২২

বিষয়: **ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় Conceptual Overview of e-Governance সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (অক্টোবর, ২০২২) প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় Conceptual Overview of e-Governance সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (অক্টোবর, ২০২২) প্রতিবেদনটি সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

Shaheen Ahmed

১১-১০-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
পরিচালক এর দপ্তর
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৫.০০১.২০.২৪২/১(১৪) তারিখ: ২৬ আশ্বিন ১৪২৯
১১ অক্টোবর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
২) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩) সিনিয়র প্ল্যানার , সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
৪) সিনিয়র প্ল্যানার, রিজিওনাল প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৫) সিনিয়র প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৬) সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৭) সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী(সার্ভে), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৮) প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৯) প্ল্যানার, আরবান প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১) প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১২) সহকারী প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৩) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৪) অফিস কপি

১১-১০-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ Conceptual Overview of e-Governance

সময়ঃ সকাল ৯.৩০ ঘটিকা হতে বেলা ১১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত (০২ ঘন্টা ব্যাপী)

তারিখঃ ১১/১০/২০২২ খ্রিঃ

প্রশিক্ষনের সারাংশ:

(ক) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত অংশঃ সিলেট আঞ্চলিক অফিসের সিনিয়র প্ল্যানার অত্র প্রশিক্ষণে সকলকে স্বাগত জানান। তিনি জানান যে, অত্র দপ্তরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা চুক্তি অনুসারে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ৫.১ কার্যক্রমের আওতায় অত্র প্রশিক্ষনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি অত্র প্রশিক্ষণের Content এর জন্য ADC (Edu. & ICT), Rajshahi এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি PPT'র মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্স এর সংজ্ঞা; ই-গভর্ন্যান্স কেন দরকার; প্রচলিত প্রশাসনিক বিষয়ের সাথে ই-গভর্ন্যান্স এর পার্থক্যসমূহ; পুশ এবং পুল ফ্যাক্টরসমূহ; সুবিধা-অসুবিধাসমূহ; ইনোভেটিভ আইডিয়াসমূহ, জনগণ ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষদের সাথে সম্পর্কসমূহ; বিভাগীয় পরিবর্তনসমূহ, সাকসেস ফ্যাক্টরসমূহ, e-Governance Cycle এবং ই-গভর্ন্যান্স এর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করেন। সিনিয়র প্ল্যানার জানান যে, অত্র প্রশিক্ষণের PPT টি তথ্য বাতায়নের ইনোভেশন সেবাবক্সের প্রশিক্ষণ লিংকে আপলোড করা আছে। অতঃপর তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

(খ) প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত/প্রতিক্রিয়াঃ এ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে e-Governance বিষয়ে কিছুটা ধারনা পাওয়া গিয়েছে এবং এটি ভবিষ্যতে অফিসিয়াল সংক্রান্ত কাজে সহায়ক হবে।

(গ) আঞ্চলিক অফিস প্রধানের বক্তব্যঃ এ ট্রেনিং এর মাধ্যমে সকলেই e-Governance এর Concept সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন।

Shaheen Ahmed 11/10/2022

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

উপস্থিতি তালিকাঃ

প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ Conceptual Overview of e-Governance

সময়ঃ সকাল ৯.৩০ ঘটিকা হতে বেলা ১১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত (০২ ঘন্টা ব্যাপী)

তারিখঃ ১১ অক্টোবর ২০২২ খ্রি:

প্রশিক্ষণ প্রদানকারীর নাম ও পদবী: জনাব শাহীন আহম্মেদ, সিনিয়র প্ল্যানার

ক্র. নং	নাম	পদবী	প্রশিক্ষণার্থীর স্বাক্ষর ও তারিখ
১।	জনাব বাদশা মিয়া	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	বাদশা মিয়া ১১/১০/2022
২।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান ভূইয়া	রেখাকার	[signature] ১১/১০/2022
৩।	জনাব মোঃ রুবেল হোসেন	সার্ভেয়ার	C.L.

Shaheen Ahmed 11/10/2022

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভবন (৫ম তলা), তোপখানা, সিলেট

নম্বর: ২৫.০০.০০০০.০০০.২৫.০০২.১৮.৭৩

তারিখ: ১ চৈত্র ১৪২৯
১৫ মার্চ ২০২৩

অফিস আদেশ

আগামী ১৬/০৩/২০২৩ ইং তারিখে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সিলেট আঞ্চলিক অফিসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এর আওতায় কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত “প্লটারে জিআইএস ম্যাপ প্রিন্টিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ” এবং ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় “Training on Proper use of Internet & Social Media” শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে সংযুক্ত প্রশিক্ষণ সূচী অনুযায়ী নির্ধারিত সেশনে অংশগ্রহণ করার জন্য সিলেট আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে নির্দেশক্রমে আদেশ প্রদান করা হলো। প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীরা বিধি মোতাবেক সম্মানী ও প্রশিক্ষণভাতা প্রাপ্য হবেন।

সংযুক্তিঃ প্রশিক্ষণসূচী

১৫-৩-২০২৩
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার
ফোন: +882996636633
ইমেইল: sps@udd.gov.bd

নম্বর: ২৫.০০.০০০০.০০০.২৫.০০২.১৮.৭৩/১(১৮)

তারিখ: ১ চৈত্র ১৪২৯
১৫ মার্চ ২০২৩

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:

১) পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), পরিচালক এর দপ্তর, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
২) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৪) ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস, সিলেট
৫) সিনিয়র প্ল্যানার , সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
৬) সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৭) সিনিয়র প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৮) সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী(সার্ভে), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

৯) সহকারী প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১০) প্ল্যানার, আরবান প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১১) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১২) প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৩) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৪) অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট

১৫) জনাব মোঃ নূরুজ্জামান ভূইয়া, রেখাকার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

১৬) জনাব মোঃ রুবেল হোসেন, সার্ভেয়ার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

১৭) জনাব আমির হামজা, খালাসী, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

১৮) অফিস কপি

১৫-৩-২০২৩

জনাব শাহীন আহম্মেদ

সিনিয়র প্ল্যানার

২০২২-২৩ অর্থবছরের বিষয়ভিত্তিক আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সূচী

তারিখঃ ১৬/০৩/২০২৩ খ্রিঃ
স্থানঃ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট কার্যালয়

প্রশিক্ষকঃ শাহীন আহম্মেদ, সিনিয়র প্ল্যানার

প্রশিক্ষণার্থীগণঃ
১। বাদশা মিয়া, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
২। মোঃ নুরুজ্জামান ভুইয়া, রেখাকার
৩। মোঃ রুবেল হোসেন, সার্ভেয়ার
৪। আমির হামজা, খালাসী

ক্র. নং	সেশন	সময়	আলোচ্য বিষয়
০১	সকাল	৯:৩০ – ১০:০০	অরিয়েন্টেশন
		১০:০০ – ১১:০০	প্লটারে জিআইএস ম্যাপ প্রিন্টিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
		১১:০০ – ১১:৩০	রিফ্রেসমেন্ট ব্রেক
		১১:৩০ – ১২:৩০	হাতে কলমে অনুশীলন
		১২:৩০ – ১:০০	প্রশ্নোত্তর ও সেশন সমাপনী
		১:০০ – ১:৩০	দুপুরের খাবার, নামায ও মধ্যাহ্ন বিরতি
০২	বিকাল	১:৩০ – ২:৩০	Training on Proper use of Internet & Social Media সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
		২:৩০ – ৩:৩০	হাতে কলমে অনুশীলন
		৩:৩০ – ৪:০০	প্রশ্নোত্তর ও প্রশিক্ষণ সমাপনী

Attachment: 06

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৫.০০১.২০.৩৪১ তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪২৯
২৯ ডিসেম্বর ২০২২

বিষয়: **ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ অর্থবছরের অর্ধ-বার্ষিক (জুলাই ২০২২ - ডিসেম্বর ২০২২) স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র: কেন্দ্রীয় দপ্তরের স্মারক নং-২৫.৪৫.০০০০.০০২.৩২.০০৪.১৭.১২৬, তারিখঃ ২২ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ।

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ অর্থবছরের অর্ধ-বার্ষিক (জুলাই ২০২২ - ডিসেম্বর ২০২২) স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২৯-১২-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
পরিচালক এর দপ্তর
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৫.০০১.২০.৩৪১/১(১৩) তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪২৯
২৯ ডিসেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
২) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩) সিনিয়র প্ল্যানার , সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
৪) সিনিয়র প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৫) সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৬) সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী(সার্ভে), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৭) সহকারী প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৮) প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৯) প্ল্যানার, রিজিওনাল প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০) প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১২) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৩) অফিস কপি

২৯-১২-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সিলেট আঞ্চলিক অফিস

ষান্মাসিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন পরিকল্পনা এর অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (জুলাই – ডিসেম্বর ২০২২)

ক্রম	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩			অর্জন	নম্বর	মন্তব্য/প্রমাণক
					অসাধারণ	উত্তম	চলতি মান			
					১০০%	৮০%	৬০%			
০১	[১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	১৬/০৩/২০২৩	৩০/০৩/২০২৩	১৩/০৪/২০২৩	-	-	সংলাগ-১
০২	[২.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[২.১.১] ই-ফাইলে নোট নিস্পত্তিকৃত	%	১০	৮০%	৭০%	৬০%	৪০%	৫	
০৩	[৩.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৩.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	১৫	৪	৩	২	২	৭.৫	
০৪	[৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	[৪.১.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৫	২	১	-	১	৪	
০৫	[৫.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৫.১.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৬	২	১	-	১	৪.৮	
		[৫.১.২] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৪	৩১/১২/২০২২	০৫/০১/২০২৩	১২/০১/২০২৩	২৯/১২/২০২২	৪	
			মোট মান:	৫০					২৫.৩০	

Shaheen Ahmed
29/12/2022

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংলাগ-১

ক্র. নং	কর্মসম্পাদন সূচক	প্রমাণক/মন্তব্য	সংযুক্তি
১	[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়িত	মাস্টার প্ল্যান এর কপি এবং ডিজিটাইজেশন এর ফরম্যাট চেয়ে কেন্দ্রীয় দপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি কপি এবং ফরম্যাট পাওয়া যায়নি।	সংযুক্তি-১, ২
২	[২.১.১] ই-ফাইলে নোট নিস্পত্তিকৃত	ই-নথির ড্যাশবোর্ডের ছবি	সংযুক্তি-৩
৩	[৩.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত	তথ্য বাতায়নের সেবাবক্সের হালনাগাদের ছবি	সংযুক্তি-৪
৪	[৪.১.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজিত	অবহিতকরণ সভার কার্যবিবরণীর কপি	সংযুক্তি-৫
৫	[৫.১.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন এর কপি	সংযুক্তি-৬
৬	[৫.১.২] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন এর কপি	সংযুক্তি-৭

Attachment-1

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভবন (৫ম তলা), তোপখানা,
সিলেট

জরুরি

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.১৪.০০১.২১.২৯০ তারিখ: ৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
২১ নভেম্বর ২০২২

বিষয়: **আশির দশকের মাষ্টার প্ল্যানসমূহের ডিজিটাল ভার্সন প্রস্তুতের জন্য বালাগঞ্জ, হবিগঞ্জ পৌরসভা এবং শেরপুর সদর উপজেলার মাষ্টার প্ল্যানের হার্ডকপি/বই প্রেরণ করার অনুরোধ প্রসঙ্গে।**

সূত্র: কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের স্মারক নং-২৫.৪৫.০০০০.০০২.৩২.০০৪.১৭.৯৩; তারিখঃ ০১ নভেম্বর ২০২২ খ্রিঃ।

যথাযথ সম্মান পূর্বক উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর কার্যক্রম ১.১ একটি উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজীকরণ/ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়ন এর আওতায় কেন্দ্রীয় দপ্তরের ১নং সূত্রের নির্দেশানুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য বিষয়ে উল্লেখিত বালাগঞ্জ, হবিগঞ্জ পৌরসভা এবং শেরপুর সদর উপজেলার মাষ্টার প্ল্যানের হার্ডকপি/বই অত্র দপ্তরে প্রেরণ করা একান্ত প্রয়োজন। উল্লেখ্য, উপরোক্ত ০৩ (তিন) টি উপজেলার মাষ্টার প্ল্যানের কোন কপি অত্র দপ্তরে নাই। ফলশ্রুতিতে, উপরোক্ত ০৩ (তিন) টি উপজেলার মাষ্টার প্ল্যানের হার্ডকপি/বই অত্র দপ্তরে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ১নং স্মারকের পত্র।

২১-১১-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
পরিচালক এর দপ্তর
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.১৪.০০১.২১.২৯০/১(১৩) তারিখ: ৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
২১ নভেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

২) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

৩) সিনিয়র প্ল্যানার , সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট

৪) সিনিয়র প্ল্যানার ও ইনোভেশন অফিসার, রিজিওনাল প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (মাষ্টার প্ল্যান তিনটি প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)

৫) সিনিয়র প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

৬) সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী(সার্ভে), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

৭) প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

৮) অর্থনীতিবিদ, গবেষণা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

৯) প্ল্যানার, আরবান প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১০) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১১) প্ল্যানার ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১২) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৩) অফিস কপি

২১-১১-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

Attachment-2

জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভবন (৫ম তলা), তোপখানা,
সিলেট

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.১৪.০০১.২১.৩১০ | তারিখ: ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ / ০৫ ডিসেম্বর ২০২২

বিষয়: **আশির দশকের মাষ্টার প্ল্যান সমূহের ডিজিটাল ভার্সন প্রস্তুতের জন্য ডিজিটালাইজেশন এর Common Parameter/Standard Format সরবরাহকরণের অনুরোধ প্রসঙ্গে।**

সূত্র: ১। অত্র দপ্তরের স্মারক নং-২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.১৪.০০১.২১.২৯০, তারিখঃ ২১ নভেম্বর ২০২২ খ্রিঃ
২। কেন্দ্রীয় দপ্তরের স্মারক নং-২৫.৪৫.০০০০.০০২.৩২.০০৪.১৭.৯৩, তারিখঃ ২১ নভেম্বর ২০২২ খ্রিঃ

যথাযথ সম্মান পূর্বক উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২নং সূত্রে উল্লেখিত মাষ্টার প্ল্যানসমূহের ডিজিটালাইজেশন এর জন্য ডিজিটালাইজেশন এর Common Parameter/Standard Format অত্র দপ্তরে সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন। অতএব, বিষয়ে উল্লেখিত Common Parameter/Standard Format সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিনীত অনুরোধ করা হলো।

৫-১২-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
পরিচালক এর দপ্তর
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.১৪.০০১.২১.৩১০/১(২০) | তারিখ: ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ / ০৫ ডিসেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
২) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩) সিনিয়র প্ল্যানার , সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
৪) সিনিয়র প্ল্যানার ও ইনোভেশন অফিসার, রিজিওনাল প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৫) সিনিয়র প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৬) সিনিয়র প্ল্যানার , খুলনা আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, খুলনা
৭) সিনিয়র প্ল্যানার , বরিশাল আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশাল
৮) সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী(সার্ভে), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৯) সিনিয়র প্ল্যানার , কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার

১০) প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১১) সিনিয়র প্ল্যানার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী

১২) অর্থনীতিবিদ, গবেষণা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৩) প্ল্যানার, আরবান প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৪) প্ল্যানার, রিজিওনাল প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৫) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৬) প্ল্যানার ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৭) সহকারী প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৮) পরিকল্পনা সহকারী, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৯) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

২০) অফিস কপি

Shaheen Ahmed

৫-১২-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

Attachment-3

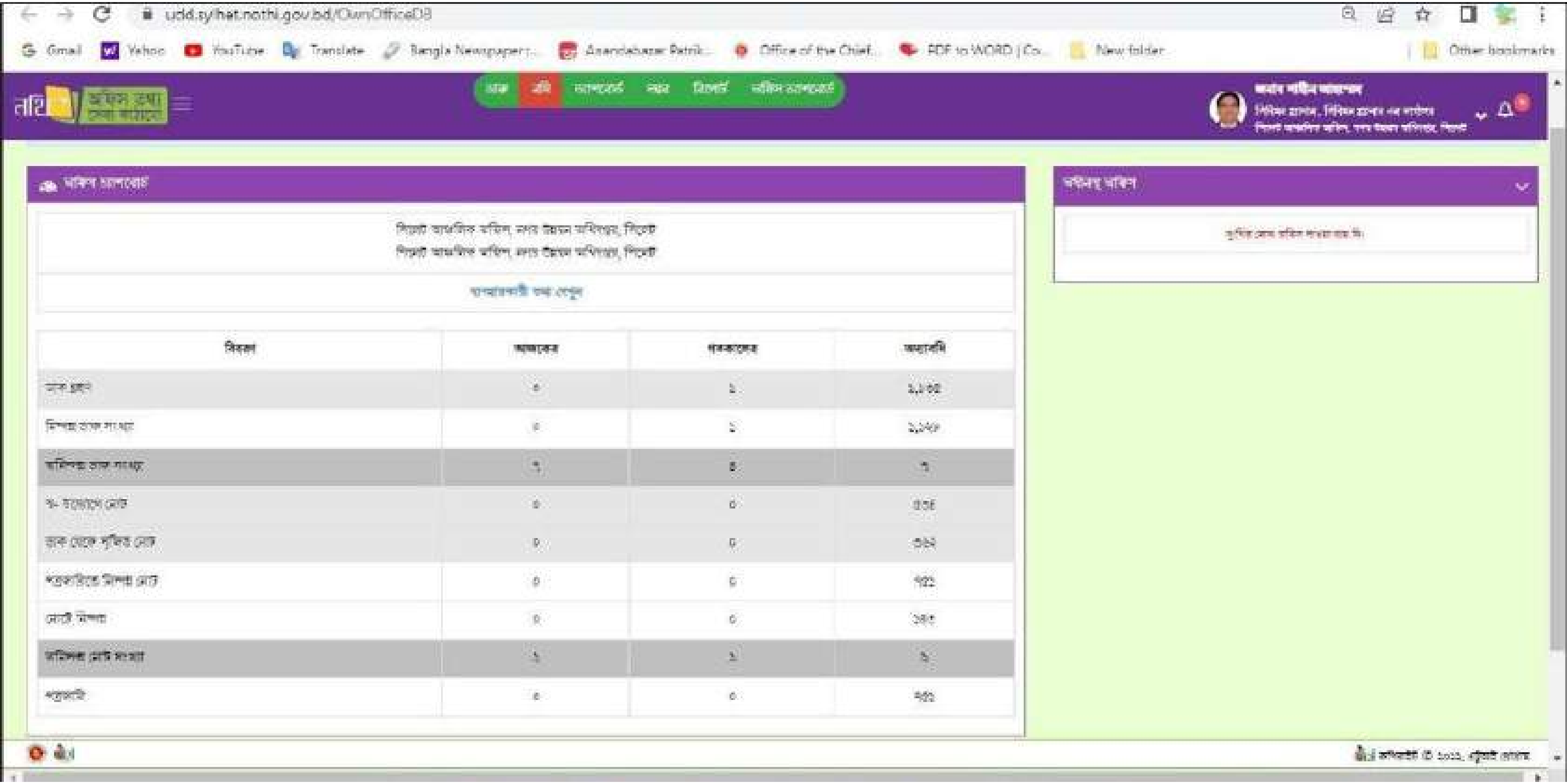

Not secure | udd.sylhet.gov.bd

YouTube | Translate | Bangla Newspaper :... | Anandabazar Patrik... | PDF to WORD | Co... | New folder

Attachment-4

- বই এর তালিকা
- ই-বই
- প্রকাশনা সংক্রান্ত

- আভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তিসমুহ
- পূর্ত অডিট আপত্তিসমুহ
- নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তিসমুহ
- বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত

ফটোগ্যালারি

মহান বিজয় দিবস ২০২২

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ২০২২

শুদ্ধাচার পুরস্কার

সাইটটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: ২০২২-১২-২৭ ১২:৩৫:৫৭

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস

কারিগরি সহায়তায়:

Attachment-5

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৫.০০১.২০.৩১৯ তারিখ: ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
১৪ ডিসেম্বর ২০২২

বিষয়: **ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ ১ম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ ১ম সভার কার্যবিবরণীটি সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

১৪-১২-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
পরিচালক এর দপ্তর
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৫.০০১.২০.৩১৯/১(১৪) তারিখ: ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
১৪ ডিসেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
২) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩) সিনিয়র প্ল্যানার , সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
৪) সিনিয়র প্ল্যানার, রিজিওনাল প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৫) সিনিয়র প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৬) সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৭) সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী(সার্ভে), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৮) প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৯) প্ল্যানার, আরবান প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১) প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১২) সহকারী প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৩) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৪) অফিস কপি

১৪-১২-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিনিয়র প্ল্যানারের কার্যালয়
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস
সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভবন (৫ম তলা), তোপখানা, সিলেট

বিষয় : নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর সংযোজনী-৬ এর ৪.১১ কার্যক্রমের আওতায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : শাহীন আহম্মেদ, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
তারিখ : ১৪/১২/২০২২ খ্রিঃ
সময় : সকাল ৯:৩০ ঘটিকা
স্থান : নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
উপস্থিতি : তালিকা সংযুক্ত

সভার শুরুতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট এর সিনিয়র প্ল্যানার ও অত্র অফিস এর ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভার সভাপতি জনাব শাহীন আহম্মেদ, সিনিয়র প্ল্যানার, উপস্থিত কমিটির সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বা ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ এর প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে ১টি PPT উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে জানান যে, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। তিনি পরবর্তীতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিসমূহ; পরিকল্পনা নীতিসমূহ; সম্ভাব্য কার্যক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। তিনি শিল্প বিপ্লবের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ (Best Practice) এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ তুলে ধরেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের যোগ্য কর্মী হিসেবে গড়ে ওঠার আহবান জানান। তিনি অত্র সভায় প্রদর্শিত PPT টি সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য বাতায়নভুক্ত ওয়েবসাইটে (www.udd.sylhet.gov.bd) এর "ইনোভেশন/উদ্ভাবনী কার্যক্রম" সেবাবক্সের "ইনোভেশন/উদ্ভাবনী সম্পর্কিত অফিস আদেশ/প্রশিক্ষণ/প্রতিবেদনসমূহ" লিংকে আপলোড করা আছে বলে জানান। অতঃপর তিনি সভার অন্যান্য সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সভাপতি সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সকলকে সচেষ্ট থাকার আহবান জানান। সভায় অন্যান্য আলোচনার পর সর্বসম্মতিতে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তসমূহঃ

১। ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ে ২য় অবহিতকরণ সভা এপ্রিল ২০২৩ এ আয়োজন করা হবে।

২। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলকে সম্পর্কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

* আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

Shaheen Ahmed
14/12/2022

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
ও
সভাপতি
৪র্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কিত অবহিতকরণ কমিটি
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

৪র্থ শিল্প বিপ্লব সংক্রান্ত অবহিতকরণ ১ম সভার উপস্থিতির তালিকা

স্থান : নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
তারিখ : ১৪/১২/২০২২ খ্রিঃ
সময় : সকাল ৯:৩০ ঘটিকা

ক্রঃ নংঃ	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	পদবী	স্বাক্ষর ও তারিখ
১।	জনাব শাহীন আহম্মেদ	সিনিয়র প্ল্যানার	Shaheen Ahmed 14/12/2022
২।	জনাব বাদশা মিয়া	অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ	বাদশা মিয়া ১৪/১২/২০২২
৩।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান ভূইয়া	রেখাকার	[illegible] ১৪/১২/২০২২
৪।	জনাব মো: রুবেল হোসেন	সার্ভেয়ার	[illegible] ১৪/১২/২০২২

Attachment-6

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৫.০০১.২০.২৪২ তারিখ: ২৬ আশ্বিন ১৪২৯
১১ অক্টোবর ২০২২

বিষয়: **ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় Conceptual Overview of e-Governance সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (অক্টোবর, ২০২২) প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় Conceptual Overview of e-Governance সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (অক্টোবর, ২০২২) প্রতিবেদনটি সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

১১-১০-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
পরিচালক এর দপ্তর
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২৫.০০১.২০.২৪২/১(১৪) তারিখ: ২৬ আশ্বিন ১৪২৯
১১ অক্টোবর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
২) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩) সিনিয়র প্ল্যানার , সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
৪) সিনিয়র প্ল্যানার, রিজিওনাল প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৫) সিনিয়র প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৬) সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৭) সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী(সার্ভে), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৮) প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৯) প্ল্যানার, আরবান প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১) প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১২) সহকারী প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৩) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৪) অফিস কপি

১১-১০-২০২২

জনাব শাহীন আহম্মেদ

সিনিয়র প্ল্যানার

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ Conceptual Overview of e-Governance

সময়ঃ সকাল ৯.৩০ ঘটিকা হতে বেলা ১১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত (০২ ঘণ্টা ব্যাপী)

তারিখঃ ১১/১০/২০২২ খ্রিঃ

প্রশিক্ষণের সারাংশ:

(ক) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত অংশঃ সিলেট আঞ্চলিক অফিসের সিনিয়র প্ল্যানার অত্র প্রশিক্ষণে সকলকে স্বাগত জানান। তিনি জানান যে, অত্র দপ্তরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা চুক্তি অনুসারে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ৫.১ কার্যক্রমের আওতায় অত্র প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি অত্র প্রশিক্ষণের Content এর জন্য ADC (Edu. & ICT), Rajshahi এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি PPT'র মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্স এর সংজ্ঞা; ই-গভর্ন্যান্স কেন দরকার; প্রচলিত প্রশাসনিক বিষয়ের সাথে ই-গভর্ন্যান্স এর পার্থক্যসমূহ; পুশ এবং পুল ফ্যাক্টরসমূহ; সুবিধা-অসুবিধাসমূহ; ইনোভেটিভ আইডিয়াসমূহ, জনগণ ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষদের সাথে সম্পর্কসমূহ; বিভাগীয় পরিবর্তনসমূহ, সাকসেস ফ্যাক্টরসমূহ, e-Governance Cycle এবং ই-গভর্ন্যান্স এর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করেন। সিনিয়র প্ল্যানার জানান যে, অত্র প্রশিক্ষণের PPT টি তথ্য বাতায়নের ইনোভেশন সেবাবক্সের প্রশিক্ষণ লিংকে আপলোড করা আছে। অতঃপর তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

(খ) প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত/প্রতিক্রিয়াঃ এ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে e-Governance বিষয়ে কিছুটা ধারনা পাওয়া গিয়েছে এবং এটি ভবিষ্যতে অফিসিয়াল সংক্রান্ত কাজে সহায়ক হবে।

(গ) আঞ্চলিক অফিস প্রধানের বক্তব্যঃ এ ট্রেনিং এর মাধ্যমে সকলেই e-Governance এর Concept সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন।

Shaheen Ahmed
11/10/2022
(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

উপস্থিতি তালিকাঃ

প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ Conceptual Overview of e-Governance

সময়ঃ সকাল ৯.৩০ ঘটিকা হতে বেলা ১১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত (০২ ঘন্টা ব্যাপী)

তারিখঃ ১১ অক্টোবর ২০২২ খ্রি:

প্রশিক্ষণ প্রদানকারীর নাম ও পদবী: জনাব শাহীন আহম্মেদ, সিনিয়র প্ল্যানার

ক্র. নং	নাম	পদবী	প্রশিক্ষণার্থীর স্বাক্ষর ও তারিখ
১।	জনাব বাদশা মিয়া	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	বাদশা মিয়া ১১/১০/2022
২।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান ভূইয়া	রেখাকার	[signature] ১১/১০/2022
৩।	জনাব মোঃ রুবেল হোসেন	সার্ভেয়ার	C.L.

Shaheen Ahmed 11/10/2022

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

Attachment: 09

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সিলেট আঞ্চলিক অফিস

ত্রৈমাসিক তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা এর অর্জন প্রতিবেদন

এপ্রিল - জুন, ২০২৩

তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনার ত্রৈমাসিক (এপ্রিল - জুন, ২০২৩) স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩					অর্জন	নম্বর	মন্তব্য/ প্রমাণক*
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
প্রাতিষ্ঠানিক	৬	[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	%	০৬	১০০%	৯০%	৮০%	-	-	১০০%	০৬	সংযুক্তি-১, ২
সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৯	[১.২] স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য সকল তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[১.২.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	০৪	৩১-১২-২০২২	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩			৩১-১২-২০২২	০৪	সংযুক্তি-৩
		[১.৩] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	[১.৩.১] নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	০৩	২৯-১২-২০২২	৩১-১২-২০২৩	০৭-০১-২০২৩	-	-	২৯-১২-২০২২	০৩	সংযুক্তি-৪
		[১.৪] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/হালনাগাদকরণ	[১.৪.১] তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত	তারিখ	০৩	৩১-১২-২০২২	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	-	-	৩১-১২-২০২২	০৩	সংযুক্তি-৫
		[১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	[১.৫.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	সংখ্যা	০৪	৩	২	১	-	-	৩	০৪	সংযুক্তি-৬
		[১.৬] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	[১.৬.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	০৩	৩	২	১	-	-	৩	৩	সংযুক্তি-৭
		[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশ	[১.৭.১] ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশিত	সংখ্যা	০২	৪	৩	২	১	-	৪	২	সংযুক্তি-৮
										মোট মান =		২৫	

নোট: *মন্তব্য/প্রমাণক ব্যাখ্যা

Shaheen Ahmed
20/06/2023

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"নোট"

ক্র. নং	সংযুক্তি	প্রমাণক/মন্তব্য
১	সংযুক্তি-১, ২	তথ্য অধিকার বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ (এপ্রিল ২০২৩ হতে জুন ২০২৩) এবং তথ্য প্রদান সংক্রান্ত রেজিস্টার এর কপি
২	সংযুক্তি-৩	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত পত্রের কপি
৩	সংযুক্তি-৪	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণের পত্র
৪	সংযুক্তি-৫	তথ্য বাতায়ন সেবাবক্সের " তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা" লিংকে আপলোডকৃত
৫	সংযুক্তি-৬	তথ্য বাতায়ন সেবাবক্সের "ডাউনলোড" লিংকে লিফলেট, ব্রোসিয়ার, বাংলায় সিলেট মাষ্টার প্ল্যান ইত্যাদি আপলোডকৃত
৬	সংযুক্তি-৭	প্রশিক্ষণ প্রতিবেদনের কপি
৭	সংযুক্তি-৮	তথ্য অধিকার বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের কপি

Attachment: 01

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২২.০০২.২০.৩৭৩

তারিখ: ২৫ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৮ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের ছক (এপ্রিল/২০২৩) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং-২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩২.০০৩.১৭.১৮; তারিখঃ ১৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ।

যথাযথ সম্মান পূর্বক উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী এপ্রিল/২০২৩ মাসের তথ্য সরবরাহের ছক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

০৮-০৫-২০২৩
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

পরিচালক, পরিচালক এর দপ্তর, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর।

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২২.০০২.২০.৩৭৩/১ (৬)

তারিখ: ২৫ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৮ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
২। উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৩। সিনিয়র প্ল্যানার, সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট;
৪। সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৫। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং
৬। অফিস, কপি।।

০৮-০৫-২০২৩
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) তথ্য অধিকার মাসিক প্রতিবেদন-এপ্রিল ২০২৩

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতিবেদন

মাসঃ এপ্রিল/২০২৩

ক্র: নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহনের কারন	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের সংখ্যা	আপিল নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমান	কর্তৃপক্ষের কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট	০ (শুন্য)	০ (শুন্য)	০ (শুন্য)	০ (শুন্য)	০ (শুন্য)	০ (শুন্য)	০ (শুন্য)	তথ্য বাতায়নে সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ওয়েবসাইট (www . udd.sylhet.gov.bd) এ তথ্য অধিকার আইন সেবাবক্সে তথ্য পাওয়ার নির্দেশিকা, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, মাসিক প্রতিবেদনসমূহ এবং আবেদন ফর্ম সংযুক্ত করা আছে। তাছাড়া দপ্তরে চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাবলী নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে। সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ফেইসবুক পেজ (https://www.facebook.com/profile.php?id=100014352750771) খোলা হয়েছে যাতে অত্র অফিসের সচিত্র কার্যক্রম সর্বসাধারনের অবগতির জন্যও প্রতিনিয়ত আপলোড হচ্ছে।	চলতি মাসে তথ্য চেয়ে কোন আবেদন জমা পড়েনি।

০৪/০৫/২০২৩

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভবন (৫ম তলা), তোপখানা, সিলেট

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২২.০০২.২০.৩৯০

তারিখ: ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৮ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের ছক (মে/২০২৩) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং-২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩২.০০৩.১৭.১৮; তারিখঃ ১৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ।

যথাযথ সম্মান পূর্বক উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী মে/২০২৩ মাসের তথ্য সরবরাহের ছক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২৮-০৫-২০২৩
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

পরিচালক, পরিচালক এর দপ্তর, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর।

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২২.০০২.২০.৩৯০/১ (৬)

তারিখ: ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৮ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
২। উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৩। সিনিয়র প্ল্যানার, সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট;
৪। সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৫। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং
৬। অফিস, কপি।।

২৮-০৫-২০২৩
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) তথ্য অধিকার মাসিক প্রতিবেদন-মে ২০২৩

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতিবেদন

মাসঃ মে/২০২৩

ক্রঃ নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহনের কারন	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের সংখ্যা	আপিল নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমান	কর্তৃপক্ষের কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট	০ (শুন্য)	০ (শুন্য)	০ (শুন্য)	০ (শুন্য)	০ (শুন্য)	০ (শুন্য)	০ (শুন্য)	তথ্য বাতায়নে সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ওয়েবসাইট (www.udd.sylhet.gov.bd) এ তথ্য অধিকার আইন সেবাবক্সে তথ্য পাওয়ার নির্দেশিকা, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, মাসিক প্রতিবেদনসমূহ এবং আবেদন ফর্ম সংযুক্ত করা আছে। তাছাড়া দপ্তরে চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাবলী নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে। সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ফেইসবুক পেজ (https://www.facebook.com/profile.php?id=100014352750771) খোলা হয়েছে যাতে অত্র অফিসের সচিত্র কার্যক্রম সর্বসাধারনের অবগতির জন্যও প্রতিনিয়ত আপলোড হচ্ছে।	চলতি মাসে তথ্য চেয়ে কোন আবেদন জমা পড়েনি।

Shaheen Ahmed 28/05/2023

(শাহীন আহমেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

Attachment-2

সেবা প্রদান সংক্রান্ত রেজিস্টার

কেয়া রেজিষ্টার

নাম

ঠিকানা

কেয়া প্রোডাক্টস এর একটি সামগ্রী

পরিবেশক : মেসার্স আঃ কাদের এন্ড কোং

৯/১ সৈয়দ হাসান আলী লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০।

তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি সংক্রান্ত

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও ঠিকানা	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর	মন্তব্য

Attachment: 03

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভবন (৫ম তলা), তোপখানা, সিলেট

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.১৬.০০১.২১.৪০৮

তারিখ: ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১১ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন, ২০২৩) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

যথাযথ সম্মান পূর্বক উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে যার ভিত্তিতে তথ্য বাতায়নের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন, ২০২৩) প্রস্তুত করা হয়েছে। বিষয়টি সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

১১-০৬-২০২৩
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

পরিচালক, পরিচালক এর দপ্তর, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর।

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.১৬.০০১.২১.৪০৮/১ (১০)

তারিখ: ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১১ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
২। উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৩। সিনিয়র প্ল্যানার, সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট;
৪। সিনিয়র প্ল্যানার, রিজিওনাল প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৫। সিনিয়র প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৬। সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী(সার্ভে), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৭। প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৮। প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৯। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং

১০। অফিস, কপি।।

১১-০৬-২০২৩
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল - জুন-২০২৩)

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত

<u>ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল - জুন/২০২৩)</u>

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ওয়েবসাইট (www.udd.sylhet.gov.bd) যা তথ্য বাতায়নে রয়েছে তাতে নিম্ন-লিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তপূর্বক হালনাগাদ করা হয়েছে।

১। শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০২২-২০২৩ সংক্রান্ত অফিস আদেশ
২। ফটোগ্যালারীতে মহান স্বাধীনতা দিবস-২০২৩ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২৩ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ এর ফটো আলবাম যুক্তকরণ।
৩। যোগাযোগের ঠিকানা আপডেটকরণ।
৪। সাইটটি শেষ হালনাগাদ হয়েছে ২০২৩-০৬-০৭; ০৯:৪৬:১৭

চিত্রঃ প্রমাণক-১

চিত্রঃ প্রমাণক-২

চিত্রঃ প্রমাণক-৩

চিত্রঃ প্রমাণক-৪

(স্বাক্ষর) ৭/০৬/২০২৩
(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
ফোনঃ ০২৯৯-৬৬৩৬৬৩৩

Attachment: 04

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভবন (৫ম তলা), তোপখানা,
সিলেট

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২২.০০২.২০.৩৪৫ তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪২৯
২৯ ডিসেম্বর ২০২২

বিষয়: **নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

যথাযথ সম্মান পূর্বক উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ কার্যক্রম নং-১.৩ অনুযায়ী বাৎসরিক প্রতিবেদনটি (ডিসেম্বর, ২০২২) সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২৯-১২-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
পরিচালক এর দপ্তর
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২২.০০২.২০.৩৪৫/১(১২) তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪২৯
২৯ ডিসেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
২) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩) সিনিয়র প্ল্যানার , সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
৪) সিনিয়র প্ল্যানার, রিজিওনাল প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৫) সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৬) প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৭) প্ল্যানার, রিজিওনাল প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৮) প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৯) সহকারী প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১১) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২) অফিস কপি।

২৯-১২-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

বাৎসরিক প্রতিবেদন

মাঠ পর্যায়ের অফিসের নামঃ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস
মন্ত্রণালয়ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

(ক) গত বছরের উল্লেখ্য যোগ্য কার্যক্রমঃ

(১) পরিকল্পিত নগরায়ন এর আওতায় ভূমি অধিগ্রহনে অনাপত্তি ছাড়পত্র প্রদানে মতামত প্রদান, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সেমিনার
(২) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির আওতায় অফিস ব্যবস্থাপনা

(খ) সাফল্যঃ
স্বাক্ষরিত APA এর ২০২১-২২ এর ৮৪.০৪% অর্জন করা হয়েছে।

(গ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্যাবলীঃ

ক্র. নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম	পদবী	মোবাইল/ফোন নম্বর	ই-মেইল এড্রেস
১	জনাব শাহীন আহম্মেদ	সিনিয়র প্ল্যানার	০২৯৯৬৬৩৬৬৩৩	Ashaheep11921 @gmail.com
২	জনাব বাদশা মিয়া	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০১৭৩২-৫৩০১৮৩	Badshahossain007 @gmail.com
৩	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান ভূইয়া	রেখাকার	০১৯১৫-৩৬৯৫০৯	md.nuruzzamanjewel @gmail.com
৪	জনাব মোঃ রুবেল হোসেন	সার্ভেয়ার	০১৮৮৫-৯০৯৭৫১	uddrubel@gmail.com
৫	জনাব আমির হামজা	খালাসী	০১৯৩১-২৩২৬৭৩	-

(ঘ) নাগরিকদের জন্য প্রদত্ত বিশেষ সেবাঃ
৮০'র দশকের প্রণীত সকল মাষ্টার প্ল্যানসমূহ, বাংলায় সিলেট বিভাগীয় শহরের মাষ্টারপ্ল্যানসমূহ, সিলেট বিভাগীয় শহরের মাষ্টারপ্ল্যানের সকল সেক্টরাল ম্যাপসমূহ তথ্য বাতায়নভুক্ত ওয়েবসাইট (www.udd.sylhet.gov.bd) হতে ডাউনলোড করার সুবিধা।

Shaheen Ahmed
29/12/2022
(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Attachment: 05

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইল: director@udd.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.udd.gov.bd
ফ্যাক্স: ৯৫৫৭৬০৮

স্মারক নং-২৫.৪৫.০০০০.০০০.০৫.৩৯.২.১৫- তারিখ: /০১/২০১৭ খ্রিঃ

প্রাপক:

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)।

বিষয় : তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ ও আপিল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।
সূত্র : মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৫.০০.০০০০.০১৫.৯৯.০৩০.০৬ (অংশ-২)-১১৯৫, তারিখ: ২৮/০৮/২০১৬।

যথাযথ সম্মান পূর্বক উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর প্রেক্ষিতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের হালনাগাদ আপীল কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামের তালিকা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল।

ক্র. নং	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার হালনাগাদ তথ্য	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে প্রদত্ত দায়িত্ব
১।	জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ফোন: ৯৫৫৫৪৯৮, ই-মেইল: sec16mohpw@gmail.com)	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ
২।	জনাব ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক, পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা। (ফোন: ৯৫৬২৭২৮, ই-মেইল: director@udd.gov.bd)	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ
৩।	জনাব শাহীন আহমেদ, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা। (ফোন: ৯৫৫৪৯২৫, ই-মেইল: sptp@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৪।	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলি, সিনিয়র রিসার্চার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, সপুরা, রাজশাহী (ফোন: ০৭২১-৭৬১৬৮২, ই-মেইল: spr@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৫।	জনাব প্রকাশ চন্দ্র কুন্ডু, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, খুলনা আঞ্চলিক অফিস, খালিশপুর, খুলনা (ফোন: ০৪১-৭৬১২৩৩, ই-মেইল: spk@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৬।	জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট (ফোন: ০৮২১-৭২৩০৬৯, ই-মেইল: sps@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৭।	জনাব আসাদুজ্জামান, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশাল আঞ্চলিক অফিস, বরিশাল (ফোন: ০৪৩১-২১৭৩৭৯, ই-মেইল: spb@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৮।	জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন, সিনিয়র প্ল্যানার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস, ঝাউতলা, কক্সবাজার (ফোন: ০৩৪১-৫১০৬৫, ই-মেইল: spcb@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

স্বাক্ষরিত/-
(ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক)
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন: ৯৫৬২৭২৮

স্মারক নং-২৫.৪৫.০০০০.০০০.০৫.৩৯.২.১৫- তারিখ: /০১/২০১৭ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল:
১। পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। উপ-সচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। উপ-পরিচালক (ভৌত পরিকল্পনা/গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। জনাব মাকসুদ হাসেম, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।
৫। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলি সিনিয়র রিসার্চার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, সপুরা, রাজশাহী।
৬। জনাব শাহীন আহমেদ, সিনিয়র প্ল্যানার (টাউন প্ল্যানিং), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। জনাব প্রকাশ চন্দ্র কুন্ডু, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, খুলনা আঞ্চলিক অফিস, খালিশপুর, খুলনা।
৮। জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভবন, ৫ তলা, সিলেট।
৯। জনাব আসাদুজ্জামান, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশাল আঞ্চলিক অফিস, সিটিন মঞ্জিল, হাসপাতাল রোড, বরিশাল।
১০। জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন, সিনিয়র প্ল্যানার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস, ঝাউতলা, কক্সবাজার।
১১। অফিস কপি।

(আক্তার আলম)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৮ (নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর)
(তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে প্রণীত)

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের অবমুক্তকৃত তথ্যের পাওয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের তালিকা

ক: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিবরণ:

কর্মকর্তার নাম	: জনাব শাহীন আহম্মেদ
পদবি	: সিনিয়র প্ল্যানার
ফোন	: ৯৫৫৪৯২৫
মোবাইল	: ০১৫৫২৩৩৭৩৪৫
ই-মেইল	: sptp@udd.gov.bd ashaheen1192@yahoo.com
ওয়েবসাইট	: www.udd.gov.bd
যোগাযোগের ঠিকানা	: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৮২ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন হতে পারে।

খ: বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিবরণ:

কর্মকর্তার নাম	: জনাব মাকসুদ হাসেম
পদবি	: সিনিয়র প্ল্যানার
ফোন	: ৯৫১৫৫২৮
মোবাইল	: ০১৭১১৯৩৭০১৩
ই-মেইল	: spup@udd.gov.bd maqsud07@gmail.com
ওয়েবসাইট	: www.udd.gov.bd
যোগাযোগের ঠিকানা	: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর,৮২ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

গ: আপিল কর্তৃপক্ষ:

কর্মকর্তার নাম	: জনাব ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক
পদবি	: পরিচালক
ফোন	: ৯৫৬২৭২৮
মোবাইল	: ০১৭১১০৪৪৬৭
ই-মেইল	: director@udd.gov.bd
ওয়েবসাইট	: www.udd.gov.bd
যোগাযোগের ঠিকানা	: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর,৮২ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বি.দ্র. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের ০৫ (পাঁচ) টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিনিয়র প্ল্যানারগণ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের তথ্য প্রদান করার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন। এ ক্ষেত্রে অত্র দপ্তরের স্মারক নং: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.০৫.৩৯.২.১৫-৫৭, তারিখঃ ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ এর জারীকৃত পত্র অনুসৃত হবে।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের অবমুক্তকৃত তথ্যের তালিকা

১। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম

ক্রমিক	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম
১	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের বিবরণ, কার্যপ্রণালি এবং দায়িত্বসমূহ	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
২	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৩	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্য	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৪	কার্যসম্পাদনের জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে রক্ষিত ও ব্যবহৃত আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশনা, ম্যানুয়েল, ডকুমেন্ট এবং রেকর্ড [নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন ২০১৭ (খসড়া)]	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মূল কপি, অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৫	প্রনয়ণকৃত জেলা/উপজেলা/পৌরসভা শহরের ল্যান্ড ইউজ/মাস্টার প্ল্যান প্রদান (পুরাতন)	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূমি-ব্যবহার মহাপরিকল্পনা/মাষ্টার প্ল্যান মূল কপি, ক্ষেত্র বিশেষে প্রিন্টেড কপি, অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৬	সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রণীত বিভাগ ওয়ারী বিভিন্ন বিভাগীয় শহর, জেলা শহর, উপজেলা শহর, পৌরসভা এবং বিশেষ পর্যটন এলাকার ভূমি-ব্যবহার মহাপরিকল্পনা/মাষ্টার প্ল্যান (রিপোর্ট এবং ম্যাপ) যা নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূমি-ব্যবহার মহাপরিকল্পনা/মাষ্টার প্ল্যান মূল কপি, ক্ষেত্র বিশেষে প্রিন্টেড কপি, অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৭	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাৎসরিক প্রতিবেদন	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মূল কপি, ক্ষেত্র বিশেষে প্রিন্টেড কপি, অধিদপ্তরের লাইব্রেরী ও ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৮	মাসিক প্রতিবেদন (প্রাক-মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী আকারে)	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৯	পরিকল্পনা বার্তা	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মূল কপি, ক্ষেত্র বিশেষে প্রিন্টেড কপি, , লাইব্রেরী ও ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)।
১০	বিশ্ব বসতি দিবস স্মরণিকা	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
১১	ভূমি অধিগ্রহণ ছাড়পত্র এবং ভূমি ব্যবহার জনিত মতামত প্রদানের জন্য চাহিতব্য কাগজপত্র সংক্রান্ত নির্দেশিকা	অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টার বোর্ড ও ওয়েবসাইট

ক্রমিক	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম
		(www.udd.gov.bd)
১২	নিষ্পত্তিকৃত ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ছাড়পত্র	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিট/ ছাড়পত্র জোন ভিত্তিক তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নথিতে মূল কপি, ক্ষেত্র বিশেষে প্রিন্টেড কপি ও ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
১৩	সিটিজেন চার্টার	কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরসমুহে দৃশ্যমান বোর্ড ও ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
১৪	সমঝোতা স্মারক/MOU	ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
১৫	গবেষণা প্রকাশনা	অধিদপ্তরের লাইব্রেরী ও ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
১৬	ইউএন-হ্যাবিটেট সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট যেমনঃ কান্ট্রি পেপার, ন্যাশনাল রিপোর্ট, নিউ আরবান এজেন্ডা ইত্যাদি	অধিদপ্তরের লাইব্রেরী ও ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
১৭	নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, দায়িত্ব প্রদান, বহিঃদেশ গমন, কমিটি গঠন, অফিসিয়াল পাসপোর্টের অনাপত্তি পত্র ইত্যাদি অফিস আদেশ	ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
১৮	ইন্টার্ণশিপ সম্পন্নকারীদের রিপোর্ট/প্রতিবেদন	ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
১৯	লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত বই ও অন্যান্য ডকুমেন্টের ডাটাবেজ ও তালিকা	অধিদপ্তরের লাইব্রেরীর রেজিস্ট্রার ও ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
২০	চলমান ও সদ্য সমাপ্ত সকল প্রকল্পের বিভিন্ন রিপোর্ট, ম্যাপ, প্ল্যান ও জিও-ডাটাবেজ	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd) এ লিংক করে দেয়া সকল প্রকল্পের ওয়েবসাইট
২১	কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমুহের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA)	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
২২	শুদ্ধাচার পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৭-১৮ এর আলোকে প্রনীত মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক শুদ্ধাচার প্রতিবেদন	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
২৩	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে তথ্যের জন্য আবেদন করার ছকসমুহ, তথ্য প্রদানকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প কর্মকর্তাদের তালিকা, আপিল কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত অফিস আদেশ, তথ্য অবমুক্তকরন নির্দেশিকা	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
২৪	তথ্য অধিকার আইন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বিকল্প কর্মকর্তাদের অন-লাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ সংক্রান্ত সনদ	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
২৫	তথ্য অধিকার আইন এর আওতায় তথ্যের জন্য নাগরিকের	গৃহীত আবেদন পত্রের একটি কপি কেন্দ্রীয়

ক্রমিক	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম
	কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল আবেদন পত্রের অনুলিপি, যার মধ্যে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে; (ক) যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরোধপত্রটি গৃহীত হয়েছে তার নাম (খ) কি তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে (গ) অনুরোধের তারিখ	এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ে/তথ্য প্রদান ইউনিটের, অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.udd.gov.bd) এবং পরিদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে রক্ষিত থাকবে।
২৬	তথ্য অধিকার আইন এর আওতায় নাম, পদবি, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানাসহ আপিল কর্মকর্তার তালিকা।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটিজেন চার্টার বোর্ড, ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)।
২৭	ইনোভেশন টিম, উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমুহ এবং ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
২৮	এমএসডিপি প্রকল্পের সকল জিও-ডাটাবেজ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ওয়েব জিআইএসের মাধ্যমে উন্মুক্তকরণ	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd) এ লিংক করে দেয়া এম এসডিপি প্রকল্পের ওয়েবসাইট
২৯	ই-জিপি এর মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া সকল ই-টেন্ডার নোটিশ ও ই-জিপি সংক্রান্ত ডকুমেন্টস	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৩০	অভিযোগ ও প্রতিকার (GRS) সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পন্নকারীর নাম, পদবি, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল।	সিটিজেন চার্টার বোর্ড, অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd) ও মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইট (www.grs.gov.bd)
৩১	গনশুনানীর নোটিশ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল সংক্রান্ত অফিস আদেশ।	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৩২	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত- (ক) সকল উন্নয়ন/প্রকল্প সংক্রান্ত চুক্তি (খ) প্রত্যেক চুক্তি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রাক্কলিত ব্যয়/চুক্তির মেয়াদকাল ইত্যাদি।	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd) এ লিংক করে দেয়া সকল প্রকল্পের ওয়েবসাইট

বি.দ্র. ৫ ও ৬ নং ক্রমিকে বর্ণিত তথ্যাদি পেতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টারে উল্লেখিত ২.১) নাগরিক সেবা প্রাপ্তির নিয়মাবলী অনুসরন করতে হবে (ছক-১ দ্রষ্টব্য) এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম (ফরম 'ক') এবং তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মুল্য নির্ধারণ ফি (ফরম 'ঘ') অনুসরণ করতে হবে।

ছক-১: অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টার অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির পদ্ধতি এবং তথ্যের মুল্য নির্ধারণ ফি

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবী, ফোন, ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	প্রনয়ণকৃত জেলা/উপজেলা/পৌরসভা শহরের ল্যান্ড ইউজ/মাস্টার প্ল্যান প্রদান (পুরাতন)	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২৩৫-০০০০-২৩৬৬) এর মাধ্যমে ৫০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্ল্যানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	৫০০/- (পাঁচশত) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ sosiologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com
২	ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর কক্সবাজার টাউন এন্ড সী বিচ আপ টু টেকনাফ প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্ল্যান রিপোর্ট প্রদান	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২৩৫-০০০০-২৩৬৬) এর মাধ্যমে ৩০০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্ল্যানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ sosiologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com
৩	স্ট্রাকচার প্ল্যান আরবান প্ল্যান এন্ড ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান ফর সিলেট ডিভিশনাল টাউন প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্ল্যান রিপোর্ট প্রদান	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২৩৫-০০০০-২৩৬৬) এর মাধ্যমে ২০০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্ল্যানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	২০০০/- (দুই হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ sosiologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com
৪	স্ট্রাকচার প্ল্যান আরবান	আবেদনকারীর	১।	৩০০০/-	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবী, ফোন, ই-মেইল
	প্ল্যান এন্ড ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান ফর বরিশাল ডিভিশনাল টাউন প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্ল্যান রিপোর্ট প্রদান (তিন খন্ড)	দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২৩৫-০০০০-২৩৬৬) এর মাধ্যমে ৩০০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্ল্যানের কপি প্রদান	পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	(তিন হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান		ফোন:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ sosiologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com
৫	ষ্ট্রাকচার প্ল্যান এন্ড এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান ফর মাদারিপুর উপজেলা, মাদারিপুর ডিসট্রিক্ট প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্ল্যান রিপোর্ট প্রদান	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২৩৫-০০০০-২৩৬৬) এর মাধ্যমে ২০০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্ল্যানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	২০০০/- (দুই হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ sosiologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com
৬	ষ্ট্রাকচার প্ল্যান এন্ড এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান ফর রাজৈর উপজেলা, মাদারিপুর ডিসট্রিক্ট প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্ল্যান রিপোর্ট প্রদান	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২৩৫-০০০০-২৩৬৬) এর মাধ্যমে ২০০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্ল্যানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	২০০০/- (দুই হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ sosiologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com
৭	দপ্তরের ওয়েব সাইটে মাস্টার প্ল্যান, পরিকল্পনা সংক্রান্ত গবেষণা ও তথ্যাদি, নোটিশ ইত্যাদি উপস্থাপন	ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সেবা প্রদান	দপ্তরের ওয়েব সাইট	বিনামুল্যে	সব সময়	সিনিয়র প্ল্যানার (আরবান প্ল্যানিং) ফোন:+৮৮০২ ৯৫১৫৫২৮ spup@udd.gov.bd maqsud07@gmail.com

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মুল্য নির্ধারণ ফি (ফরম ‘ঘ’)

ফরম ‘ঘ’
{বিধি ৮ দ্রষ্টব্য অনুসরণে}
তথ্য প্রাপ্তির ফি এবং তথ্যের মুল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্ন টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য তার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হবে, যথা:-

০১	০২	০৩
ক্রমিক	**তথ্যের বিবরণ**	**তথ্যের বিবরণ তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য**
১।	লিখিত কোনো ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টারসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য ।
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে; (২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে তার প্রকৃত মূল্য।
৩।	কোনো আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য।
৪।	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে।

বিঃদ্রঃ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রয়োজনে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সময় এবং ফি পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

২।: চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা

নিম্ন-লিখিত তথ্যসমূহ জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে প্রদান করা হবে তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য প্রকাশ, কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ দপ্তর হইতে গৃহীত হইতে হইবে।

- স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশিত সকল তথ্য
- বিভিন্ন নীতি
- নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাজেট
- আর্থিক তথ্য, যেমন-আয়/ব্যয়সংক্রান্ত হিসেব বিবরণী
- অডিট রিপোর্ট (জবাবসহ)
- প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য
- ক্রয়সংক্রান্ত তথ্য (সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর)
- উপকারভোগীর তালিকা
- নিয়োগ বদলির আদেশ

- দেশে বা বিদেশ ভ্রমণসংক্রান্ত তথ্যাদি
- প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্য ব্যতীত অন্য সকল তথ্য।

৩। প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা

নিম্নলিখিত তথ্য সমূহ প্রদান ও প্রকাশ করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে না-

- তথ্য প্রকাশিত হলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
- আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় অথবা যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;
- তদন্তাধীন কোনো বিষয় যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য;
- কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য;
- আইন দ্বারা সংরক্ষিত কোনো ব্যক্তি গোপনীয় তথ্য;
- নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবুত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এরূপ তথ্য;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠ বিচার কার্য ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরপত্তা বিপদাপণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
- আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য;
- এ ছাড়াও তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯, গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্ন ও উওর প্রকাশনার “কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়” অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্যসমুহ।

<u>তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম (ফরম ‘ক’)</u>

ফরম ‘ক’

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৩ দ্রষ্টব্য অনুসরণে]

বরাবর

---------------------------------- (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

--------------------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১.	আবেদনকারীর নাম	: ----------------------------------
	আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্রের নাম্বার	: ----------------------------------
	পিতার নাম	: ----------------------------------
	মাতার নাম	: ----------------------------------
	বর্তমান ঠিকানা	: ----------------------------------
	স্থায়ী ঠিকানা	: ----------------------------------
	ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর (যদি থাকে)	: ----------------------------------
	পেশা	:----------------------------------
২.	কি ধরনের তথ্য* (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন)	: ----------------------------------
৩.	কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/:লিখিত /ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোনো পদ্ধতি)	: ----------------------------------
৪.	তথ্য প্রদানকারীর নাম ও ঠিকানা	: -----------------------------------
৫.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা	: -----------------------------------

আবেদনের তারিখ --------------- : আবেদনকারীর স্বাক্ষর

* তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্ত সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য।

তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ (ফরম 'খ')

ফরম 'খ'
[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ বিধি-৫ দ্রষ্টব্য অনুসরণে]

তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বর: তারিখ: ---------------------

প্রতি

আবেদনকারীর নাম : --

ঠিকানা : --

বিষয়: তথ্য সরবরাহে অপরাগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ------------------------------ তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থীত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হল না, যথা:

১. ---।

২. ---।

৩. ---।

(------------------স্বাক্ষর-------------------)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম
পদবি
দাপ্তরিক সীল

আপিল আবেদন ফরম (ফরম 'গ')

ফরম 'গ'

আপিল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য অনুসরণে]

বরাবর

---------------------- (নাম ও পদবি)
ও
আপিল কর্তৃপক্ষ

------------------------ (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১.	আপিলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	: ------------------------------
২.	যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে তার কপি (যদি থাকে)	: ------------------------------
৩.	যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে তার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)	: -----------------------------
৪.	আপিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	: -------------------------------
৫.	আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	: -------------------------------
৬.	প্রার্থীত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি	: -------------------------------
৭.	আপিলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন	: -------------------------------
৮.	অন্য কোনো তথ্য আপিল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপিলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন	: -------------------------------

আবেদনের তারিখ: আপীলকারীর স্বাক্ষর

তথ্য কমিশনে অবিযোগ দায়েরর নির্ধারিত ফরম (ফরম 'ঙ')

ফরম 'ঙ'

অভিযোগ দায়ের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার ৩(১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং--।

১.	অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	: -------------------------------------।
২.	অভিযোগ দাখিলের তারিখ	: -------------------------------------।
৩.	যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তাঁর নাম ও ঠিকানা	: -------------------------------------।
৪.	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সংযোজন করা যাবে)	: -------------------------------------।
৫.	সংক্ষুদ্ধতার কারণ (যদি কোনো আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সে ক্ষেত্রে তার কপি সংযুক্ত করতে হবে)	: -------------------------------------।
৬.	প্রার্থিত প্রতিকার ও তার যৌক্তিকতা	: -------------------------------------।
৭.	অভিযোগে উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করতে হবে)	: -------------------------------------।

সত্য পাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

সত্যপাঠকারী স্বাক্ষর

তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৮ (নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর)
(তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে প্রণীত)

সূচীপত্রঃ

১। তথ্য পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের তালিকা ৩

২। অবমুক্তকৃত তথ্যের তালিকা ৫

(i) স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ৫

(ii) চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা ১১

(iii) প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্যের তালিকা ১১

ছকসমূহঃ

ছক-১: তথ্য প্রাপ্তির পদ্ধতি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি ৮

ফরমসমূহঃ

ফরম-ক: তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম ১২

ফরম-খ: তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ ১৩

ফরম-গ: আপিল আবেদন ফরম ১৪

ফরম-ঘ: তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি ১০

ফরম-ঙ: তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরর নির্ধারিত ফরম ১৫

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের অবমুক্তকৃত তথ্যের পাওয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের তালিকা

ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিবরণ:

কর্মকর্তার নাম	: জনাব শাহীন আহম্মেদ
পদবি	: সিনিয়র প্ল্যানার
ফোন	: ৯৫৫৪৯২৫
মোবাইল	: ০১৫৫২৩৩৭৩৪৫
ই-মেইল	: sptp@udd.gov.bd, ashaheen1192@yahoo.com
ওয়েবসাইট	: www.udd.gov.bd
যোগাযোগের ঠিকানা	: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর,৮২ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন হতে পারে।

খ) বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিবরণ:

কর্মকর্তার নাম	: জনাব মাকসুদ হাসেম
পদবি	: সিনিয়র প্ল্যানার
ফোন	: ৯৫১৩৫২৮
মোবাইল	: ০১৭২১৯৩৭০১৩
ই-মেইল	: spup@udd.gov.bd, maqsud07@gmail.com
ওয়েবসাইট	: www.udd.gov.bd
যোগাযোগের ঠিকানা	: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর,৮২ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

গ) আপিল কর্তৃপক্ষ (আঞ্চলিক অফিসসমূহ):

কর্মকর্তার নাম	: জনাব ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক
পদবি	: পরিচালক
ফোন	: ৯৫৬২৭২৮
মোবাইল	: ০১৭১১১০৪৪৬৭
ই-মেইল	: director@udd.gov.bd
ওয়েবসাইট	: www.udd.gov.bd
যোগাযোগের ঠিকানা	: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর,৮২ সেগুনবাগিচা, ঢাকা

ঘ) আপিল কর্তৃপক্ষ (নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর):

কর্মকর্তার নাম	: জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
পদবি	: সচিব
ফোন	: ৯৮৫৫৬৬৮
ই-মেইল	: sec16mohpw@gmail.com
ওয়েবসাইট	: www.mohpw.gov.bd
যোগাযোগের ঠিকানা	: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বি.দ্র. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের ০৫ (পাঁচ) টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিনিয়র প্ল্যানারগণ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের তথ্য প্রদান করার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন। এ ক্ষেত্রে এই দপ্তরের স্মারক নং: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.০৫.৩৯.২.১৫-৫৭, তারিখঃ ০৮/১০/২০১৭ খ্রিঃ এর জারীকৃত পত্র অনুসৃত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-[illegible]
ই-মেইল: director@udd.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.udd.gov.bd
ফ্যাক্স: [illegible]

স্মারক নং [illegible] তারিখ: [illegible] খ্রি:

প্রাপক:

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)।

বিষয়: তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ ও আপিল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: [illegible] তারিখ: [illegible]

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর প্রেক্ষিতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আপীল কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামের তালিকা নিম্নরূপ আপনার অবগতির জন্য প্রেরণ করা হইল।

ক্র. নং	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম/পদবী ও তথ্য	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্ব প্রাপ্তি
১।	[illegible] সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ফোন [illegible], ই-মেইল: [illegible]@gmail.com)	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ
২।	ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক, পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা। (ফোন [illegible], ই-মেইল: director@udd.gov.bd)	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ
৩।	জনাব শাহীন আহমেদ, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা (ফোন [illegible], ই-মেইল: [illegible]@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৪।	জনাব মোঃ [illegible], সিনিয়র [illegible], নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়, [illegible] রাজশাহী (ফোন [illegible], ই-মেইল: [illegible]@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৫।	জনাব [illegible], সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, খুলনা আঞ্চলিক অফিস, খালিশপুর, খুলনা (ফোন [illegible], ই-মেইল: spk@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৬।	জনাব মোঃ মাসুদ হোসেন, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট (ফোন [illegible], ই-মেইল: sps@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৭।	জনাব আসাদুজ্জামান, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশাল আঞ্চলিক অফিস, বরিশাল (ফোন [illegible], ই-মেইল: spb@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৮।	জনাব মোঃ [illegible], সিনিয়র প্ল্যানার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিস, [illegible], চট্টগ্রাম (ফোন [illegible], ই-মেইল: spc@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

স্বাক্ষরিত/
(ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক)
পরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব)
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন: [illegible]

স্মারক নং [illegible] (২৮)/৫(১১) তারিখ: [illegible] খ্রি:

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল:
১। পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-[illegible] অধিশাখা), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। জনাব [illegible], সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা ([illegible] ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল)।
৫। জনাব মোঃ [illegible], সিনিয়র [illegible], নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, [illegible], রাজশাহী।
৬। জনাব শাহীন আহমেদ, সিনিয়র প্ল্যানার (চলতি দায়িত্ব), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। জনাব [illegible], সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, খুলনা আঞ্চলিক অফিস, খালিশপুর, খুলনা।
৮। জনাব মোঃ মাসুদ হোসেন, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভবন, [illegible], সিলেট।
৯। জনাব আসাদুজ্জামান, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশাল আঞ্চলিক অফিস, [illegible], বরিশাল।
১০। জনাব মোঃ [illegible], সিনিয়র প্ল্যানার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিস, [illegible], চট্টগ্রাম।
১১। অফিস কপি।

(আকরাম [illegible])
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের অবমুক্তকৃত তথ্যের তালিকা

১। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম

ক্রমিক	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম
১	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের বিবরণ, কার্যপ্রণালি এবং দায়িত্বসমূহ	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
২	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৩	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তথ্য	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৪	কার্যসম্পাদনের জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে রক্ষিত ও ব্যবহৃত আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশনা, ম্যানুয়েল, ডকুমেন্ট এবং রেকর্ড [নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা আইন ২০১৭ (খসড়া)]	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মূল কপি, অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৫	প্রনয়ণকৃত জেলা/উপজেলা/পৌরসভা শহরের ল্যান্ড ইউজ/মাস্টার প্লান প্রদান (পুরাতন)	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূমি-ব্যবহার মহাপরিকল্পনা/মাস্টার প্ল্যান মূল কপি, ক্ষেত্র বিশেষে প্রিন্টেড কপি, অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৬	সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রণীত বিভাগ ওয়ারী বিভিন্ন বিভাগীয় শহর, জেলা শহর, উপজেলা শহর, পৌরসভা এবং বিশেষ পর্যটন এলাকার ভূমি-ব্যবহার মহাপরিকল্পনা/মাস্টার প্ল্যান (রিপোর্ট এবং ম্যাপ) যা নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূমি-ব্যবহার মহাপরিকল্পনা/মাস্টার প্ল্যান মূল কপি, ক্ষেত্র বিশেষে প্রিন্টেড কপি, অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৭	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাৎসরিক প্রতিবেদন যার মধ্যে অধিদপ্তরের প্রত্যেক অর্থ বৎসরের বিভিন্ন কর্মকান্ড, অর্জনসমূহ, বাজেট/সকল পরিকল্পনার ধরন চিহ্নিতকরণ, প্রস্তাবিত খরচ এবং প্রকৃত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত থাকে।	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মূল কপি, ক্ষেত্র বিশেষে প্রিন্টেড কপি, অধিদপ্তরের লাইব্রেরী ও ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৮	মাসিক প্রতিবেদন (প্রাক-মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী আকারে)	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৯	পরিকল্পনা বার্তা	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মূল কপি, ক্ষেত্র বিশেষে প্রিন্টেড কপি, লাইব্রেরী ও ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)।
১০	বিশ্ব বসতি দিবস স্মরণিকা	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
১১	ভূমি অধিগ্রহণ ছাড়পত্র এবং ভূমি ব্যবহার জনিত মতামত প্রদানের জন্য চাহিতব্য কাগজপত্র সংক্রান্ত নির্দেশিকা	অধিদপ্তরের সিটিজেন্স চার্টার বোর্ড ও ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)

ক্রমিক	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম
১২	নিষ্পত্তিকৃত ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ছাড়পত্র	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিট/ ছাড়পত্র জোন ভিত্তিক তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নথিতে মূল কপি, ক্ষেত্র বিশেষে প্রিন্টেড কপি ও ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
১৩	সিটিজেন্স চার্টার	কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক দপ্তরসমূহে দৃশ্যমান বোর্ড ও ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
১৪	সমঝোতা স্মারক/MOU	ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
১৫	গবেষণা প্রকাশনা	অধিদপ্তরের লাইব্রেরী ও ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
১৬	ইউএন-হ্যাবিটেট সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট যেমনঃ কান্ট্রি পেপার, ন্যাশনাল রিপোর্ট, নিউ আরবান এজেন্ডা ইত্যাদি	অধিদপ্তরের লাইব্রেরী ও ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
১৭	নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, দায়িত্ব প্রদান, বহিঃদেশ গমন, কমিটি গঠন, অফিসিয়াল পাসপোর্টের অনাপত্তি পত্র ইত্যাদি অফিস আদেশ	নোটিশ বোর্ড, পত্রিকা ও ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
১৮	ইন্টার্নশিপ সম্পন্নকারীদের রিপোর্ট/প্রতিবেদন	ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
১৯	লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত বই ও অন্যান্য ডকুমেন্টের ডাটাবেজ ও তালিকা	অধিদপ্তরের লাইব্রেরীর রেজিস্টার ও ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
২০	চলমান ও সদ্য সমাপ্ত সকল প্রকল্পের বিভিন্ন রিপোর্ট, ম্যাপ, প্ল্যান ও জিও-ডাটাবেজ	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd) এ লিংক করে দেয়া সকল প্রকল্পের ওয়েবসাইট
২১	কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA)	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
২২	শুদ্ধাচার পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৭-১৮ এর আলোকে প্রণীত মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক শুদ্ধাচার প্রতিবেদন	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
২৩	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে তথ্যের জন্য আবেদন করার ছকসমূহ, তথ্য প্রদানকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প কর্মকর্তাদের তালিকা, আপিল কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত অফিস আদেশ, তথ্য স্বপ্রণোদিতকরণ নির্দেশিকা	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
২৪	তথ্য অধিকার আইন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বিকল্প কর্মকর্তাদের অন-লাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ সংক্রান্ত সনদ	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
২৫	তথ্য অধিকার আইন এর আওতায় তথ্যের জন্য নাগরিকের কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল আবেদন পত্রের অনুলিপি, যার মধ্যে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, (ক) যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরোধপত্রটি গৃহীত হয়েছে তার নাম (খ) কি তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে (গ) অনুরোধের তারিখ	গৃহীত আবেদন পত্রের একটি কপি কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয়/তথ্য প্রদান ইউনিটে, অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)। এবং পরিদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে রক্ষিত থাকবে

ক্রমিক	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম
২৬	তথ্য অধিকার আইন এর আওতায় নাম, পদবি, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানাসহ আপিল কর্মকর্তার তালিকা।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটিজেন্স চার্টার বোর্ড, ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)।
২৭	ইনোভেশন টিম, উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ এবং ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
২৮	এমএসডিপি প্রকল্পের সকল জিও-ডাটাবেজ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ওয়েব জিআইএসের মাধ্যমে উন্মুক্তকরণ	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd) এ লিংক করে দেয়া এম এসডিপি প্রকল্পের ওয়েবসাইট
২৯	ই-জিপি এর মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া সকল ই-টেন্ডার নোটিশ ও ই-জিপি সংক্রান্ত ডকুমেন্টস	পত্রিকা, নোটিশ বোর্ড, CPTU ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৩০	অভিযোগ ও প্রতিকার (GRS) সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকারীর নাম, পদবি, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল।	সিটিজেন্স চার্টার বোর্ড, অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd) ও মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইট (www.grs.gov.bd)
৩১	গণশুনানীর নোটিশ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল সংক্রান্ত অফিস আদেশ।	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd)
৩২	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত- (ক) সকল উন্নয়ন/প্রকল্প সংক্রান্ত চুক্তি (খ) প্রত্যেক চুক্তি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রাক্কলিত ব্যয়/চুক্তির মেয়াদকাল ইত্যাদি।	অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.udd.gov.bd) এ লিংক করে দেয়া সকল প্রকল্পের ওয়েবসাইট

বি.দ্র. ৫ ও ৬ নং ক্রমিকে বর্ণিত তথ্যাদি পেতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিটিজেন্স চার্টারে উল্লেখিত ২.১) নাগরিক সেবা প্রাপ্তির নির্দেশনাবলী অনুসরণ করতে হবে (ছক-১ দ্রষ্টব্য) এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম (ফরম 'ক') এবং তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি (ফরম 'ব') অনুসরণ করতে হবে:

ছক-১: অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টার অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির পদ্ধতি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবী, ফোন, ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	প্রনয়নকৃত জেলা/উপজেলা/পৌরসভা শহরের ল্যান্ড ইউজ/মাস্টার প্লান প্রদান (পূর্ণ সেট)	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২৩১-০০০০-২৩৬৬) এর মাধ্যমে ৫০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্লানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	৫০০/- (পাঁচশত) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন:+৮৮০২ ৯৫৭৭৬৯২ sociologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com
২	ডেভেলপমেন্ট প্লান ফর কক্সবাজার টাউন এন্ড সী বিচ আপ টু টেকনাফ প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্লান রিপোর্ট প্রদান।	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২৩১-০০০০-২৩৬৬) এর মাধ্যমে ৩০০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্লানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন:+৮৮০২ ৯৫৭৭৬৯২ sociologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com
৩	স্ট্রাকচার প্লান আরবান প্লান এন্ড ডিটেইল্ড এরিয়া প্লান ফর সিলেট ডিভিশনাল টাউন প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্লান রিপোর্ট প্রদান	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২৩১-০০০০-২৩৬৬) এর মাধ্যমে ২০০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্লানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	২০০০/- (দুই হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন:+৮৮০২ ৯৫৭৭৬৯২ sociologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবী, ফোন, ই মেইল
৪	স্ট্রাকচার প্লান আরবান প্লান এবং ডিটেইলড এরিয়া প্লান ফর বরিশাল ডিভিশনাল টাউন প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্লান রিপোর্ট প্রদান (তিন খণ্ড)	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২২৫-০০০০-২০৫৬) এর মাধ্যমে ৩০০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্লানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন: +৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ sociologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com
৫	স্ট্রাকচার প্লান এবং এ্যাকশন এরিয়া প্লান ফর মাদারীপুর উপজেলা, মাদারীপুর ডিস্ট্রিক্ট প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্লান রিপোর্ট প্রদান	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২২৫-০০০০-২০৫৬) এর মাধ্যমে ২০০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্লানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	২০০০/- (দুই হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন: +৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ sociologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com
৬	স্ট্রাকচার প্লান এবং এ্যাকশন এরিয়া প্লান ফর রাজৈর উপজেলা, মাদারীপুর ডিস্ট্রিক্ট প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্লান রিপোর্ট প্রদান	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২২৫-০০০০-২০৫৬) এর মাধ্যমে ২০০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্লানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	২০০০/- (দুই হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন: +৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ sociologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com
৭	দপ্তরের ওয়েব সাইটে মাস্টার প্লান, পরিকল্পনা সংক্রান্ত গবেষণা ও তথ্যাদি, নোটিশ ইত্যাদি উপস্থাপন	ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সেবা প্রদান	দপ্তরের ওয়েব সাইট	বিনামূল্যে	সব সময়	সিনিয়র প্লানার (অনলাইন সার্ভিস) ফোন: +৮৮০২ ৯৫৩০০২৮ spup@udd.gov.bd [illegible]@gmail.com

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি (ফরম 'ঘ')

ফরম 'ঘ'

(বিধি ৮ দ্রষ্টব্য অনুসরণে)

তথ্য প্রাপ্তির ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্ন টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য তার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হবে, যথা :-

০১	০২	০৩
ক্রমিক	তথ্যের বিবরণ	তথ্যের বিবরণ তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
১।	লিখিত কোনো ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টারসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য ।
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে; (২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে তার প্রকৃত মূল্য।
৩।	কোনো আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য।
৪।	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে।

বিঃদ্রঃ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রয়োজনে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সময় এবং ফি পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

২। চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা

নিম্ন-লিখিত তথ্যসমূহ জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে প্রদান করা হবে-

- স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশিত সকল তথ্য
- বিভিন্ন নীতি
- নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাজেট
- আর্থিক তথ্য, যেমন-আয়/ব্যয়সংক্রান্ত হিসেব বিবরণী
- অডিট রিপোর্ট (জবাবসহ)
- প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য
- ক্রয়সংক্রান্ত তথ্য (সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর)
- উপকারভোগীর তালিকা
- নিয়োগ বদলির আদেশ
- দেশে বা বিদেশ ভ্রমণসংক্রান্ত তথ্যাদি
- প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্য ব্যতীত অন্য সকল তথ্য।

৩। প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা

নিম্নলিখিত তথ্য সমূহ প্রদান ও প্রকাশ করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে না-

- তথ্য প্রকাশিত হলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
- আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় অথবা যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;
- তদন্তাধীন কোনো বিষয় যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য;
- কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য;
- আইন দ্বারা সংরক্ষিত কোনো ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য;
- নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এরূপ তথ্য;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠ বিচার কার্য ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
- আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য;
- এ ছাড়াও তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর প্রকাশনার "কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়" অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্যসমূহ।

তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম (ফরম 'ক')

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৩ দ্রষ্টব্য অনুসরণে]

বরাবর

....

---------------------------------- (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

-------------------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১. আবেদনকারীর নাম : ----------------------------------

আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্রের নাম্বার : ----------------------------------

পিতার নাম : ----------------------------------

মাতার নাম : ----------------------------------

বর্তমান ঠিকানা : ----------------------------------

স্থায়ী ঠিকানা : ----------------------------------

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর (যদি থাকে) : ----------------------------------

২. কি ধরনের তথ্য* (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) : ----------------------------------

৩. কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোনো পদ্ধতি) : ----------------------------------

৪. তথ্য প্রদানকারীর নাম ও ঠিকানা : ----------------------------------

৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা : ----------------------------------

আবেদনের তারিখ ---------------

: আবেদনকারীর স্বাক্ষর

* তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্ত সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য।

তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ (ফরম 'খ')

ফরম 'খ'

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ বিধি-৫ দ্রষ্টব্য অনুসরণে]

তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বর: তারিখ- ---------------------

প্রতি

আবেদনকারীর নাম : --

ঠিকানা : --

বিষয়: তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ------------------------------ তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থীত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হল না, যথা:

১. --।

২. --।

৩. --।

(------------------স্বাক্ষর------------------)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম

পদবি

দাপ্তরিক সীল

আপিল আবেদন ফরম (ফরম 'গ')

ফরম 'গ'

আপিল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য অনুসারে]

বরাবর

---------------------- (নাম ও পদবি)

ও

আপিল কর্তৃপক্ষ

---------------------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১.	আপিলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	: ----------------------------
২.	যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে তার কপি (যদি থাকে)	: ----------------------------
৩.	যে আদেশের বিরুদ্ধে তার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)	: ----------------------------
৪.	আপিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	: ----------------------------
৫.	আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	: ----------------------------
৬.	প্রার্থীত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি	: ----------------------------
৭.	আপিলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন	: ----------------------------
৮.	অন্য কোনো তথ্য আপিল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপিলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন	: ----------------------------

আবেদনের তারিখ:

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের নির্ধারিত ফরম (ফরম 'ক')

ফরম 'ক'

অভিযোগ দায়ের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার ৩(১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং---------------------------------------

১.	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	: --।
২.	অভিযোগ দাখিলের তারিখ	: --।
৩.	যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তাঁর নাম ও ঠিকানা	: --।
৪.	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সংযোজন করা যাবে)	: --।
৫.	সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোনো আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সে ক্ষেত্রে তার কপি সংযুক্ত করতে হবে)	: --।
৬.	প্রার্থিত প্রতিকার ও তার যৌক্তিকতা	: --।
৭.	অভিযোগে উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করতে হবে)	: --।

সত্য পাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা মোতাবেক নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, তোপখানা, সিলেট এর তথ্যাবলীর ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ নিম্নরুপ:

ক্র: নং	তথ্যের বিবরণ		সেবা প্রদান পদ্ধতি
১	অফিস সম্পর্কিত	এক নজরে, ভিশন ও মিশন, অর্জনসমূহ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড, ঘটনাপুঞ্জ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২	জনবল	অফিস প্রধান, প্রাক্তন অফিস প্রধানগণ, সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকর্তাগণ, উপজেলা অফিসের কর্মকর্তাগন, কর্মচারীবৃন্দ, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
৩	ই-সেবা	ই-নথি সংক্রান্ত, ই-সেবা-সম্পর্কিত-অফিস-আদেশসমূহ, ই-গর্ভন্যান্স সম্পর্কিত প্রতিবেদন/প্রশিক্ষণসমুহ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
৪	সেবাসমূহ	সেবার তালিকা, রেজিষ্টার ও প্রশিক্ষণসমুহ, কী সেবা কীভাবে পাবেন/অফিস আদেশসমুহ, সিটিজেন চার্টার ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, সেবাকুঞ্জ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
৫	শুদ্ধাচার	শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা/স্ব-মুল্যায়ন, শুদ্ধাচার মাসিক প্রতিবেদন, শুদ্ধাচার ত্রৈমাসিক/কোয়ার্টার প্রতিবেদন, বিবিধ/অফিস আদেশ/প্রশিক্ষণসমুহ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
৬	আমাদের বিষয়ে	কর্মকর্তাবৃন্দ, কর্মচারীবৃন্দ, সাংগঠনিক কাঠামো, আউট সোর্সিং ও অফিস আদেশসমুহ, যোগাযোগ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
৭	ভূমি অধিগ্রহণ ছাড়পত্র/মতামত	ভুমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন/নীতিমালা/ম্যানুয়েল, ছাড়পত্র সংক্রান্ত আবেদনপত্র/চিঠি/মাসিক প্রতিবেদন, সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইস্যুকৃত ছাড়পত্র/মতামতসমুহ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
৮	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা	অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তার তালিকা ও অভিযোগ বক্স, অনলাইনে অভিযোগ দাখিল, মাসিক/ত্রৈমাসিক/অন্যান্য প্রতিবেদন, বিবিধ/প্রশিক্ষণ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
৯	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	সম্পাদিত চুক্তিসমুহ ও বাৎসরিক অর্জনসমুহ, APA প্রশিক্ষণ/কর্মপরিকল্পনাসমুহ, মাসিক প্রতিবেদনসমুহ, ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমুহ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১০	তথ্য অধিকার আইন	তথ্য অবমুক্তকরন নির্দেশিকা, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, প্রতিবেদন ও প্রশিক্ষণসমুহ, তথ্য অধিকার আইন ও বিবিধ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১১	সরকারী ক্রয়	বার্ষিক/মাসিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধিমালা, টেন্ডার/কোটেশন সংক্রান্ত বাজেট, রিকনসিলেশন ও মাসিক ব্যয় বিবরণী	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১২	গুরুত্বপুর্ণ ম্যাপসমুহ	সিলেট মাষ্টারপ্ল্যান ম্যাপসমুহ, সেক্টোরাল ম্যাপসমুহ, প্রস্তাবনা ম্যাপসমুহ, জিআইএস প্রশিক্ষণ/বিবিধ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১৩	আইন ও বিধি	আইন, বিধিমালা, পরিপত্র/নীতিমালা, বিবিধ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১৪	বিভিন্ন বাতায়ন	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাতায়ন, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের বাতায়ন, কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১৫	করোনা প্রতিরোধে আমরা	সরকারী নির্দেশনাসমুহ, গৃহিত পদক্ষেপসুহ, ভবিষ্যত করণীয়, বিবিধ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১৬	রুটিন ওয়ার্ক-১	মাসিক হাজিরা প্রতিবেদন, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ছক প্রতিবেদন, ছুটি সংক্রান্ত, স্থাবর-অস্থাবর-সম্পত্তির-তালিকা	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি

ক্র: নং	তথ্যের বিবরণ		সেবা প্রদান পদ্ধতি
১৭	গনশুনানী	গনশুনানী মাসিক প্রতিবেদনসমুহ, অংশীজন/স্টেকহোল্ডার সভা সংক্রান্ত	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১৮	প্রকল্প মনিটরিং	সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাবনাসমুহ, প্রকল্প সম্পর্কিত অফিস আদেশসমুহ, প্রকল্প পরিদর্শন ঘটনাসমুহ, প্রকল্প সম্পর্কীয় প্রতিবেদনসমুহ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১৯	প্রশিক্ষণ	ইন-হাউজ ট্রেনিং, নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/সভাসমুহ, সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণসমুহ, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল/সার্টিফিকেট/বিবিধ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২০	রুটিন ওয়ার্ক-২	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, উত্তম চর্চার তালিকা/প্রতিবেদনসমুহ, প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়ন, নিলাম/মালামাল অকেজো ঘোষনাকরন সংক্রান্ত	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২১	মনিটরিং	শাখা পরিদর্শন, মাষ্টারপ্ল্যান বাস্তবায়ন মনিটরিং, উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা/ডিপিপি প্রনয়ণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা, প্রগ্রেস মনিটরিং	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২২	ডাউনলোড	উপজেলাসমুহের মাষ্টারপ্ল্যান, সিলেট বিভাগীয় শহরের মাষ্টার প্ল্যান (২০১০-২০৩০), লিফলেট-ব্রোশিয়ার_ সিলেট মাষ্টার প্ল্যান (২০১১-২০৩০), বাংলায় মাষ্টারপ্ল্যান ও অন্যান্য	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২৩	গবেষণা	গবেষণা প্রতিবেদনসমুহ, গবেষণা প্রকাশনাসমুহ, চলমান গবেষণাসমুহ, SDGs সম্পর্কিত	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২৪	দিবস উদযাপন	দিবস উদযাপনের প্রজ্ঞাপন/অফিস আদেশসমুহ, দিবস উদযাপনে গৃহিত কার্যক্রমসমুহ, সেবা সপ্তাহ উদযাপন, দিবস উদযাপনের স্মরণিকাসমুহ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২৫	গ্যালারী	জুম সভাসমুহের ছবি, ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস ২০২১, ৭ই-মার্চের-ভাষণ, পেপার ক্লিপস	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২৬	সেমিনার/ ওয়ার্কশপ	সেমিনার সংক্রান্ত অফিস আদেশ/প্রজ্ঞাপনসমুহ, সেমিনার প্রসিডিংস, সেমিনার সংক্রান্ত কোটেশন/কার্যাদেশ, সেমিনার এর ফটোগ্যালারী	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২৭	লাইব্রেরী	বই এর তালিকা, ই-বই, প্রকাশনা সংক্রান্ত	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২৮	অডিট আপত্তি	আভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তিসমুহ, পূর্ত অডিট আপত্তিসমুহ, নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তিসমুহ, বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি

16/01/2023

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Attachment: 06

সিলেট বিভাগীয় শহর মহাপরিকল্পনা (২০১০-২০৩০)

ভূমিকা

সিলেট শুধু একটি ঐতিহাসিক শহরই নয়, এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন এলাকার বৈশিষ্ট্য বহন করে। সিলেট শহর ও এর আশেপাশের ৮৫.১৮ ব: কি: (২১০৩৯ একর) এলাকা নিয়ে আলোচ্য পরিকল্পনাটি প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের এলাকা ২৬.৫ ব: কি: এবং অবশিষ্ট ৫৮.৬৮ ব: কি: এলাকা সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত। সিলেট শহরের ভূমির উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে +১.২৩৩ মি: থেকে +৪.২২১ মি: এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অধিকাংশে এলাকা সুরমা নদীর সম্ভাব্য বিপদ সীমার চেয়ে উঁচু। সিলেটের সঙ্গে সমগ্র দেশের সড়ক, রেল ও বিমান পথে চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ব্যবসা বাণিজ্য, কলকারখানা গড়ে উঠেছে। ফলে শহর দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। পূর্বে এই বৃদ্ধি ছিল অনেকটা অপরিকল্পিত।যত্রতত্র ভবন/অবকাঠামো নির্মাণের ফলে কৃষি জমি, প্রাকৃতিক জলাধার সমূহ ভরাট হয়ে পড়ছিল। তাই প্রয়োজন ছিল একটি যুগোপযোগী মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে সিলেট শহরকে সুন্দর ও আধুনিক শহরে পরিণত করতে "প্রিপারেশন অব ডেভেলোপমেন্ট প্ল্যান ফর সিলেট ডিভিশনাল টাউন" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয় যা সমাপ্তির পর মাষ্টার প্ল্যানটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭ নভেম্বর ২০১১ তারিখে গেজেটভুক্ত করা হয় এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনকে বাস্তবায়নের জন্য বুঝিয়ে দেয়া হয়।

মহাপরিকল্পনার দর্শন

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পদ্ধতিগতভাবে স্থানীক বিন্যাস, আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠন, পরিবেশের মান উন্নয়ন এবং আনন্দময় সামাজিক সেবা সংস্থানের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করার মহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে মহাপরিকল্পনার দর্শন নিহীত। এই মহাপরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সিলেট শহরকে বাসযোগ্য একটি নগরে পরিণত করা যার ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিফলিত হবে। এই শহর হবে সিলেট অঞ্চলের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তির প্রাণকেন্দ্র, যেখানে মানুষ বসবাসের জন্য আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধাদি বিদ্যমান থাকবে।

মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- শহরের বিভিন্ন খাতভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভাবনা অন্বেষণ এবং উন্নয়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন রূপকল্প প্রণয়ন।
- দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও গোষ্ঠীগত চাহিদা পূরণ করতঃ তাদের জীবন মান উন্নয়ন করাসহ উন্নত পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা, আবাসন, সড়ক অবকাঠামো, বাজার, বাস স্টেশন, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, পয়: নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, অবকাশ ও অন্যান্য অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়ন ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে জনগনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- এলাকাভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক নিষ্কাশন পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং টেকসই নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নির্ধারণের মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রার জন্য অংশগ্রহণ ভিত্তিক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন খাতভিত্তিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বার্থে বেসরকারী খাতের উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণ আরোপ, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বিধান।

মহাপরিকল্পনার স্তর: সিলেট মহাপরিকল্পনাকে ০৩ (তিন)টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে;

স্ট্রাকচার প্ল্যান (কাঠামোগত পরিকল্পনা)

২০ বছর মেয়াদী (২০১০-২০৩০) একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় শহরের উন্নয়নে বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক পলিসি/ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হয়েছে। সমগ্র স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকাকে সর্বমোট ১২টি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনে (SPZ) ভাগ করা হয়েছে। ১২টি জোনের মধ্যে ৬টি জোন প্রস্তাবিত আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় এবং অবশিষ্ট ৬টি আরবান এরিয়া প্ল্যান বহির্ভূত এলাকায় অবস্থিত।

মানচিত্র-০১ : স্ট্রাকচার প্ল্যান

আরবান এরিয়া প্ল্যান (কোর এলাকা পরিকল্পনা)

১০ বছর মেয়াদী (২০১০-২০২০) একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় শহরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে রূপরেখা প্রণয়ন এবং শহরের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা/নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় সিলেট নগর এলাকাকে ০৩ টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে (মূল শহর এলাকা, বর্তমান নগর এলাকা ও ভবিষ্যতের নগর এলাকা) এবং প্রতিটি এলাকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উন্নয়নের ধারা ও সম্ভাবনাকে বিবেচনা করে প্রতিটি ভাগকে কয়েকটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। এগুলোকে বলা হয়েছে Strategic Planning Zone (SPZ)। সর্বমোট ০৬টি Strategic Planning Zone (SPZ) আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় অবস্থিত।

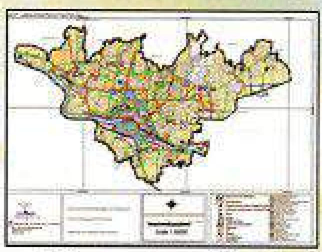

মানচিত্র-০২ : আরবান এরিয়া প্ল্যান

ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (বিশদ এলাকা পরিকল্পনা)

০৩ থেকে ০৫ বছর মেয়াদী একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় যেসব এলাকা জরুরী ভিত্তিতে এ্যাকশন নেয়া প্রয়োজন সেসব এলাকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্ল্যানটিকে বিস্তারিত প্ল্যান এজন্য বলা হয়, কারণ এই প্ল্যানে কি কি সুবিধাদি প্রদান করা হবে তা বিস্তারিত ভাবে প্রণয়ন করা থাকে যা বাস্তবায়নযোগ্য।

মানচিত্র-০৩ : বিনোদন পার্ক

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনায় মোট ১৫টি ভূমি ব্যবহার জোন প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্ব বৃহৎ জোন হবে নগর আবাসন। এই খাতে প্রায় ৩৭.২৯ শতাংশ ভূমি বরাদ্দ করা হয়েছে। ধীর গতির নগরায়নের জন্য কৃষি জমি (১৬.৯৮%) থাকবে। এই জোনে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে টিলা/পাহাড় রয়েছে। এগুলোকে সংরক্ষণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার জোনিং এ প্রায় ৩৫১২.৮৪ একর স্থান চা বাগান হিসাবে রাখা হয়েছে। এখানে শুধু চা বাগান সংশ্লিষ্ট বসত-বাড়ী ভিন্ন অন্য কোন ধরনের আবাসন নির্মাণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিছু এলাকা পরিকল্পিত আবাসন নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অপরিকল্পিত উন্নয়নকেও সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

মানচিত্র-০৪ : ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট সিটি কর্পোরেশন (পুরাতন ভবন), ৫ম তলা, তোপখানা, সিলেট-৩১০০
www.udd.sylhet.gov.bd, www.udd.gov.bd
ই-মেইল : uddsylhet@yahoo.com, sps@udd.gov.bd
দুরালাপন : +৮৮-০২৯৯-৬৬৩৬৬-৩৩
+৮৮-০২৪১১-০০২৫১

সিলেট বিভাগীয় শহরের মহাপরিকল্পনা (২০১০-২০৩০)

ভূমিকা

সিলেট শুধু একটি ঐতিহাসিক শহরই নয়, এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন এলাকার বৈশিষ্ট্য বহন করে। সিলেট শহর ও এর আশেপাশের ৮৫.১৮ ব: কি: (২১০৩৯ একর) এলাকা নিয়ে আলোচ্য পরিকল্পনাটি প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের এলাকা নিয়ে আলোচ্য পরিকল্পনাটি প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের এলাকা ২৬.৫ ব: কি: এবং অবশিষ্ট ৫৮.৬৮ ব: কি: এলাকা সিটি কর্পোরেশন বর্হিভূত। সিলেট শহরের ভূমির উচ্চতা সমুদ্রপ্রষ্ঠ থেকে +১.২৩৩ মি: থেকে +৪.২২১ মি: এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ এলাকা সুরমা নদীর সম্ভাব্য বিপদ সীমার চেয়ে উঁচু। সিলেটের সঙ্গে সমগ্র দেশের সড়ক, রেল ও বিমান পথে চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ব্যবসা বাণিজ্য, কল-কারখানা গড়ে উঠেছে। ফলে শহর দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করছে। এই বৃদ্ধি ছিল অনেকটা অপরিকল্পিত। যত্রতত্র ভবন/অবকাঠামো নির্মাণের ফলে কৃষি জমি, প্রাকৃতিক জলাধার সমূহ ভরাট হয়ে পড়ছিল। তাই প্রয়োজন ছিল একটি যুগোপযোগী মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে সিলেট শহরকে সুন্দর ও আধুনিক শহরে পরিণত করতে “প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর সিলেট ডিভিশনাল টাউন” শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয় যা সমাপ্তির পর মাষ্টার প্ল্যানটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭ নভেম্বর ২০১১ তারিখে গেজেটভূক্ত করা হয় এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশনকে বাস্তবায়নের জন্য বুঝিয়ে দেয়া হয়।

মহাপরিকল্পনার দর্শন

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পদ্ধতিগতভাবে স্থানীক বিন্যাস, আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠন, পরিবেশের মান উন্নয়ন এবং আনন্দময় সামাজিক সেবা সংস্থানের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করার মহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে মহাপরিকল্পনার দর্শন নিহীত। এই মহাপরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সিলেট শহরকে বাসযোগ্য একটি নগরে পরিণত করা যার ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের সামাজিক উন্নয়ন প্রতিফলিত হবে। এই শহর হবে সিলেট অঞ্চলের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তির প্রাণকেন্দ্র, যেখানে মানুষ বসবাসের জন্য আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধাদি বিদ্যমান থাকবে।

মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- শহরের বিভিন্ন খাতভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভাবনা অন্বেষণ এবং উন্নয়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন রূপকল্প প্রণয়ন।
- দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও গোষ্ঠীগত চাহিদা পূরণ করতঃ তাদের জীবন মান উন্নয়ন করাসহ উন্নত পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা, আবাসন, সড়ক অবকাঠামো, বাজার, বাস স্টেশন, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, অবকাশ ও অন্যান্য অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়ন ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে নগরের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- এলাকাভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক নিষ্কাশন পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং টেকসই নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নির্ধারনের মাধ্যমে উন্নত জীবন যাত্রার জন্য অংশগ্রহণ ভিত্তিক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন খাতভিত্তিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বার্থে বেসরকারী খাতের উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণ আরোপ, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বিধান।

মহাপরিকল্পনার স্তর: সিলেট মহাপরিকল্পানাকে ০৩ (তিন)টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে;

স্ট্রাকচার প্ল্যান (কাঠামোগত পরিকল্পনা)

২০ বছর মেয়াদী (২০১০-২০৩০) একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় শহরের উন্নয়নে বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক পলিসি/ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হয়েছে। সমগ্র স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকাকে সর্বমোট ১২টি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনে (SPZ) ভাগ করা হয়েছে। ১২টি জোনের মধ্যে ৬টি জোন প্রস্তাবিত আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় এবং অবশিষ্ট ৬টি আরবান এরিয়া প্ল্যান বহির্ভূত এলাকায় অবস্থিত।

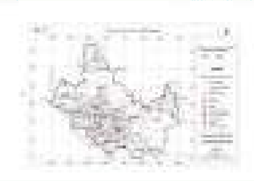

চিত্র: ১.১ স্ট্রাকচার প্ল্যান (কাঠামোগত পরিকল্পনা) ম্যাপ

আরবান এরিয়া প্ল্যান (নগর এলাকা পরিকল্পনা)

১০ বছর মেয়াদী (২০১০-২০২০) একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় শহরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে রূপরেখা প্রণয়ন এবং শহরের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা/নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় সিলেট নগর এলাকাকে ০৩ টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে (মূল শহর এলাকা, বর্তমান নগর এলাকা ও ভবিষ্যতের নগর এলাকা) এবং প্রতিটি এলাকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উন্নয়নের ধারা ও সম্ভাবনাকে বিবেচনা করে প্রতিটি ভাগকে কয়েকটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। এগুলোকে বলা হয়েছে Strategic Planning Zone (SPZ)। সর্বমোট ০৬টি Strategic Planning Zone (SPZ) আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় অবস্থিত।

চিত্র: ১.২ আরবান এরিয়া প্ল্যান ম্যাপ

ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (বিশদ এলাকা পরিকল্পনা)

০৩ থেকে ০৫ মেয়াদী একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় যেসব এলাকা জরুরী ভিত্তিতে এ্যাকশন নেয়া প্রয়োজন সে সব এলাকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্ল্যানটিকে বিস্তারিত প্ল্যান এজন্য বলা হয়, কারণ এই প্ল্যানে কি কি সুবিধাদি প্রদান করা হবে তা বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করা থাকে যা বাস্তবায়নযোগ্য।

ক। টিলাগড়-সিলেট বাইপাস রোড (৮০ ফুট প্রশস্ত)

টিলাগড় থেকে সিলেট বাইপাস পর্যন্ত ৮০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করা হবে।

এই রাস্তা টিলাগড় ইউনিয়ন এবং খাদিমপাড়া ইউনিয়নকে যুক্ত করবে সেই সঙ্গে বহর, দেবপুর ও টিলাগড় প্রভৃতি এলাকায় যাতায়াত সহজতর করবে।

অবস্থান : টিলাগড়, দেবপুর ও বহর
আনুমানিক জমির পরিমাণ : ২৫.৩৭ একর বা ১০.২৭ হেক্টর
রাস্তার দৈর্ঘ্য : ৪.৮৫ কি: মি:

প্রক্কলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	১৫২২.১৪	২৫০,০০০/কাঠা	৩৮০,৫৩৫,০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	১০৯৫৯৪০.৮	২৫.০০/ব: ফুট.	২৭,৩৯৮,৫২০.০০
৩.	উভয় দিকে ফুটপাথ সহ ৮০ ফুট প্রশস্ত বিটুমিনাস রাস্তা নির্মাণ	কি: মি:	৪.৮৫ কি:মি:	৯০,০০০০০/ কি:মি:	৪৩,৬৫০,০০০.০০
				মোট :	৪৫,১৫,৮৩,৫২০.০০

খ। শাহী ঈদগাহ-চৌকিদেখি রাস্তা (৬০ ফুট প্রশস্ত)

শাহী ঈদগাহ থেকে রাস্তাটি-চৌকিদেখিতে এয়ারপোর্ট রোডের সঙ্গে মিলিত হবে। ৬০ ফুট প্রশস্ত এই রাস্তাটি আম্বরখানা পয়েন্টে যানজট হ্রাস করবে এবং আশে পাশের এলাকায় যাতায়াত সহজ করবে। অত্র এলাকার ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের অনুরোধে এই রাস্তা প্রস্তাব করা হয়েছে।

অবস্থান : শাহী ঈদগাহ, চৌকিদেখি
আনুমানিক জমির পরিমাণ : ৫.১৯ একর বা ২.১০ হেক্টর
রাস্তার দৈর্ঘ্য : ১.৩ কি: মি:

প্রাক্কলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	৩১১.৪০	২৫০,০০০/কাঠা	৭৭,৮৫,০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	২২৪২০৮	২৫.০০/ব: ফুট.	৫,৬০৫,২০০.০০
৩.	উভয় দিকে ফুটপাথ সহ ৮০ ফুট প্রশস্ত বিটুমিনাস রাস্তা নির্মাণ	কি: মি:	১.১৩	৯০,০০০০০/ কি:মি:	১০,১৭০,০০০.০০
				মোট :	**৯৩,৬২৫,২০০.০০**

গ। সেন্ট্রাল জেলখানার খালি জায়গায় বিনোদন পার্ক নির্মাণ

আলোচ্য পরিকল্পনায় শহরের বর্তমান সেন্ট্রাল জেলকে স্থানান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে। স্থানান্তরের পর খালি জায়গায় একটি বিনোদন পার্ক নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। স্থানটি ধোপাদীঘির পাড়ে এবং আনুমানিক ভূমির পরিমাণ ৯.২৮ একর। স্থানটিতে বৃক্ষরাজি দিয়ে একটি মনোরম ল্যান্ডস্কেপ তৈরী করা হবে। একটি জলাশয় থাকবে এবং তার ধার ঘেসে পায়ে চলা পাকা পথ লুপ আকারে সমগ্র বিনোদন এলাকাকে যুক্ত করবে। কয়েকটি পয়েন্টে পথটি কাছাকাছি রাস্থার সঙ্গে যুক্ত হবে। কিছু দূর পর পর দৃষ্টিনন্দন বাগান থাকবে। গ্রানাইট, রট আয়রন এবং কংক্রিটের তৈরী বসার উঁচু আসন থাকবে যাতে ওখানে বসে দর্শনার্থীরা বাগানের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন। সমগ্র এলাকাকে আলো দিয়ে এমন ভাবে সজ্জিত করা হবে যেন সূর্যাস্তের পর স্থানটি একটি স্বপ্নলোকে পরিণত হয়। এই বিনোদন পার্কে ছোট আকারে একটি চিড়িয়াখানাও থাকবে, কারণ সিলেটে কোন চিড়িয়াখানা নেই। চিত্র-১.৩ এ বিনোদন পার্কের একটি নমুনা নক্সা দেখানো হলো।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ঘনবসতিপূর্ণ নগর এলাকায় দৃষ্টি নন্দন নৈসর্গিক উন্মুক্ত স্থান তৈরী করে বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- সকল বয়সী এবং সকল শ্রেণীর মানুষের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সম্ভাব্যতা যাচাই

প্রাথমিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি ফিজিবল হবে, কারণ এটি একটি স্বল্প বাজেটের প্রকল্প। অধিকন্তু সামাজিক প্রয়োজনের দিক থেকে এর প্রয়োজন ব্যাপক। এর কারিগরী এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোন সমস্যা নেই, শুধু ভূমি হস্তান্তর ছাড়া।

ইমপ্যাক্ট যাচাই

অর্থনৈতিক ইমপ্যাক্ট

- জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করবে।
- ভূমির মূল্য বৃদ্ধি করবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটাবে।
- সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি করবে।
- স্থানীয় কমিউনিটির সমৃদ্ধি ঘটাবে।

সামাজিক ইমপ্যাক্ট

- এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সামাজিক মিথষ্ক্রীয়া বৃদ্ধি পাবে।
- মানুষ ভ্রমণ করতে উৎসাহিত হবে, পর্যটন এর প্রসার ঘটাবে।
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে মানুষের মধ্যে কমিউনিটি মালিকানা পদ্ধতির প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

প্রত্যাশিত সুবিধা

- ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার হবে।
- মানুষের চিত্ত বিনোদনের নতুন সুযোগ তৈরী হবে।

প্রাক্কলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	৭৯৪.৪	২,০০০,০০০.০০/কাঠা	১৫,৮৮,৮০,০০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	৫৭১৯৬৮	৬০.০০/ব:ফু:	৩,৪৩,১৮,০৮০.০০
৩.	বাগান,ল্যান্ডস্কেপ তৈরী এবং বৃক্ষ রোপন	কাঠা	৭৯৪.৪	১৫০০.০০/কাঠা	১,১৯১,৬০০.০০
				মোট :	১৬,২৪,৩০,৯৬৮০.০০

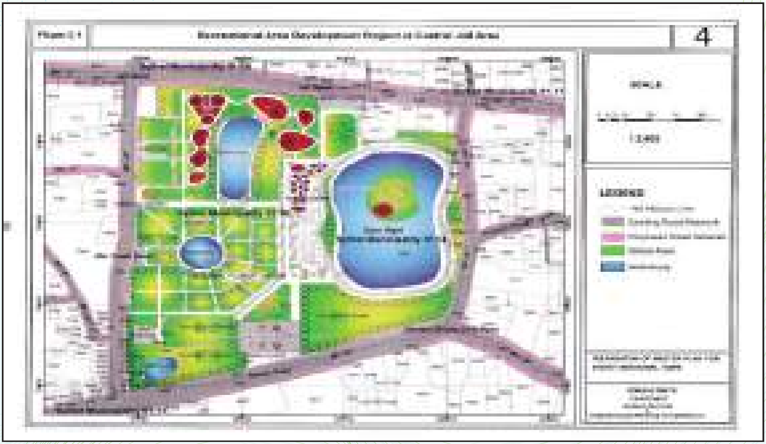

মানচিত্র-১.৩: সেন্ট্রাল জেলখানার খালি জায়গায় বিনোদন পার্ক নির্মাণ

ঘ। জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশনের পাশে পানি নির্ভর বিনোদন কেন্দ্র এর অবস্থান সাদিপুর মৌজার দ্বিতীয় অংশে যেখানে সরকারী খাস জমি রয়েছে। প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেয়া হলো।

বিনোদন প্রত্যাশীদের সুবিধার জন্য সমগ্র এলাকাকে নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে সাজানো হবে। চমৎকার বুলেভার্ড তৈরীর জন্য বিভিন্ন স্কেলের বৃক্ষরাজি ব্যবহার করা হবে, স্থানে স্থানে মডিউল আকারে দৃষ্টিনন্দন বাগান নির্মান করা হবে। প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকনের জন্য উঁচু বসার আসন থাকবে। চিত্র-১.৪ তে নুমনা নক্সা দেয়া হলো।

প্রকল্পের প্রভাব বলয়

সিলেট শহরে চিত্তবিনোদনের ব্যাপক অভাব রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শহর যতই সম্প্রসারিত হবে এই অভাব ততই বেশি অনুভূত হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সিটি কর্পোরেশন এলাকা ছাড়াও পাশের এলাকা যেমন ধোপাদীঘির পাড়, নাইওরপুল, বন্দর ইত্যাদি এলাকার মানুষও এই বিনোদন সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

সর্বমোট ভূমি	: ২৫.৫০ একর
অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমাণ	: ৯.২৮ একর
বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ	: সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সম্পদের উৎস	: সরকার

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ঘনবসতিপূর্ণ নগর এলাকায় দৃষ্টিনন্দন নৈসর্গিক উন্মুক্ত স্থান তৈরী করে বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- সকল বয়সী এবং সকল শ্রেণীর মানুষের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রত্যাশিত সুবিধা

- ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার হবে।
- মানুষের চিত্ত বিনোদনের নতুন সুযোগ তৈরী হবে।

প্রাক্কলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	নাই	নাই	নাই
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	১২৬২৭৩৬	৬০.০০	৭,৫৭,৬৪,১৬০.০০
৩.	বাগান, ল্যান্ডস্কেপ তৈরী এবং বৃক্ষ রোপন	কাঠা	১৭৫৩.৮০	১৫০০.০০	২৬,৩০.৭০০.০০
				মোট :	৭৮,৩,৯৪,৮৬০.০০

ভূমি : ২৯.২৩ একর বা ১১.৮৩ হেক্টর
বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ : সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সম্পদের উৎস : সরকার/দাতা সংস্থা
বাস্তবায়নকাল : ২০১০-২০১৫

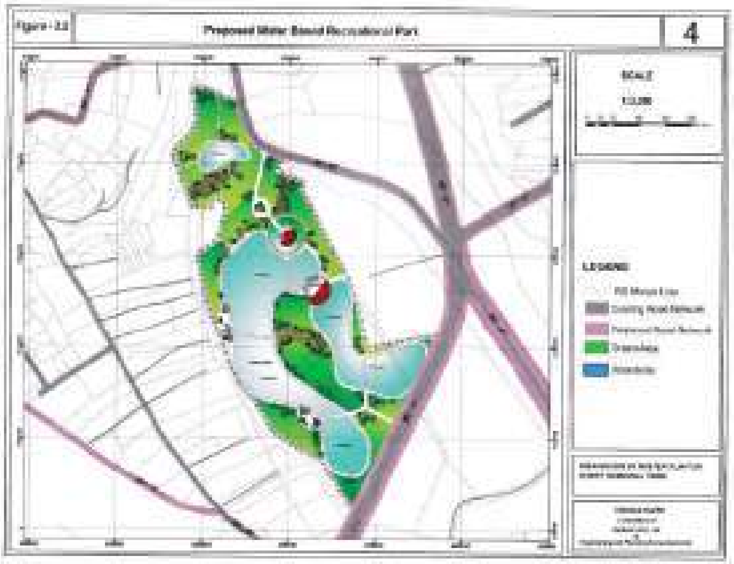

মানচিত্র-১.৪: জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশনের পাশে পানি নির্ভর বিনোদন কেন্দ্র।

ঙ। সুরমা নদী তীর উন্নয়ন প্রকল্প

এটি একটি বিনোদনমূলক প্রকল্প। প্রকল্পের অবস্থান বাগবাড়ী মৌজার মজুমদার পাড়ায়। স্থানটি সিটি কর্পোরেশন এলাকার অভ্যন্তরে। মোট জমি ২৫.২৩ একর। এখানে ব্যস্ত মানুষের অবসর বিনোদনের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরাজি শোভিত দৃষ্টিনন্দন বাগান তৈরী করা হবে। এখানে উঁচু স্থানে বসার ব্যবস্থা থাকবে যাতে নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করা যায়। রাত্রিতে পরিকল্পিত আলোক সজ্জা দ্বারা স্বপ্নলোকের আবহ তৈরী করা হবে। বিস্তারিত চিত্র-১.৫ এ দেখানো হয়েছে। এটি একটি নমুমনা নক্সা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- নদী তীরের নৈসর্গিক পরিবেশ দৃষ্টিনন্দন বাগান নির্মাণ করে শহরের মানুষের জন্য বিনোদন সুবিধা সৃষ্টি।
- সকল বয়সী এবং সকল শ্রেণীর মানুষের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সম্ভাব্যতা যাচাই

প্রাথমিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্পটি ফিজিবল হবে, কারণ এটি একটি স্বল্প বাজাটের প্রকল্প। অধিকন্তু সামাজিক প্রয়োজনের দিক থেকে এর প্রয়োজন ব্যাপক। এর কারিগরী এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোন সমস্যা নেই, শুধু ভূমি হস্তান্তর ছাড়া।

ইমপ্যাক্ট যাচাই

অর্থনৈতিক ইমপ্যাক্ট

- কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করবে।
- আশে পাশের ভূমির মূল্য বৃদ্ধি করবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটাবে।
- সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি করবে।
- স্থানীয় কমিউনিটির সমৃদ্ধি ঘটাবে।

সামাজিক ইমপ্যাক্ট

- সমাবেশ ও মেলামেশার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সামাজিক মিথষ্ক্রীয়া বৃদ্ধি পাবে।
- মানুষের ভ্রমণ করতে উৎসাহিত হবে, পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে।
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে মানুষের মধ্যে কমিউনিটি মালিকানা পদ্ধতির প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

পরিবেশগত ইমপ্যাক্ট

- নদী তীরে অবৈধ কর্মকান্ড রোধ করে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ সচল রাখবে।

প্রত্যাশিত সুবিধা

- ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার হবে।
- মানুষের চিত্ত বিনোদনের নতুন সুযোগ তৈরী হবে।

প্রাক্কলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	১৫১৩.৮	২০০০০০.০০	৩০,২৭,৬০,০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	১০৮৯৯৩৬	৬০.০০	৬,৫৩,৯৬,১৬০.০০
৩.	বাগান, ল্যান্ডস্কেপ তৈরী এবং বৃক্ষ রোপন	কাঠা :	১৫১৩.৮	১৫০০.০০	২২,৭০,৭০০.০০
				মোট :	৩৭,০৪,২৬,৮৬০.০০

ভূমি : ২৫.২৩ একর বা ১১.৭৯ হেক্টর

বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ : সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পদের উৎস : সরকার।

মানচিত্র-১.৫: সুরমা নদী তীর উন্নয়ন প্রকল্প

চ। সুরমা আবাসিক এলাকার পাশে লেক উন্নয়ন প্রকল্প

বাগবাড়ী মৌজায় ধোপা খাল বরাবর ২০.২৭ একর ভূমির এই লেক নির্মাণের প্রস্তাব করা হচ্ছে। এটি মূলত লেক ও পার্ক ভিত্তিক বিনোদন প্রকল্প। লেক ছাড়াও এখানে ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করার জন্য সুসজ্জিত বাগান এবং বসার সুব্যবস্থা থাকবে। চিত্র-১.৬ এ একটি নমুনা নক্সা দেয়া হলো।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- লেক নির্ভর নৈসর্গিক পরিবেশে দৃষ্টিনন্দন বাগান নির্মাণ করে শহরের মানুষের জন্য বিনোদন সুবিধা সৃষ্টি।
- সকল বয়সী এবং সকল শ্রেণীর মানুষের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রত্যাশিত সুবিধা

- ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার হবে।
- মানুষের চিত্ত বিনোদনের নতুন সুযোগ তৈরী হবে।

প্রাক্কলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	১২১৬.২	২০০০০০.০০	২৪৩,২৪০,০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	৮৭৫৬৬৪	৬০.০০	৫২,৫৩৯,৮৪০.০০
৩.	বাগান, ল্যান্ডস্কেপ তৈরী এবং বৃক্ষ রোপন	কাঠা :	১২১৬.২	১৫০০.০০	১,৮২৪,৩০০.০০
				মোট :	২৯৭,৬০৪,১৪০.০০

ভূমি : ২০.২৭ একর বা ৯.৪৭ হেক্টর
বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ : সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সম্পদের উৎস : সরকার/দাতা সংস্থা

মানচিত্র-১.৬: সুরমা আবাসিক এলাকার পাশে লেক উন্নয়ন প্রকল্প

ছ। সিভিক সেন্টার নির্মাণ (আংশিক)

ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান অনুযায়ী টুলটিকর ইউনিয়নের দেবপুর মৌজায় একটি সিভিক সেন্টার নির্মিত হবে। প্রকল্পটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে। বর্তমান প্রকল্পের অধীনে শুধুমাত্র ভূমি অধিগ্রহণ এবং ভূমি উন্নয়ন কাজ করা হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রাত্যহিক জীবনে সামাজিক মিথস্ক্রীয়ার সুযোগ সৃষ্টি, নাগরিক জীবনযাত্রা সহজতর করা।

প্রত্যাশিত সুবিধা

- বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে সুবিধা হবে, ফলে নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক মিথস্ক্রীয়ার সুযোগ বাড়বে।
- প্রভাববলয়ে বসবাসকারীরা সহজে বাজার ও প্রাত্যহিক কেনাকাটার সুবিধা পাবেন।
- স্থানীয় ব্যবসার প্রসার ঘটবে।

প্রাক্কলিত ব্যয়

ক্র: নং:	ব্যয়ের খাত	একক	পরিমাণ	দর (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	৮৫৫০	২০০০০০.০০	১৭১০,০০০,০০০.০০
২.	ভূমি উন্নয়ন	ব:ফুট	৬১৫৬০০০	৫০.০০	৩০৭,৮০০,০০০.০০
				মোট :	২০১৭,৮০০,০০০.০০

ভূমি : ১৪২.৫০ একর বা ৫৭.৬৯ হেক্টর
বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ : সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সম্পদের উৎস : সরকার/দাতা সংস্থা

সিলেট বিভাগীয় শহরের মহাপরিকল্পনা
(২০১০-২০৩০)

প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের তথ্যকণিকা

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট সিটি কর্পোরেশন (পুরাতন ভবন), ৫ম তলা, তোপখানা, সিলেট-৩১০০
www.udd.sylhet.gov.bd, www.udd.gov.bd
ই-মেইল : uddsylhet@yahoo.com, sps@udd.gov.bd
দুরালপন : +৮৮-০২৯৯-৬৬৩৬৬-৩৩
+৮৮-০২৪১১-০০২৫১

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
www.udd.sylhet.gov.bd, www.udd.gov.bd
ই-মেইল : uddsylhet@yahoo.com, sps@udd.gov.bd
দুরালপন : +৮৮-০২৯৯-৬৬৩৬৬-৩৩
+৮৮-০২৪১১-০০২৫১

[illegible] বিভাগীয় শহরের মহাপরিকল্পনা
(২০১০-২০৩০)

স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান
ও
ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান

জুন ২০১০

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিলেট বিভাগীয় শহরের মহাপরিকল্পনা

(২০১০-২০৩০)

স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান
ও
ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান

জুন ২০১০

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১৭, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ কার্তিক ১৪১৮/২৩ অক্টোবর ২০১১

নং গৃগম/পরি-২/০৮/২০০৪(অংশ-২)/২২০—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Organizational Set up, Phase-II, (Departments/Directorates and Other Organizations under them), Volume XV (Ministry of Works), Chapter VI (Urban Development Directoratc, June, 1983 এর Allocation of Functions এর ক্ষমতাবলে সরকার সিলেট এবং বরিশাল বিভাগীয় শহরের জন্য নতুন Master Plan এলাকা নির্ধারণ এবং অত্র এলাকাধীন প্রণীত Master Plan (Structure Plan, Urban Area Plan ও Detailed Area Plan) যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া অনুমোদন করিয়াছে।

অতএব, সরকার অত্র প্রজ্ঞাপনের দ্বারা নতুন Master Plan (Structure Plan, Urban Area Plan ও Detailed Area Plan) এর অনুমোদনের বিষয়টি, অনুমোদিত Master Plan সহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : অনুমোদিত মাষ্টার প্ল্যান ও প্রতিবেদন এর কপি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৮২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০ এবং জেলা প্রশাসক, সিলেট ও জেলা প্রশাসক, বরিশাল এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এর কার্যালয়ে জনসাধারণের পরিদর্শনের সুবিধার্থে সংরক্ষিত থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম মোস্তাফেক
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

মূল্য : টাকা ২.০০

সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান
স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
সূচীপত্র	i
মুখবন্ধ	xii
সারসংক্ষেপ	xvi

প্রথম খন্ড-স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আরবান এরিয়া প্ল্যান

প্রথম অধ্যায়: পটভূমি

		পৃষ্ঠা
১.১	সূচনা	১
১.২	প্রকল্প পটভূমি	১
১.৩	প্রকল্প এলাকার বিবরণ	২
১.৩.১	অবস্থান	২
১.৩.২	স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার আয়তন	২
১.৩.৩	আলোচ্য প্ল্যান প্যাকেজ	২

দ্বিতীয় অধ্যায়: সিলেট শহরের সার্বিক অবস্থা এবং পূর্ববর্তী পরিকল্পনা প্রয়াসসমূহ

২.১	ঐতিহাসিক পটভূমি	৫
২.২	জনসংখ্যা পরিবর্তন	৫
২.৩	পরিকল্পনা এলাকার ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ	৬
২.৩.১	পরিকল্পনা এলাকার জিও-ফিজিক্যাল অবস্থা	৬
২.৩.২	স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকায় ভূমি ব্যবহার	৮
২.৩.৩	আর্থ-সামাজিক অবস্থা	৯
২.৪	শহর সম্প্রসারণের গতিধারা	৯
২.৫	পূর্ববর্তী পরিকল্পনা প্রয়াস	১১
২.৫.১	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্ট্রাকচার প্ল্যান এবং এ্যাকশান এরিয়া প্ল্যান	১১
২.৫.২	স্ট্রাকচার প্ল্যানের পটভূমি	১১
২.৫.৩	স্ট্রাকচার প্ল্যানের উদ্দেশ্য	১১
২.৫.৪	প্রকল্প এলাকা	১১
২.৫.৪.১	উন্নয়নের কৌশলগত নীতিমালা	১১
২.৫.৪.২	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	১১
২.৫.৫	স্ট্রাকচার প্ল্যান বাস্তবায়ন	১২
২.৫.৬	এ্যাকশান প্ল্যান	১২
২.৫.৭	পরিকল্পনা প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা	১৪
২.৬	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের গৃহায়ন প্রকল্প (১৯৯০)	১৪
২.৭	বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত সাইট এবং সার্ভিস পরিকল্পনা	১৫
২.৮	বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন	[illegible]

		পৃষ্ঠা
২.৯	**সড়ক পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা**	১৫

তৃতীয় অধ্যায়: জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা ও কৌশল

৩.১	**জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা**	১৭
৩.১.১	পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা	১৭
৩.১.২	দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পি আর এস পি)	১৮
৩.২	**নগর সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি, আইন, বিধি এবং নির্দেশনার আলোকে প্রণীত নীতি নির্ধারক**	১৯
৩.২.১	নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি	১৯
৩.৩	**জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা সমূহের সাথে সিলেট মাস্টার প্লান এর সম্পর্ক**	৩২

চতুর্থ অধ্যায়: উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

৪.১	**অবকাঠামোগত সেবা সুবিধা**	৩৩
৪.২	**নগরায়ন এবং জনসংখ্যা**	৩৩
৪.৩	**অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান**	৩৫
৪.৩.১	অর্থনৈতিক অবস্থার সাধারণ চিত্র	৩৫
৪.৩.২	বাজার ও বিপণন সুবিধা	৩৬
৪.৪	**পরিবহণ ব্যবস্থা**	৩৭
৪.৪.১	বিদ্যমান পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	৩৭
৪.৪.২	পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যয়	৩৮
৪.৫	**আবাসন ব্যবস্থা**	৩৮
৪.৬	**পরিবেশ**	৪০
৪.৬.১	অতি জলঘনত্ব ও তার সমস্যা	৪০
৪.৬.২	বন্যা ও নদী ভাঙন	৪০
৪.৬.৩	ভূ-কম্পন জনিত হুমকি	৪০
৪.৬.৪	টিপাইমুখ বাঁধের জন্য আশঙ্কা	৪০
৪.৬.৫	পানি নিষ্কাশন সমস্যা	৪০
৪.৭	**সামাজিক ও কমিউনিটি সেবাসুবিধা**	৪১
৪.৭.১	শিক্ষা ব্যবস্থা	৪১
৪.৭.২	স্বাস্থ্যসেবা	৪১
৪.৭.৩	বিনোদন সুবিধা	৪২
৪.৮	**মিউনিসিপ্যাল সেবাসুবিধা**	৪২
৪.৮.১	পানি সরবরাহ	৪২
৪.৮.২	জ্বালানী	৪৪
৪.৮.৩	পয়:নিষ্কাশন	৪৪
৪.৮.৪	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৪৪
৪.৮.৫	বিদ্যুৎ	৪৫
৪.৮.৬	টেলিযোগাযোগ	৪৫
৪.৮.৭	ডাক ব্যবস্থা	৪৭
৪.৮.৮	অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র	৪৭
৪.৮.৯	সামাজিক নিরাপত্তা	৪৭
৪.৯	**পর্যটক আকর্ষণীয় স্থান**	৪৮
৪.১০	**জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়নে সিলেটের ভূমিকা**	৪৮

		পৃষ্ঠা
৪.১১	**নগর উন্নয়নে প্রধান অন্তরায়**	৪৮
৪.১১.১	সিটি কর্পোরেশনের সীমাবদ্ধতা	৪৮
৪.১১.২	প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার অভাব	৪৮
৪.১১.৩	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সমস্যা	৫০
৪.১১.৪	রিয়েল এস্টেট কোম্পানীর অনিয়ন্ত্রিত প্রসার	৫০
৪.১১.৫	বেসিক শিল্প কাঠামোর অভাব	৫০
৪.১২	**সিলেটের উন্নয়ন সম্ভাবনা**	৫০
৪.১২.১	বিদেশী পুঁজি সমাবেশ	৫০
৪.১২.২	সরকারী এবং বেসরকারী বিনিয়োগ	৫১
৪.১২.৩	ক্ষুদ্র ও মাঝারী বিনিয়োগ প্রসার	৫১
৪.১২.৪	শিল্পায়নের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপন	৫১
৪.১২.৫	পর্যটন খাতের উন্নয়ন	৫২
৪.১২.৬	স্থানীয় সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি	৫২

পঞ্চম অধ্যায়: স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতি ও সুপারিশমালা

৫.১	**স্ট্রাকচার প্ল্যানের ধারণা**	৫৩
৫.১.১	স্ট্রাকচার প্ল্যানের উদ্দেশ্য	৫৩
৫.১.২	স্ট্রাকচার প্ল্যানের সীমানা	৫৩
৫.১.৩	স্ট্রাকচার প্ল্যানের ধরণ ও প্রকৃতি	৫৩
৫.১.৪	স্ট্রাকচার প্ল্যানের বিষয়বস্তু	৫৪
৫.১.৫	স্ট্রাকচার প্ল্যানের মেয়াদকাল এবং সংশোধন	৫৪
৫.২	**স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ ও বিস্তরণ**	৫৪
৫.৩	**আরবান এরিয়া প্ল্যান ও ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যানের মধ্যে সম্পর্ক**	৫৬
৫.৪	**ভৌত উন্নয়নের কৌশল**	৫৭
৫.৪.১	বিদ্যমান ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করণ	৫৭
৫.৪.২	নতুন এলাকাকে পরিকল্পিত উন্নয়নের আওতায় আনা	৫৮
৫.৪.৩	এলাকা সংরক্ষণ ও সুরক্ষা	৫৯
৫.৫	**স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতি ও সুপারিশমালা**	৬০
৫.৫.১	নগরোন্নয়ন নীতিমালা	৬০
৫.৫.২	পরিবহন ও যোগাযোগ নীতিমালা	৬২
৫.৫.৩	স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ	৬৪
৫.৫.৪	পানি সরবরাহ	৬৫
৫.৫.৫	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৬৬
৫.৫.৬	শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন	৬৬
৫.৫.৭	আবাসন	৬৭
৫.৫.৮	অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান	৬৮
৫.৫.৯	পর্যটন এবং বিনোদন	৬৯
৫.৫.১০	পরিবেশ	৭০
৫.৬	**নীতি বাস্তবায়ন**	৭১

ষষ্ঠ অধ্যায়: আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার উন্নয়ন ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

৬.১	সূচনা	৭৩

		পৃষ্ঠা
৬.২	**আরবান এরিয়া প্ল্যানের বিষয়বস্তু**	৭৩
৬.২.১	আরবান এরিয়া প্ল্যানের উদ্দেশ্য	৭৩
৬.২.২	আরবান এরিয়া প্ল্যান ও স্ট্রাকচার প্ল্যানের মধ্যে সম্পর্ক	৭৩
৬.২.৩	আরবান এরিয়া প্ল্যান এর মেয়াদ ও সংশোধন	৭৩
৬.২.৪	আরবান এরিয়া প্ল্যানের ধরণ ও পরিধি	৭৩
৬.৩	**আরবান এরিয়া প্ল্যান উপস্থাপনা**	৭৪
৬.৩.১	আরবান এরিয়া প্ল্যানের বিভাজন	৭৪
৬.৩.২	জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ও জনঘনত্ব	৭৫
৬.৩.৩	সুপারিশকৃত মানদন্ড	৭৬
৬.৪	**আরবান এরিয়া প্ল্যানের উন্নয়ন প্রস্তাবসমূহ**	৮০
৬.৪.১	আবাসন এলাকা উন্নয়ন	৮০
৬.৪.২	অবকাঠামো এবং মিউনিসিপ্যাল সেবাসমূহ	৮২
৬.৪.৩	নগর কেন্দ্র এলাকার উন্নয়ন	৮৪
৬.৪.৪	যোগাযোগ ও পরিবহন	৮৬
৬.৪.৫	বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান	৮৮
৬.৪.৬	সামাজিক সুবিধাসমূহ	৯০
৬.৪.৭	উন্মুক্ত এলাকা	৯১
৬.৫	**ভূমি ব্যবহার জোনিং**	৯৩
৬.৫.১	প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহারের বিবরণ	৯৩
৬.৬	**বিশেষ উন্নয়ন প্রস্তাব**	৯৭
৬.৬.১	দারিদ্রতা হ্রাস	৯৭
৬.৭	**পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যায়সমূহ**	৯৭

সপ্তম অধ্যায়: পরিবেশগত উন্নয়ন

৭.১	**পরিবেশগত প্রভাব এবং প্রতিকার**	১০১
৭.১.১	ভৌত পরিবেশ (Physical Environment)	১০১
৭.১.২	জৈবিক পরিবেশ (Biological Environment)	১০৬
৭.১.৩	সামাজিক পরিবেশ (Social Environment)	১০৮
৭.১.৪	অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment)	১১০
৭.২	**পুণর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান**	১১৪
৭.২.১	পুনর্বাসন	১১৪
৭.২.২	ক্ষতিপূরণ	১১৪
৭.৩	**মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের সময় পরিবেশগত প্রভাব নিরুপন করা**	১১৫

অষ্টম অধ্যায়: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

৮.১	**পরিকল্পনার সংরক্ষক**	১১৯
৮.২	**পরিকল্পনা সংশোধন**	১১৯
৮.৩	**সাময়িক পর্যালোচনা এবং আধুনিকায়ন**	১১৯
৮.৪	**মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন**	১১৯
৮.৪.১	কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ক সুপারিশ	১১৯
৮.৪.২	কার্যক্রমের অর্থ-ব্যয় (Outlay) সম্পর্কে পরামর্শ	১১৯
৮.৫	**নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ**	১২০
৮.৫.১	মাস্টার প্ল্যানের পরিপন্থী নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা	১২০

পৃষ্ঠা

৮.৫.২ প্রস্তাবিত নির্মাণকাজ অনুমোদন ১২০
৮.৫.৩ অপরিকল্পিত এলাকায় নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ ১২০
৮.৫.৪ বাণিজ্যিক এবং মিশ্র এলাকায় যানবাহন পার্কিং ১২১
৮.৫.৫ নির্মাণ বিধিনিষেধ ১২১
৮.৬ **সিলেট সিটি কর্পোরেশনের দক্ষতা বৃদ্ধি করা** ১২২
৮.৭ **নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহায়তা সার্ভিস** ১২২
৮.৮ **আইনগত বিষয়াবলী** ১২২
৮.৮.১ বেটারমেন্ট ফি আদায়ের জন্য বিধি জারি ১২২
৮.৮.২ রিয়েল এস্টেট কোম্পানির জন্য পরিকল্পনা বিধি জারি ১২৪
৮.৮.৩ রাস্তার জন্য ন্যূনতম প্রশস্ততা ১২৪
৮.৯ **উন্নয়নের জন্য সম্পদ সমাবেশ** ১২৪
৮.৯.১ রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ১২৪
৮.১০ **উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন** ১২৫
৮.১১ **ভূমি অধিগ্রহণ** ১২৬
৮.১২ **পরিকল্পনা পরবর্তী কার্যক্রম** ১২৭
৮.১২.১ পরিকল্পনা প্রচার ১২৭
৮.১২.২ উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক এ্যাকশান প্ল্যান প্রণয়ন ১২৭
৮.১২.৩ সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ শহর এলাকাকে সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত করা ১২৭
৮.১২.৪ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় ১২৭
৮.১২.৫ পরিকল্পনা সংরক্ষণের জন্য আইন প্রয়োগ ১২৮
৮.১২.৬ পরিকল্পনা পরিপন্থী উন্নয়নের জন্য শাস্তি ১২৮

সারণির তালিকা

সারণি-১.১ সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং প্রস্তাবিত স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার আয়তন ২
সারণি-২.১ প্রকল্প এলাকার বর্তমান ভূমি ব্যবহার ৮
সারণি-২.২ অগ্রাধিকার প্রকল্পের তালিকা ১৪
সারণি-২.৩ পরিকল্পনা এলাকায় অবস্থিত বিসিক শিল্প নগরী ১৫
সারণি-৪.১ ১৯০১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার জনসংখ্যা ও তার প্রবৃদ্ধি ৩৩
সারণি-৪.২ পরিকল্পনা এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব ৩৪
সারণি-৪.৩ সিলেট শহরে কর্মসংস্থানের চিত্র (হিসাবকৃত) ৩৫
সারণি-৪.৪ সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত অবকাঠামো ৩৭
সারণি-৪.৫ সিলেট শহরে ডেসিমেল প্রতি জমির মূল্য ৩৮
সারণি-৪.৬ ছয়টি বিভাগীয় শহরে ভূমির তুলনামূলক জমির মূল্য ৩৯
সারণি-৪.৭ বাড়ীর বসবাস সত্ত্ব ৩৯
সারণি-৪.৮ শিক্ষার হার (৭ বছরের উপরে), ২০০১ .... ৪১
সারণি-৪.৯ শহরের মৌলিক সুযোগসুবিধার প্রাপ্যতা ৪৪
সারণি-৪.১০ সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুযোগ সুবিধা ৪৪
সারণি-৪.১১ সিলেট শহর এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ৪৫
সারণি-৪.১২ সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত বিদ্যুৎ অবকাঠামো ৪৫
সারণি-৪.১৩ বাংলাদেশ টেলিকমুনিকেশন কোম্পানী লিঃ (BTCL) এর অবকাঠামো ও সুবিধাদী ৪৭
সারণি-৪.১৪ সিলেট শহরে দায়ের করা অপরাধ বিষয়ক মামলাসমূহ (২০০৬) ৪৭
সারণি-৪.১৫ প্রবাসী সিলেটবাসীর অর্থায়নে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫১

পৃষ্ঠা

সারণি-৫.১ স্ট্রাকচার প্ল্যানের সীমানা ৫৩
সারণি-৫.২ স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ ৫৬
সারণি-৫.৩ জনসংখ্যা ঘনত্বের হিসাব ৫৬
সারণি-৫.৪ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনসমূহ (SPZ) ৫৭
সারণি-৬.১ আরবান এরিয়া প্ল্যানের পরিধি ৭৫
সারণি-৬.২ আরবান এরিয়া প্ল্যানের আওতাধীন SPZ সমূহ ৭৫
সারণি-৬.৩ আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার অভিক্ষেপকৃত জনসংখ্যা ও জনসংখ্যা ঘনত্ব ৭৮
সারণি-৬.৪ সামাজিক সুবিধাসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত ভূমি এবং পরিকল্পনা মানদণ্ড ৯০
সারণি-৬.৫ আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ৯৫
সারণি-৬.৬ রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা ৯৯
সারণি-৬.৭ আরবান এরিয়া প্ল্যানের ড্রেনেজ প্রকল্প ১০০
সারণি-৬.৮ আরবান এরিয়া প্ল্যানের বিনোদনমূলক প্রকল্প ১০০
সারণি-৮.১ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব এবং সম্পদের উৎস ১২৬

ম্যাপের তালিকা

ম্যাপ-১.১ সিলেট বিভাগীয় শহরের অবস্থান ৩
ম্যাপ-১.২ স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার সীমানা ৪
ম্যাপ-২.১ সিলেট শহর ও তার আশেপাশের ফল্ট লাইনসমূহ ৭
ম্যাপ-২.২ পরিকল্পনা এলাকার বর্তমান ভূমি ব্যবহার ১০
ম্যাপ-২.৩ সিলেট শহরের সম্প্রসারণ ধারা ১৩
ম্যাপ-৪.১ সিলেট শহরের পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ৪৩
ম্যাপ-৪.২ স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার গ্যাস সরবরাহ নেটওয়ার্ক ৪৫
ম্যাপ-৪.৩ প্রকল্পভূক্ত এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ নেটওয়ার্ক ৪৯
ম্যাপ-৫.১ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনসহ স্ট্রাকচার প্ল্যানের সীমানা ৫৫
ম্যাপ-৬.১ আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার সীমানা ৭৫
ম্যাপ-৬.২ পরিকল্পনা এলাকার নগর প্রবৃদ্ধির ধারা ৭৯
ম্যাপ-৬.৩ পরিকল্পনা এলাকার ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক ৮৩
ম্যাপ-৬.৪ রাস্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রস্তাবনা ৮৫
ম্যাপ-৬.৫ পরিকল্পনা এলাকার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সড়ক যোগাযোগ ৮৬
ম্যাপ-৬.৬ সামাজিক সেবাসমূহের অবস্থান ৯১
ম্যাপ-৬.৭ আরবান প্ল্যান এলাকার প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার জোনিং ৯৩
ম্যাপ-৬.৮ প্রস্তাবিত নগর আবাসন, বাণিজ্যিক, শিল্পকারখানা ও মিশ্র ভূমি ব্যবহার জোনসমূহ........ ৯৫

চিত্রের তালিকা

চিত্র-৪.১ ১৯৯১, ২০০১ ও ২০০৬ সালে স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকায় জনসংখ্যা ঘনত্ব পরিবর্তন ৩৫
চিত্র-৮.১ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের উচ্চতা বিধিনিষেধ এলাকা ১২৮

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১.১ খসড়া পরিকল্পনা পর্যায়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভার সুপারিশমালা... ১
পরিশিষ্ট-১.২ খসড়া মাস্টার প্ল্যানের উপর সিলেট শহরে অনুষ্ঠিত গণ শুনানীতে প্রাপ্ত সর্বসাধারণের মতামত ও পরামর্শের সারসংক্ষেপ ৪

		পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট-৬.১	সমগ্র পরিকল্পনা এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ	৬
পরিশিষ্ট-৬.২	প্রস্তাবিত সড়ক নির্মাণ মানদণ্ড	৭
পরিশিষ্ট-৬.৩	আরবান এরিয়া প্ল্যানের ভূমি ব্যবস্থাপনা কৌশল	৮
পরিশিষ্ট-৬.৪	বিভিন্ন ধরনের অনুমোদন যোগ্য, শর্তাধীন অনুমোদনযোগ্য ও নিষিদ্ধ ভূমি ব্যবহার	৯
পরিশিষ্ট-৮.১	বেটারমেন্ট ফি (Betterment Fee) আদায় সংক্রান্ত বিধি	৩৫
পরিশিষ্ট-৮.২	বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা-২০০৪	৩৬
পরিশিষ্ট-৮.৩	সিলেট শহরে অবস্থিত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা	৩৭

দ্বিতীয় খন্ড: ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান

প্রথম অধ্যায়: স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোন ও ডিটেইল্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান

		পৃষ্ঠা
১.১	ভূমিকা	১
১.২	ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানের লক্ষ্য	১
১.৩	স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোন (এসপিজেড)	১
১.৪	স্ট্রাকচার প্ল্যানের আওতাধীন স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনসমূহ	২
১.৫	স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনসমূহের জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনা	৪
১.৫.১	এসপিজেড-০১: কুমার গাঁও (অংশ) এবং কসবা আখালিয়া	৪
১.৫.২	এসপিজেড-০২: সকল চা বাগান এলাকা	১৩
১.৫.৩	এসপিজেড-০৩: বারসালা	১৯
১.৫.৪	এসপিজেড-০৪: সাদিপুর (১ম অংশ) এবং দেবপুর (আংশিক)	২৫
১.৫.৫	এসপিজেড-০৫: মৌজা সুলতানপুর চক, খিদিরপুর, বহর, পেশ নওয়াজ এবং হাজিরাই	৩২
১.৫.৬	এসপিজেড-০৬: কুচাই, পালপুর পূর্ব, পশ্চিম ভাগ	৪০
১.৫.৭	এসপিজেড-০৭: ওয়ার্ড নং ২৫, ২৬ ও ২৭	৪৬
১.৫.৮	এসপিজেড-০৮: ওয়ার্ড নং ৮, ৯ ও ১০	৫৪
১.৫.৯	এসপিজেড-০৯: ওয়ার্ড নং ০২, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬	৬১
১.৫.১০	এসপিজেড-১০: ওয়ার্ড নং ৫, ১৭, ১৮, ১৯, এবং ২০	৬৯
১.৫.১১	এসপিজেড-১১: ওয়ার্ড নং ২১, ২২ ও ২৩ এবং ২৪	৭৬
১.৫.১২	এসপিজেড-১২: ওয়ার্ড নং ১, ৪, ৬ এবং ৭	৮৪

দ্বিতীয় অধ্যায়: উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা

২.১	অবতরণিকা	৯১
২.২	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বর্ণনা ও বাস্তবায়ন কর্মসূচী	৯১
	ক. টিলাগড়-সিলেট বাইপাস রোড (৮০ ফুট প্রশস্ত)	৯১
	খ. শাহী ঈদগাহ-চৌকিদেখি রাস্তা (৬০ ফুট প্রশস্ত)	৯১
	গ. কেন্দ্রীয় কারাগারের খালি জায়গায় বিনোদন পার্ক নির্মাণ	৯২
	ঘ. জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ের পিছনে পানি নির্ভর বিনোদন কেন্দ্র	৯৪
	ঙ. সুরমা নদী তীর উন্নয়ন প্রকল্প	৯৫
	চ. সুরমা আবাসিক এলাকার পাশে লেক উন্নয়ন প্রকল্প	৯৭
	ছ. সিভিক সেন্টার নির্মাণ (আংশিক)	৯৮

তৃতীয় অধ্যায়: উপসংহার

৩.১	উপসংহার	১০১

সারণির তালিকা

		পৃষ্ঠা
সারণি-১.১	স্ট্রাকচার প্ল্যানের আওতাধীন স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনসমূহ (এসপিজেড)	২
সারণি-১.২	এসপিজেড-০১ এর মৌলিক পরিসংখ্যান	৪
সারণি-১.৩	এসপিজেড-০১ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	৫
সারণি-১.৪	এসপিজেড-০১ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৬
সারণি-১.৫	এসপিজেড-০১ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৭
সারণি-১.৬	এসপিজেড-০১ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৮
সারণি-১.৭	এসপিজেড-০১ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৮
সারণি-১.৮	এসপিজেড-০২ এর মৌলিক পরিসংখ্যান	১৩
সারণি-১.৯	এসপিজেড-০২ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	১৩
সারণি-১.১০	এসপিজেড-০২ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	১৪
সারণি-১.১১	এসপিজেড-০২ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	১৬
সারণি-১.১২	এসপিজেড-০২ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	১৬
সারণি-১.১৩	এসপিজেড-০২ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	১৭
সারণি-১.১৪	এসপিজেড-০৩ এর মৌলিক পরিসংখ্যান	১৯
সারণি-১.১৫	এসপিজেড-০৩ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	১৯
সারণি-১.১৬	এসপিজেড-০৩ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	২০
সারণি-১.১৭	এসপিজেড-০৩ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	২১
সারণি-১.১৮	এসপিজেড-০৩ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	২২
সারণি-১.১৯	এসপিজেড-০৩ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	২২
সারণি-১.২০	এসপিজেড-০৪ এর মৌলিক তথ্যাবলী	২৫
সারণি-১.২১	এসপিজেড-০৪ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	২৫
সারণি-১.২২	এসপিজেড-০৪ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	২৬
সারণি-১.২৩	এসপিজেড-০৪ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	২৮
সারণি-১.২৪	এসপিজেড-০৪ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	২৯
সারণি-১.২৫	এস পি জেড-০৪ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	২৯
সারণি-১.২৬	এসপিজেড-০৫ এর মৌলিক তথ্যাবলী	৩২
সারণি-১.২৭	এসপিজেড-০৫ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	৩৩
সারণি-১.২৮	এসপিজেড-০৫ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৩৫
সারণি-১.২৯	এসপিজেড-০৫ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৩৬
সারণি-১.৩০	এসপিজেড-০৫ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৩৭
সারণি-১.৩১	এস পি জেড-০৫ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৩৮
সারণি-১.৩২	এসপিজেড-০৬ এর মৌলিক তথ্যাবলী	৪০
সারণি-১.৩৩	এসপিজেড-০৬ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	৪০
সারণি-১.৩৪	এসপিজেড-০৬ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৪১
সারণি-১.৩৫	এসপিজেড-০৬ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৪২
সারণি-১.৩৬	এসপিজেড-০৬ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৪৩
সারণি-১.৩৭	এস পি জেড ০৬ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৪৩
সারণি-১.৩৮	এসপিজেড-০৭ এর মৌলিক তথ্যাবলী	৪৬
সারণি-১.৩৯	এসপিজেড-০৭ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা:	৪৭
সারণি-১.৪০	এসপিজেড-০৭ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৪৮
সারণি-১.৪১	এসপিজেড-০৭ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৪৯
সারণি-১.৪২	এসপিজেড-০৭ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৫০

		পৃষ্ঠা
সারণি-১.৪৩	এস পি জেড-০৭ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৫১
সারণি-১.৪৪	এসপিজেড-০৮ এর মৌলিক তথ্যাবলী	৫৪
সারণি-১.৪৫	এসপিজেড-০৮ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	৫৪
সারণি-১.৪৬	এসপিজেড-০৮ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৫৫
সারণি-১.৪৭	এসপিজেড-০৮ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৫৬
সারণি-১.৪৮	এসপিজেড-০৮ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৫৭
সারণি-১.৪৯	এস পি জেড-০৮ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৫৮
সারণি-১.৫০	এসপিজেড-০৯ এর মৌলিক পরিসংখ্যান	৬১
সারণি-১.৫১	এসপিজেড-০৯ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	৬২
সারণি-১.৫২	এসপিজেড-০৯ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৬৩
সারণি-১.৫৩	এসপিজেড-০৯ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৬৪
সারণি-১.৫৪	এসপিজেড-০৯ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৬৫
সারণি-১.৫৫	এস পি জেড-০৯ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৬৫
সারণি-১.৫৬	এসপিজেড-১০ এর মৌলিক তথ্যাবলী	৬৯
সারণি-১.৫৭	এসপিজেড-১০ এর বিদ্যমান সড়ক	৬৯
সারণি-১.৫৮	এসপিজেড-১০ এর বর্তমান ভূমি ব্যবহারের বিস্তারিত	৭০
সারণি-১.৫৯	এসপিজেড-১০ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৭২
সারণি-১.৬০	এসপিজেড-১০ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৭২
সারণি-১.৬১	এস পি জেড-১০ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৭৩
সারণি-১.৬২	এসপিজেড-১১ এর মৌলিক তথ্যাবলী	৭৬
সারণি-১.৬৩	এসপিজেড-১১ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	৭৭
সারণি-১.৬৪	এসপিজেড-১১ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহারের বিস্তারিত তথ্য	৭৮
সারণি-১.৬৫	এসপিজেড-১১ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৭৯
সারণি-১.৬৬	এসপিজেড-১১ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৮০
সারণি-১.৬৭	এস পি জেড-১১এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৮১
সারণি-১.৬৮	এসপিজেড-১২ এর মৌলিক তথ্যাবলী	৮৪
সারণি-১.৬৯	এসপিজেড-১২ এর বিদ্যমান সড়ক ব্যবস্থা	৮৪
সারণি-১.৭০	এসপিজেড-১২ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহারের বিস্তারিত তথ্য	৮৫
সারণি-১.৭১	এসপিজেড-১২ এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	৮৭
সারণি-১.৭২	এসপিজেড-১২ এর জন্য প্রস্তাবিত রাস্তা	৮৮
সারণি-১.৭৩	এস পি জেড ১২ এর জন্য বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সামাজিক সুযোগ সুবিধা	৮৮

ম্যাপের তালিকা

ম্যাপ-১.১	স্ট্রাকচার প্ল্যানের আওতাভুক্ত স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোন (SPZ)	৩
ম্যাপ-১.২ এ	এসপিজেড-০১ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	১১
ম্যাপ-১.২ বি	এসপিজেড-০১ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা	১২
ম্যাপ-১.৩ এ	এসপিজেড-০২ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	১৫
ম্যাপ-১.৩ বি	এসপিজেড-০২ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা	১৮
ম্যাপ-১.৪ এ	এসপিজেড-০৩ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	২৩
ম্যাপ-১.৪ বি	এসপিজেড-০৩ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা	২৪
ম্যাপ-১.৫ এ	এসপিজেড-০৪ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	৩০
ম্যাপ-১.৫ বি	এসপিজেড-০৪ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা	৩১
ম্যাপ-১.৬ এ	এসপিজেড-০৫ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	৩৪

		পৃষ্ঠা
ম্যাপ-১.৬ বি	এসপিজেড-০৫ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা	৩৯
ম্যাপ-১.৭ এ	এসপিজেড-০৬ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	৪৪
ম্যাপ-১.৭ বি	এসপিজেড-০৬ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা	৪৫
ম্যাপ-১.৮ এ	এসপিজেড-০৭ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	৫২
ম্যাপ-১.৮ বি	এসপিজেড-০৭ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা	৫৩
ম্যাপ-১.৯ এ	এসপিজেড-০৮ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	৫৯
ম্যাপ-১.৯ বি	এসপিজেড-০৮ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা	৬০
ম্যাপ-১.১০ এ	এসপিজেড-০৯ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	৬৭
ম্যাপ-১.১০ বি	এসপিজেড-০৯ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা	৬৮
ম্যাপ-১.১১ এ	এসপিজেড-১০ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	৭৪
ম্যাপ-১.১১ বি	এসপিজেড-১০ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা	৭৫
ম্যাপ-১.১২ এ	এসপিজেড-১১ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	৮২
ম্যাপ-১.১২ বি	এসপিজেড-১১ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা	৮৩
ম্যাপ-১.১৩ এ	এসপিজেড-১২ এর বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	৮৯
ম্যাপ-১.১৩ বি	এসপিজেড-১২ এর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা	৯০

চিত্রের তালিকা

চিত্র-১.১	প্রস্তাবিত পূর্নর্বাসন জোনের লে-আউট প্ল্যান	১০
চিত্র-২.১	কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় বিনোদন পার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	৯৩
চিত্র-২.২	পানি নির্ভর বিনোদন পার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	৯৬
চিত্র-২.৩	সুরমা নদীর পারে বিনোদন এলাকা উন্নয়ন	৯৯
চিত্র-২.৪	সুরমা আবাসিক এলাকার সন্নিকটে লেক উন্নয়ন প্রকল্প	১০০

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট -১.১	পরিকল্পনা এলাকায় অবস্থিত জলাধার ও টিলা সংরক্ষণ	১
পরিশিষ্ট-১.২	প্রস্তাবিত পূর্নবাসন এলাকার মৌজা ভিত্তিক অবস্থান	৭
পরিশিষ্ট-১.৩	প্রধান প্রধান সড়ক সংযোগস্থলের নমুনা ডিজাইন	৮
পরিশিষ্ট-১.৪	পরিকল্পনা এলাকায় সরকারী খাতে চলমান ও ভবিষ্যত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	১১
পরিশিষ্ট-২.১	প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর এস মৌজা ভিত্তিক অবস্থান	১৪
পরিশিষ্ট-২.২	কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় প্রস্তাবিত বিনোদন পার্ক নির্মাণ প্রকল্পের সংশোধনী প্রতিবেদন	১৫

সংযোজণী

সংযোজণী-১	প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ষ্টিয়ারিং কমিটি ও কারিগরী ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা	১৬
সংযোজণী-২	পরিকল্পনা প্রণয়নে নিয়োজিত পরামর্শকগণ ও সহযোগী ব্যক্তিবর্গ	১৮

মুখবন্ধ

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে শহর এবং নগরের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এই প্রভাব কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নতুন ধ্যান ধারণার বিকাশ ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিস্তৃত রয়েছে। তবে, শহর বা নগরকে যথাযথভাবে পরিচালনা না করা গেলে এই অর্জন সম্ভব হবে না। টেকসই নগর বা গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন যথাযথ দিক নির্দেশনা এবং আইনগত ব্যবস্থা এবং তা কার্যকর করার জন্য যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা।

গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের দায়িত্ব হচ্ছে আঞ্চলিক পরিকল্পনা, বিদ্যমান এবং নতুন শহরের জন্য নগর পরিকল্পনা এবং সাইট প্ল্যান তৈরী করা এবং তা সমন্বয় করা। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিকল্পিত ও উন্নত বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরী করে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং ভৌগলিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ নগরায়ন অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর "Preparation of Structure Plan, Urban Plan and Detailed Area Plan for Sylhet and Barisal Divisional Town" শীর্ষক প্রকল্পটি হাতে নেয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উল্লেখ্য প্রকল্পের অর্থ যোগানদাতা। শেলটেক (প্রাঃ) লিঃ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড প্ল্যানিং কনসালট্যান্টস লিঃ যৌথভাবে পরার্শক হিসাবে সিলেট বিভাগীয় শহরের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রনয়ণ করে। প্রকল্পটি জুলাই ২০০৬ সালে শুরু হয় এবং সমাপ্ত হয় জুন ২০১০ সালে। একটি টেকনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (TMC) প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এর প্রধান ছিলেন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক। গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিবের নেতৃত্বে একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি প্রকল্পটিকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদাণ করে।

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল মৌজা ম্যাপ জিও-রেফারেন্স করা, বিভিন্ন ধরনের জরিপ সম্পাদন করা, ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে মত বিনিময় করা, ড্রাফ্ট প্ল্যান তৈরী করা এবং এর উপর মতামত গ্রহণ এবং তার ভিত্তিতে চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরী করা। ২০০৬-২০০৭ সালে আর্থ-সামাজিক, ভৌত অবকাঠামো এবং টপোগ্রাফিক জরিপ সম্পন্ন করা হয়। প্রথমেই সমগ্র পরিকল্পনা এলাকার জন্য জি আই এস ডাটাবেজ তৈরী করা হয়। প্রণীত পরিকল্পনার উপর বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থা এবং ব্যক্তির সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ছিল, বিভিন্ন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড কাউন্সিলার, ইউনিয়ন পরিষদ), সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সংস্থা (সড়ক ও জনপথ, এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পরিবেশ অধিদপ্তর), সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সচেতন ব্যক্তিবর্গ। এ ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত অর্থ মন্ত্রীর সাথেও এই পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য মাস্টার প্ল্যান তিনটি অংশে বিভক্ত- স্ট্রাকচার প্ল্যান যা বিশ বৎসর মেয়াদী, আরবান এরিয়া প্ল্যান, এর মেয়াদ দশ বৎসর এবং ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান, এর মেয়াদ প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত।

<u>স্ট্রাকচার প্ল্যান (২০১০-২০৩০)</u>

স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার আয়তন ৮৫.১৮ বর্গ কিলোমিটার এবং এর মেয়াদ বিশ বৎসর। এটি একটি নির্দেশনামূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা। এতে আছে খাতওয়ারী উন্নয়ন কৌশল যেমন, অর্থনীতি, ভৌত উন্নয়ন, গৃহায়ন এবং বস্তি, যানবাহন, নগর ভূমি উন্নয়ন, পরিবেশ এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন বিষয় ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়েও এতে আলোচনা করা হয়েছে।

<u>আরবান এরিয়া প্ল্যান (২০১০-২০২০)</u>

এটি একটি মধ্যম পর্যায়ের পরিকল্পনা যার মেয়াদ দশ বৎসর। আরবান এরিয়া প্ল্যানে ৪০.৯৬ বর্গ কিলোমিটার নগর এবং সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহ নির্দেশ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় ভূমি ব্যবহার জোনিংসহ মধ্যম পর্যায়ের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রস্তাব বর্ণনা করা হয়েছে।

<u>ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান</u>

স্ট্রাকচার প্ল্যান এর ঐ সমস্ত এলাকা নিয়ে ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে যেগুলো দ্রুত নগরায়িত হচ্ছে এবং যেগুলোতে অবিলম্বে অবকাঠামো উন্নয়ন করা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা অত্যন্ত বিস্তারিত যা স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতিমালার আলোকে তৈরী করা

হয়েছে। সমগ্র স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকাকে ১২ টি এসপিজেড (Strategic Planning Zone) এ ভাগ করা হয় এবং পরবর্তীতে প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান তৈরী করা হয়।

আলোচ্য পরিকল্পনা প্যাকেজটি শহরের ভবিষ্যৎ অবকাঠামো উন্নয়নে নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে এবং কার্যকরভাবে শহরের ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করবে। এ ছাড়া এর মাধ্যমে অন্যান্য নাগরিক সুবিধাদি প্রদান করাও সহজতর হবে। এটি ভবিষ্যৎ শহরের অর্থনৈতিক ও ভৌত উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখবে।

প্রণীত পরিকল্পনাটি টেকনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং ষ্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দাখিল করা হয়। গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পরিকল্পনাটি আইনগত সম্মতির জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে এবং অতঃপর তা মন্ত্রীসভার অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের পর পরিকল্পনাটি ১৭ নভেম্বর ২০১১ ইং তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

(এ. জেড. এম. তাজুল ইসলাম)
পরিচালক
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সারসংক্ষেপ

সিলেট শহর ও তার চতুর্পাশের ৮৫.১৮ ব: কি: মি: (২১০৩৯ একর) এলাকা নিয়ে সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে ২৬.৫ ব: কি: মি: সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এবং অবশিষ্ট ৫৮.৬৮ ব: কি: মি: এলাকা সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত।

সমগ্র পরিকল্পনা এলাকার ভূমির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫.০০ মি: - +৬৮.১২৫ মি:। অধিকাংশ এলাকা সুরমা নদীর সম্ভাব্য বিপদসীমার চেয়ে উঁচু। সিলেট বর্তমানে বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধমানশীল একটি শহর যার জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ৮.৫% (১৯৯১-২০০১)। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এক দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭২%। এক লক্ষ জনসংখ্যা আছে এমন পৌরসভার মধ্যে সিলেটের প্রবৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ। উচ্চ হারে রেমিটেন্স প্রাপ্তি এর সম্ভাব্য একটি কারণ।

সমগ্র দেশের সঙ্গে সিলেটের সড়ক, রেল ও বিমান পথে চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। সিলেট শুধু একটি ঐতিহাসিক শহরই নয়, এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাংলাদেশের মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শিল্পায়নের দিক দিয়ে দেশে সিলেটের স্থান তৃতীয়। প্রকল্প এলাকায় ৬১% মানুষ কর্মক্ষম, এদের মধ্যে ৩৩% অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত, ৩৯% মানুষ নির্ভরশীল অর্থাৎ হয় শিশু অথবা অকর্মক্ষম বৃদ্ধ। শিক্ষার হার ৯১%।

বর্তমান সিলেট শহরে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে যা শহরের ভবিষ্যৎ টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এগুলো হচ্ছে, ড্রেনেজ সমস্যা, সুপেয় পানির সমস্যা, অপরিকল্পিত নির্মাণ সমস্যা এবং সার্বিক পরিবেশগত সমস্যা।

আলোচ্য প্ল্যান প্যাকেজে তিন স্তর বিশিষ্ট পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান। প্রতিটি পরিকল্পনা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। স্ট্রাকচার প্ল্যানের লক্ষ্য হচ্ছে ভবিষ্যত শহরের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল প্রদান। এতে নগরায়নের গতি ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। স্ট্রাকচার প্ল্যানে সেক্টর ভিত্তিক উন্নয়ন নীতিমালা সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে গৃহায়ণ, অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান, মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস, যাতায়াত ও যানবাহন, পর্যটন, চিত্তবিনোদন ও পরিবেশ। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়নের সুবিধার্থে সমগ্র স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকাকে ১২ টি SPZ (Strategic Planning Zone) এ ভাগ করা হয়েছে।

মূল শহর এবং অদূর ভবিষ্যতে নগরায়িত হবে এমন সব এলাকা নিয়ে আরবান এরিয়া প্ল্যান প্রণীত হয়েছে। স্ট্রাকচার প্ল্যানের আওতায় এই প্ল্যান প্রণীত হয়েছে। এই প্ল্যানের আয়তন ৪০.৯৬ ব: কি: মি:। আরবান এরিয়া প্ল্যানের মেয়াদ ১০ বৎসর। এটিতে ৬ টি SPZ এবং নগরায়নের ধারা অনুযায়ী পূর্ব পশ্চিমে কিছু এলাকা অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। আরবান এরিয়া প্ল্যানে অবকাঠামো, শিল্প, গৃহায়ণ, পৌর সার্ভিস, যাতায়াত ও যানবাহন, চিত্তবিনোদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন সুপারিশ রাখা হয়েছে। বিশেষ সুপারিশের মধ্যে রয়েছে বর্তমান কেন্দ্রীয় জেলখানা স্থানান্তর, পাহাড় সংরক্ষণ ও পর্যটন শিল্পের বিকাশ। আরবান এরিয়া প্ল্যান শহর উন্নয়ন ছাড়াও নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ কাজে ব্যবহার করা হবে।

ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান এই প্ল্যান প্যাকেজের বিস্তারিত পরিকল্পনা। ১২টি SPZ এর প্রতিটির জন্য পৃথকভাবে ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে বিস্তারিতভাবে প্রস্তাবিত অবকাঠামোগুলো প্রদর্শন করা হয়েছে। অবকাঠামো ছাড়াও এতে অংশগ্রহণমূলক আবাসিক প্রকল্পসমূহের (ল্যান্ড রি এ্যাডজাস্টমেন্ট, গাইডেড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) এলাকা নির্দেশ করা হয়েছে। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান ৩ থেকে ৫ বৎসরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়নের উদ্দেশ্য তৃণমূল পর্যায়ের সমস্যা উদ্ঘাটন ও তার সম্ভাব্য সমাধান করে শহরে বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করা।

আলোচ্য পরিকল্পনায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রস্তাবনা ছাড়াও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে, আইনগত বিষয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান।

সিলেট বিভাগীয় শহরের মহাপরিকল্পনা

(২০১০-২০৩০)

প্রথম খন্ড
স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আরবান এরিয়া প্ল্যান

জুন ২০১০

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রথম অধ্যায়
পটভূমি

১.১ সূচনা

"সিলেট বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্ল্যান (স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান, ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান) প্রণয়ন" প্রকল্পের টার্মস অফ রেফারেন্স অনুযায়ী ছয়টি প্রতিবেদন (Report) প্রস্তুত করা হয়েছে, তার ষষ্ঠ প্রতিবেদন হল এই "চূড়ান্ত প্রতিবেদন"। এই প্রতিবেদনের পূর্বে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান পাঁচটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। তার প্রথমটি হল "ইনসেপশান রিপোর্ট" (Inception Report) যাতে মূলত কাজটি সম্পাদনের পদ্ধতি এবং প্রকল্প এলাকার বর্তমান অবস্থার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়টি ছিল "স্টাডি এরিয়া রিপোর্ট" (Study Area Report) যাতে প্রকল্প এলাকার প্রয়োজনীয় মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ এবং জিও-রেফারেন্সিং (Georeferencing), প্রকল্পের সীমানা নির্ধারণ, সার্ভে কাজের জন্য প্রকল্প এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চমার্ক (BM) পিলার স্থাপন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় রিপোর্টটি "সার্ভে রিপোর্ট" (Survey Report) যাতে প্রকল্প এলাকায় সম্পাদিত বিভিন্ন জরিপ কাজের ফলাফল এবং "ফিজিক্যাল ফিচার ও টপোগ্রাফিক সার্ভে" থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত বেইজ ম্যাপগুলো উপস্থাপন করা হয়। এতে আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলও উপস্থাপন করা হয়েছে। যাতায়াত ব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থা নির্ণয়ের জন্য ট্রান্সপোর্ট সার্ভে ও করা হয়।এর পরবর্তী রিপোর্ট হল "ইন্টেরিম রিপোর্ট" (Interim Report) যাতে প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান বিভিন্ন সুবিধা এবং সমস্যাগুলো উল্লেখ করা হয়। এতে জরিপকৃত তথ্যের বিশ্লেষণ এবং স্থানীয় লোকজনের মতামতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন সমস্যাবলী আলোচিত হয়। প্রকল্পের পঞ্চম রিপোর্ট "ড্রাফ্‌ট ফাইনাল রিপোর্ট" (Draft Final Report) যাতে মাস্টার প্ল্যান, বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আলোচ্য ষষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন (Final Report)। এই প্রতিবেদনের উপর কারিগরী ব্যবস্থাপনা কমিটির (TMC) সদস্যগণ এবং নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (UDD) কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক যে সমস্ত মতামত পেশ করেছেন তা বিবেচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ড্রাফ্‌ট ফাইনাল রিপোর্টের উপর সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভার সুপারিশমালা (**পরিশিষ্ট-১.১**) ও স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট সর্বসাধারনের জন্য এক মাস ব্যাপী গণশুনানী (Public Hearing) হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন মতামত এবং পরামর্শসমূহ (**পরিশিষ্ট-১.২**) বিবেচনা করে এই রিপোর্টটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের নামকরণ করা হয়েছে "সিলেট বিভাগীয় শহরের স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান এবং ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন" যা থেকে স্পস্টতঃ তিন ধাপের পরিকল্পনা, যথাঃ স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান এবং ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়নের ধারণা পাওয়া যায়। এখানে "মাস্টার প্ল্যান"একটি মধ্যবর্তী ধাপের প্ল্যান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু টার্মস অফ রেফারেন্সের কয়েকটি স্থানে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্যাকেজটিকেও মাস্টার প্ল্যান প্যাকেজ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। তাই এ বিষয়ে দ্বন্দ এড়াবার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এই মধ্যবর্তী ধাপের প্ল্যানটিকে নতুনভাবে "আরবান এরিয়া প্ল্যান" নামকরণ করেছে এবং সম্পূর্ণ প্ল্যান প্যাকেজটিকে "মাস্টার প্ল্যান" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

১.২ প্রকল্প পটভূমি

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (UDD) ১৯৮৭ সালে বৈদেশিক অর্থসহায়তায় সিলেট শহরের জন্য একটি স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রস্তুত করে। সিলেট শহরের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অধিক হারে রেমিট্যান্স আসার ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং সিলেট একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়। এ কারণে ২০০২ সালে শহরটিকে বিভাগীয় শহরের উন্নীত করা হয়। ফলে পূর্বে প্রস্তুতকৃত স্ট্রাকচার প্ল্যানটি তার উপযোগীতা হারায়। এই পরিস্থিতিতে ইউডিডি শহরের ক্রমবর্ধমান অবকাঠামো এবং মৌলিক সেবা চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে উক্ত স্ট্রাকচার প্ল্যান আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রকল্পটির নির্বাহী সংস্থা হল গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা সিলেট সিটি কর্পোরেশন। প্রকল্পটির ব্যবস্থাপনা ও মাঠ পর্যায়ে তদারকি এবং পর্যালোচনার দায়িত্বে রয়েছে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর। প্রকল্পটির কলাকৌশলগত বিভিন্ন বিষয়ে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছে একটি কারিগরি ব্যবস্থাপনা কমিটি (TMC)। একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় স্টীয়ারিং কমিটি প্রকল্পটিকে লক্ষ্যে পৌছাতে সবরকম সহযোগিতা প্রদান করছে। শেলটেক (প্রাঃ) লিমিটেড এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড প্ল্যানিং কনসালট্যান্টস লিঃ এর সমন্বয়ে গঠিত কনসোর্টিয়ামকে এই

প্রকল্পের পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রকল্পটির নির্ধারিত সময়সীমা ছিল জুলাই ২০০৬ থেকে জানুয়ারী ২০০৮ পর্যন্ত। কিন্তু অনিবার্য কারণবশত প্রকল্পের সময়সীমা জুন ২০১০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

১.৩ প্রকল্প এলাকার বিবরণ

১.৩.১ অবস্থান

সিলেট শহর বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে, সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। শহরটির অবস্থান হল ২৪°৪০/ ও ২৫°০৫/ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°০১/ ও ৯২°০১/ পূর্বে দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। শহরটি বিভাগীয় সদরদপ্তর হবার কারণে বিভিন্ন আঞ্চলিক কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শহরটি চা এবং এর প্রভাব বলয়ে অবস্থিত অন্যান্য জেলা শহরের বিভিন্ন পণ্য ও সেবাচাহিদা পূরণ করে থাকে। **ম্যাপ-১.১** এ প্রকল্প এলাকার অবস্থান দেখানো হয়েছে।

১.৩.২ স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার আয়তন

সিলেট শহরটি একটি সিটি কর্পোরেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা ২৭ টি ওয়ার্ড এবং ২৭৮ টি মহল্লায় বিভক্ত। এর আয়তন ২৬.৫ বর্গ কি:মি:। প্রস্তাবিত স্ট্রাকচার প্ল্যানে এই আয়তন হিসাব করা হয়েছে ৮৫.১৮ বর্গ কি:মি: (২১.০৩৯ একর)। এতে সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা ছাড়াও এর আশেপাশের এমন কিছু এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেখানে অদূর ভবিষ্যতে নগরায়নের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

সারণি-১.১: সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং প্রস্তাবিত স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার আয়তন

সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার আয়তন					২০৩০ প্রস্তাবিত স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার আয়তন (বর্গ কি:মি:)
১৯৯১ (বর্গ কি:মি:)	২০০১		২০০৬ (নতুন এলাকা অন্তর্ভুক্ত)		
	বি.বি.এস এলাকা (বর্গ কি:মি:)	জি.আই.এস এলাকা (বর্গ কি:মি:)	বি.বি.এস (বর্গ কি:মি:)	জি.আই.এস (বর্গ কি:মি:)	৮৫.১৮
৮.৮২	২৬.৫	২৭.৩৩	৫৭.১৩	৫৭.৮৫	

সূত্র: বিবিএস ২০০১ এবং পরামর্শকগণ কর্তৃক মূল্যায়িত।

১.৩.৩ আলোচ্য প্ল্যান প্যাকেজ

আলোচ্য প্রকল্পটি তিনটি ধাপের সমন্বয়-স্ট্রাকচার প্ল্যান, আরবান এরিয়া প্ল্যান এবং ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান। স্ট্রাকচার প্ল্যান একটি দীর্ঘ সময় অর্থাৎ আগামী ২০ বছরের (২০৩০ সাল পর্যন্ত) জন্য প্রণীত হয়েছে। এটি সিলেট শহরের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন রূপরেখা প্রদান করবে। এই রূপরেখা সিলেট ও আশেপাশের এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রণয়ন করা হয়েছে যার আয়তন ৮৫.১৮ বর্গ কি: মি:। স্ট্রাকচার প্ল্যান একটি লিখিত রিপোর্ট এবং সুপারিশকৃত নীতিমালা ও প্রয়োজনীয় ম্যাপ সমন্বয়ে গঠিত। স্ট্রাকচার প্ল্যানের প্রশাসনিক সীমানা **ম্যাপ-১.২** এ দেখানো হয়েছে।

আরবান এরিয়া প্ল্যানে সিলেট শহরের জন্য একটি মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে যার সময়সীমা আগামী ১০ বছর (২০২০ সাল পর্যন্ত)। এই পরিকল্পনায় শহরের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এর আশেপাশের কিছু এলাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার মোট আয়তন প্রায় ৪০.৯৬ বর্গ কি: মি:। এই প্ল্যানে মধ্যম পর্যায়ের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ভূমি ব্যবহার জোনিং পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়েছে।

ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানের জন্য সম্পূর্ণ স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকাকে ১২ টি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনে (SPZ) ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি এসপিজেড (SPZ) এর জন্য আলাদাভাবে ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানে প্রতিটি এসপিজেডের জন্য পর্যায়ক্রমে ৫ বছর মেয়াদী সময়সীমায় স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তারিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্র... ন করা হয়েছে। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকে একটি সুষ্ঠ এবং সমন্বিত উন্নয়নকাজ সম্পন্ন করতে সাহায্যে করবে। এই প্রকল্পের আর একটি উদ্দেশ্যে হলো স্থানীয় পর্যায়ে যে সকল সংস্থা এ উন্নয়ন কাজে জড়িত আছে তাদের সুষ্ঠ ও দক্ষভাবে কাজ করার ক্ষমতা বাড়ানো। আলো... রিপোর্টটিতে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসূচক প্রতিবেদন এবং ম্যাপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Map-1.1 Location Map of Sylhet Divisional Town

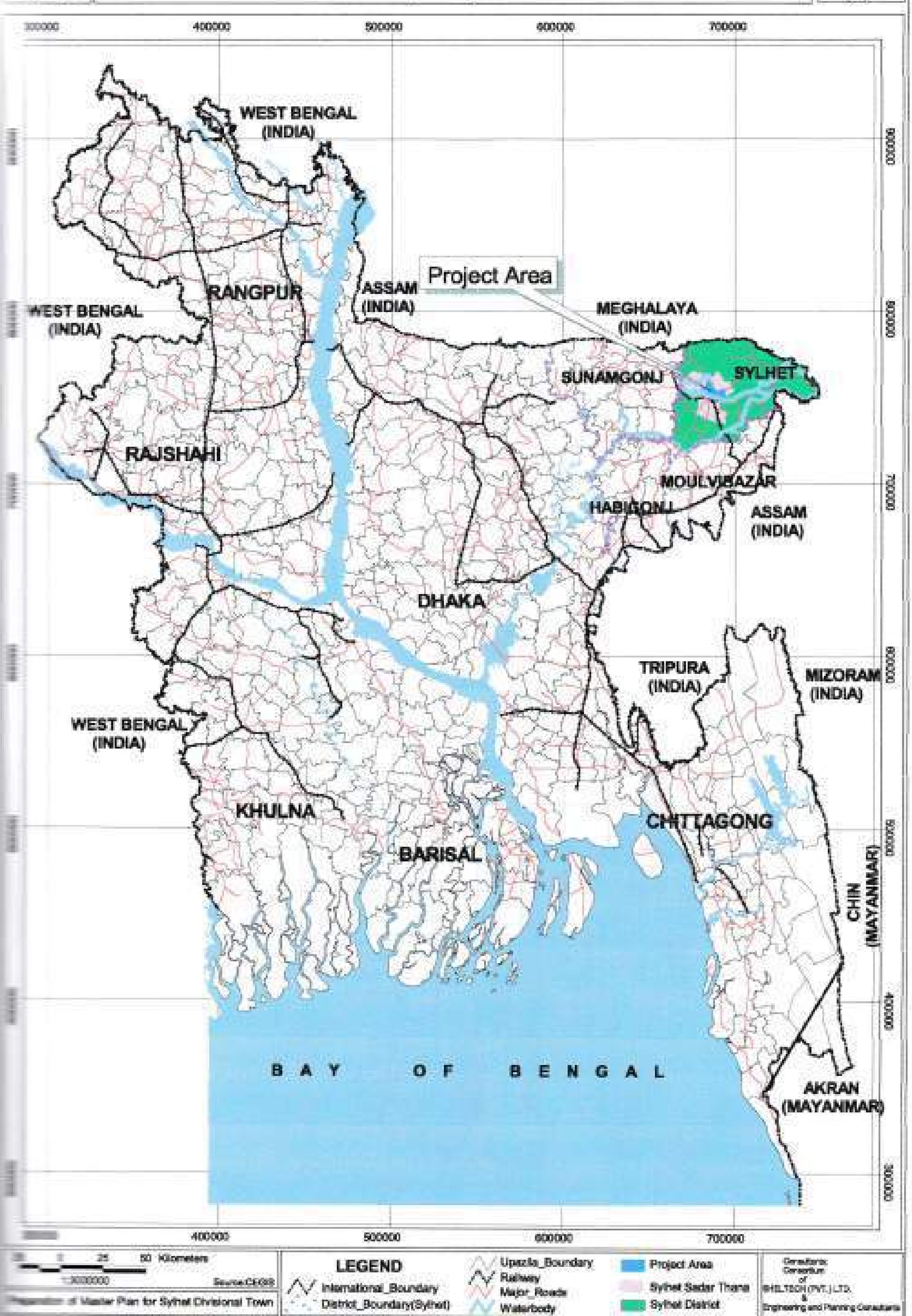

lap - 1.2

Administrative Boundary of the Structure Plan Area

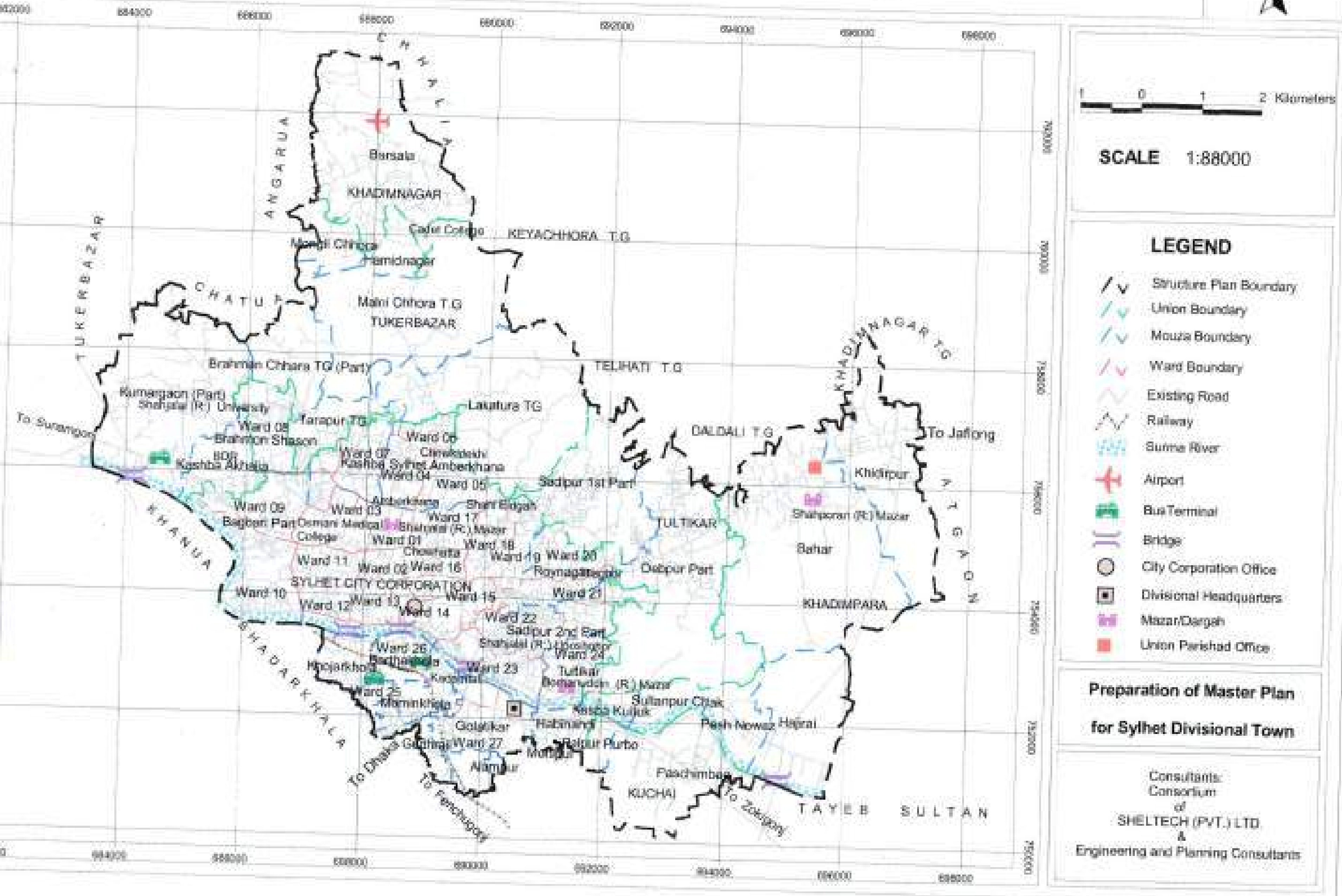

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিলেট শহরের সার্বিক অবস্থা এবং পূর্ববর্তী পরিকল্পনা প্রয়াসসমূহ

দ্বিতীয় অধ্যায়

সিলেট শহরের সার্বিক অবস্থা এবং পূর্ববর্তী পরিকল্পনা প্রয়াসসমূহ

২.১ ঐতিহাসিক পটভূমি

সুদূর অতীতে সিলেট "শ্রীহট্ট" বা "হরিকেল" নামক একটি আলাদা রাজ্য হিসাবে পরিচিত ছিল। এই রাজ্যটি দশম শতাব্দীতে চন্দ্র বংশীয় রাজাদের শাসনামলে একটি প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সামন্ত রাজদের দ্বারা শাসিত ছিল। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত সিলেট শহরটি "লাউর", "গাউর" এবং "জৈন্তা" রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময়েই এলাকাটিতে লোকবসতি ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে। সিলেট মুসলিম সুলতানদের অধীনে আসে ১৩০৩ শতকে, হযরত শাহজালাল (রহঃ) এর সিলেট বিজয়ের মাধ্যমে। ১৬১২ সালে এলাকাটি মুঘল সম্রাজ্যের অধীনে আসে। ১৮৭৪ সালে ভিন্নতর ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে সিলেট অঞ্চলকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে সিলেটের গুরুত্ব বেড়ে গেলেও স্থানীয় লোকজন এর বিরোধিতা করে। ১৯৪৭ সালে জনগণের ভোটের মাধ্যমেই সিলেট আবার পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত হয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে সিলেট ঢাকা বিভাগের অধীনে শাসিত হতো। কিন্তু ১৮৭৪ সালে সিলেট এবং প্রতিবেশী কাছার জেলা নবগঠিত আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ১৮৬৭ সালে সিলেট জেলাকে ৪টি প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত করা হয়। এগুলো হলো- সিলেট সদর, সুনামগঞ্জ, করিমগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ । সিলেট সদর আবার ১৮৮২ সালে উত্তর উপ-বিভাগ এবং দক্ষিণ উপ-বিভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ এবং আসাম নামে যে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়, তাতে সিলেট অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাওয়ায় সিলেট পুনরায় আসামের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে সিলেট শহরটি বৃহত্তর সিলেট জেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অতীতে সিলেট মিউনিসিপ্যালিটির সাথে আসাম, কলকাতা এমনকি পাটনার ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল যা ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৬১ সালের মধ্যে সিলেট আবার নতুন অবস্থানে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়।

১৮৭৬ সালের মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট অনুসারে, ১৮৭৮ সালে সিলেট মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অ্যাক্ট মোতাবেক সিলেট মিউনিসিপ্যালিটির সীমানা নির্ধারণ করা হয় উত্তরে আম্বরখানা রোড, দক্ষিণে সুরমা নদী, পূর্বে গোয়ালীছড়া এবং পশ্চিমে সাগর দীঘির পাড় ও উজানলেন।

১৯৯৬ সালে সিলেট বিভাগীয় সদর দপ্তরে রূপান্তরিত হয় এবং ২০০২ সালে এটিকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয়। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ২৬.৫ বর্গ কিঃ মিঃ এবং জনসংখ্যা ২,৬২,৮৯৯ (বিবিএসঃ ২০০১)। অতি সম্প্রতি সিলেটকে মেট্রোপলিটান এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে যার অধীনে ছয়টি থানা অন্তর্ভুক্ত। থানাগুলো হলো কোতোয়ালী, দক্ষিণ সুরমা, মোগলাবাজার, শাহ পরান, এয়ারপোর্ট এবং জালালাবাদ।

২.২ জনসংখ্যা পরিবর্তন

১৮৭২ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী সিলেট শহরের জনসংখ্যা ছিল ১৬,৮৪৬। ১৯৬১-১৯৮১ সালের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ১৫২%। ১৯৭১ সাল থেকে মিউনিসিপ্যাল এলাকার আসল বিস্তার শুরু হয়। স্বাধীনতার পর মানুষের গ্রাম থেকে শহরে অভিগমনের প্রবণতা বেড়ে যায়, যার কারণে সমগ্র দেশেই শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা তীব্র গতিতে বাড়তে থাকে। ১৯৮৪ সালে সিলেট মিউনিসিপ্যাল এলাকার আয়তন ৫.৮২ বর্গ কিঃ মিঃ থেকে বেড়ে ১০.৪৯ বর্গ কিঃ মিঃ এ দাঁড়ায়।

১৯৯১ সাল হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত সিলেট এলাকায় ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে একটিকে আলাদা বিভাগ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই সময়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ছিল সর্বোচ্চ (১৭২.৮%) যা অন্য ১৭টি পৌরসভার (যাদের জনসংখ্যা ১ লক্ষের বেশি) মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এই অবস্থার আরও একটি কারণ ছিল বিদেশে কর্মরত সিলেটীদের অধিক হারে রেমিট্যান্স প্রেরণ, যা এই এলাকার লোকজনকে শহরে বসবাস করার সামর্থ্য

এনে দেয় এবং গ্রামের সুযোগ সুবিধাহীন জীবন থেকে শহরে চলে আসতে উৎসাহিত করে। ২০০১ সালে সিলেট সদর উপজেলার প্রায় ৭২.৯৫% লোক নগর এলাকায় বাস করত।

২.৩ পরিকল্পনা এলাকার ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ

২.৩.১ পরিকল্পনা এলাকার জিও-ফিজিক্যাল অবস্থা

সিলেট জেলায় বিভিন্ন ধরনের মাটি দেখতে পওয়া যায়। বেশির ভাগ অঞ্চলে মাটি অম্ল প্রকৃতির। কিন্তু দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বন্যার পানিতে প্লাবিত হলে উপরিভাগের মাটি প্রায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকে। বিভিন্ন এলাকায় ধূসর বা গাঢ় ধূসর রঙের, প্রধানতঃ কাদা এবং প্রায় ২ ফুট পুরু স্তর দেখা যায়। উপরিভাগে কিছু কাদা বা বালির স্তর আছে।

ক. জলবায়ু

সিলেট শহরে প্রধানত গ্রীষ্মমন্ডলীয় জলবায়ু বিরাজ করে। তবে এর সাথে ভারী বৃষ্টিপাতও হয়, যা দেশের বাকি অংশের জলবায়ুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। গ্রীষ্মকালে (মার্চ-মে) গড় মাপমাত্রা থাকে ২৬.৬° সে. যা শীতকালে ১৯.৭° সে. এ নেমে আসে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৮৮০ মিঃ মিঃ। সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয় জুন-জুলাই মাসে। যদিও দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় বৃষ্টিপাত অনেক বেশি তবুও বলা যায় সিলেটের জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য দেশের অন্যান্য অংশের মতই।

খ. টপোগ্রাফি, প্রাকৃতিক ড্রেনেজ এবং ভূত্বাত্তিক ত্রুটি

সিলেট শহরের টপোগ্রাফি বেশ উঁচুনিচু। গড় উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে + ১.২৩৩ মিঃ থেকে + ৪.২২১ মিঃ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভূমির গড় উচ্চতা + ১৮.৮৫৬ মিঃ (গড় সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে)। টপোগ্রাফিক সার্ভে থেকে দেখা যায় যে প্রায় ৩৫.৭৬% এলাকার গড় উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে + ১০.০০১ মিঃ এবং +১৫.০০০ মি. এর মাঝে। শহরের উত্তরদিকে কিছু বিচ্ছিন্ন টিলা ছাড়া পুরো শহরটির টপোগ্রাফি মোটামুটি একই ধরনের সমতল। সবচেয়ে নিচু এলাকা পাওয়া যায় টুলটিকর ইউনিয়নে যার গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৫.০০ মিঃ। সর্বোচ্চ হচ্ছে টুকের বাজার ইউনিয়নে। কন্টুর (contour) লেভেলের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, পুরো শহরে কুচাই ইউনিয়নটি তুলনামূলকভাবে নিচু এবং টুকের বাজার ইউনিয়ন তুলনামূলকভাবে উঁচু। স্পট লেভেল (spot level) সার্ভে থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের বিভিন্ন এলাকা যেমন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, খাদিমপাড়া এবং কুচাই ইউনিয়ন ইত্যাদির উচ্চতা তুলনামূলকভাবে কম এবং উত্তর পূর্বদিকের এলাকা যেমন, টুকেরবাজার ইউনিয়নের উচ্চতা সমগ্র প্রকল্প এলাকার গড় উচ্চতা হতে বেশি।

সুরমা-কুশিয়ারা নদী এবং তাদের বিভিন্ন শাখা ও উপনদী সমূহ জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং শহরটির বিস্তার ও সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বর্তমানে শহরের উন্নয়নে নদীগুলোর ভূমিকা কমে গেছে। এর প্রধান কারণ বোরাক এবং সুরমা নদীর মোহোনায় পলির আস্তরণ। শহরের পানির চাহিদা পূরণ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য এই নদীগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুরমা নদীর পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ছড়াগুলো অবৈধ দখলের কারণে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। শহরটিতে অনেকগুলো পুকুর, দীঘি এবং দূষিত ডোবা আছে। এগুলো বর্ষার পানি ধরে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সিলেট শহরের পূর্বাংশেই ডাউকি ফল্ট এর অবস্থান। এছাড়া কাছাকাছি রয়েছে সুগভীর সিলেট ফল্ট। ঝুঁকিপূর্ণ আসাম, জাফলং থ্রাষ্ট, নাগা থ্রাস্ট এবং ডিসাং থ্রাস্টের কারণে সিলেট শহরটি উচ্চ ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। সিলেট বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা-৩ এ অবস্থিত। গত ১৫০ বছরের মধ্যে সিলেটে ৭.৫ মাত্রার বেশি তিনটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ম্যাপ-২.১ এ সিলেট শহর ও তার আশেপাশের ফল্ট লাইনগুলো দেখানো হয়েছে।

Map-2.1 **Location of Seismic Fault Line of Sylhet Region in Context of Bangladesh**

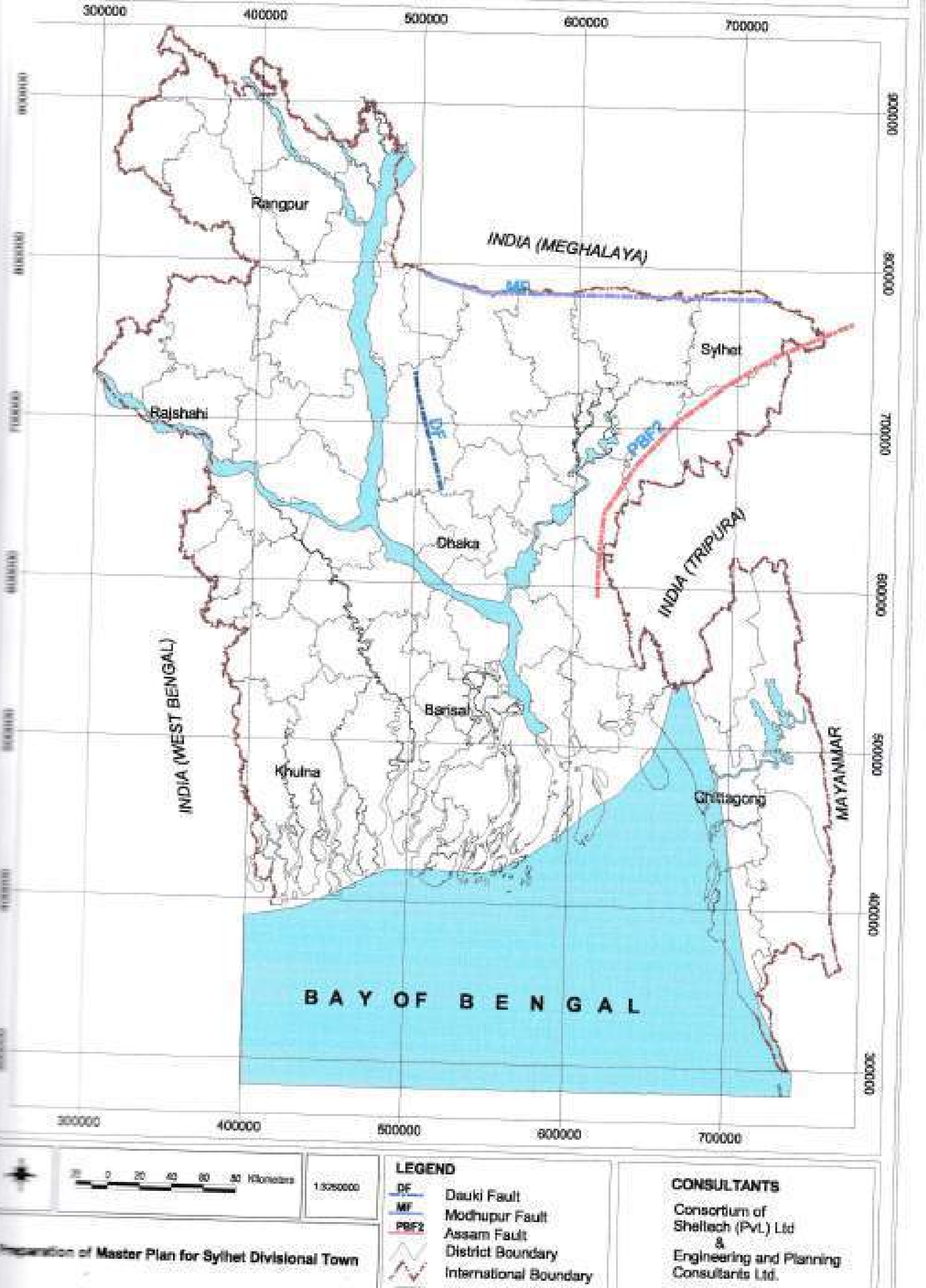

CONSULTANTS

Consortium of Sheltech (Pvt.) Ltd & Engineering and Planning Consultants Ltd.

Preparation of Master Plan for Sylhet Divisional Town

২.৩.২ স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকায় ভূমি ব্যবহার

জমি বা জায়গা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ভূমি ব্যবহার জরিপের মাধ্যমে ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। জরিপকৃত তথ্যাবলী থেকে অবস্থান অনুযায়ী ভূমি ব্যবহারের তালিকা তৈরী করা হয়েছে, যেমন, আবাসিক, শিল্প, বাণিজ্যিক ইত্যাদি। প্রতিটি ভূমির ব্যবহারকে এক একটি আইডি বা কোড দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। তথ্য বিন্যাসের সময় আলাদা স্তরে (layer) ভূমির ব্যবহারের তথ্যাবলী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই তথ্যাবলী থেকে শ্রেণী অনুযায়ী কম্পিউটারের জিআইএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এরপর ইউনিয়ন অনুযায়ী ভূমির ব্যবহার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। টার্মস অব রেফারেন্সের নির্দেশনা অনুযায়ী সমগ্র শহরের ভূমির ব্যবহারকে ২৫টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। **সারণি-২.১** এবং **ম্যাপ-২.২** এ পরিকল্পনা এলাকার বর্তমান ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-২.১: প্রকল্প এলাকার বর্তমান ভূমি ব্যবহার

ভূমি ব্যবহার শ্রেণী	আয়তন (একর)	আয়তন (হেক্টর)	%
আবাসিক	৪৮৩৮.৫৩	১৯৫৬.৪৭	২২.৯৮
কৃষিজমি	৪৫২৩.৫২	১৮৩১.৪২	২১.৫০
চা বাগান	৩৭৩৯.৬০	১৫১৩.৩৭	১৭.৭৭
অব্যবহৃত ভূমি	১৬৪৫.৮৫	৬৬৬.০৬	৭.৮২
গ্রামীণ বসতি	১৪০৮.৬৫	৫৭০.০৬	৬.৭০
জলাধার	১৩৫৬.৩৩	৫৪৮.৮৯	৬.৪৫
পরিবহন ও যোগাযোগ	৭১০.৪৩	২৮৭.৫০	৩.৩৮
টিলা এবং পাহাড়ী এলাকা	৬৪৭.২২	২৬১.৯২	৩.০৮
শিক্ষা ও গবেষণা	৫৪৭.১৫	২২১.৪২	২.৬০
বাস, ট্রাক ও লঞ্চ টার্মিনাল	৩৫৩.২৫	১৪২.৯৬	১.৬৮
বাণিজ্যিক	৩১৪.১৯	১২৭.১৫	১.৪৯
প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা	২৭৩.০১	১১০.৪৮	১.৩০
শিল্প/ প্রস্তুতকারক এবং প্রসেসিং	১৫৭.৪৪	৬৩.৭২	০.৭৫
প্রশাসনিক	১৩১.৯৪	৫৩.৪০	০.৬৩
উন্মুক্ত স্থান	১০২.৬৪	৪১.৫৪	০.৪৯
ধর্মীয় স্থান	৭৪.৮৮	৩০.৩০	০.৩৬
স্বাস্থ্য সুবিধা	৫৬.৫৩	২২.৮৮	০.২৭
কবরস্থান/ শ্মশান	৫৩.৮৫	২১.৭৯	০.২৭
মিশ্র ব্যবহার	৩০.৮২	১২.৪৭	০.১৫
[illegible] ব্যবহার	২৯.৪০	১১.৯০	০.১৪
কমিউনিটি সেন্টার	৯.০৪	৩.৬৬	০.০৪
বস্তি এলাকা	৪.০৬	১.৬৪	০.০২
বিনোদন সুবিধাদি	১.৪৭	০.৫৯	০.০১
গুদাম / স্টোরেজ	১.৪০	০.৫৭	০.০১
অব্যবহৃত স্থান	০.২১	০.০৯	০.০০
ইউটিলিটি/ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস	০.১৩	০.০৫	০.০০
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র/ স্টেশন	০.০৫	০.০২	০.০০
মোট	২১০৩৯.৭৩	৮৫১৫.৩২	১০০.০০

উৎসঃ কনসালট্যান্ট কর্তৃক সম্পাদিত ভূমি ব্যবহার জরিপ, ২০০৭-২০০৮।

উপরোক্ত সারণী হতে এটি স্পষ্ট যে, সবচেয়ে বেশি পরিমান (২২.৯৮%) ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে আবাসিক এলাকা এবং গ্রামীণ বসতি হিসেবে। দ্বিতীয় প্রধান ব্যবহার হল কৃষি, যাতে প্রকল্প এলাকার ২১.৫০% ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে। চা বাগানের আওতায় রয়েছে ১৭.৭৭% ভূমি। ৬.৪৫% জমি জলাধার হিসেবে এবং ৩.৩৮% জমি ব্যবহৃত হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে। প্রকল্প এলাকায় শিক্ষা ও গবেষনা ক্ষেত্রে এবং বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে যথাক্রমে ২.৬০% এবং ১.৪৯% ভূমি।

২.৩.৩ আর্থ-সামাজিক অবস্থা

আর্থ-সামাজিক জরিপের প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় সিলেট অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্য যে কোন শহরের তুলনায় অনেক বেশি সম্ভাবনাময়। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল বিদেশ থেকে প্রাপ্ত রেমিট্যান্স। রেমিট্যান্সের সুবিধা গ্রহণ করে প্রকল্প এলাকায় ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, প্রায় ১২% পরিবার বিদেশ থেকে নিয়মিত রেমিট্যান্স পেয়ে থাকে। প্রকল্প এলাকায় মোট জনসংখ্যার ৮৪% মুসলিম। শহর এলাকায় ছোট পরিবার গঠনের ঝোঁক বেশি দেখা গেলেও পুরো প্রকল্প এলাকায় গড়ে প্রতিটি পরিবারে ৫.৫২ জন সদস্য রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পুরুষ ও মহিলা জনসংখ্যার অনুপাত ১০০:১২০ যা জাতীয় অনুপাত (১০০:১১৭) হতে সামান্য বেশী। এর প্রধান কারণ প্রকল্প এলাকা হতে পুরুষ জনসংখ্যা কাজের উদ্দেশ্যে অন্যত্র চলে যাওয়া। জরিপ থেকে দেখা যায় যে, মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক (৪৩%) বিদেশে বা দেশের অন্যান্য অংশে কর্মরত। শিক্ষিতের হার প্রায় ৯১% যা জাতীয় হার (৪৫%) এর তুলনায় অনেক বেশি।

জরিপকৃত লোকসংখ্যার প্রায় ৬৩% প্রতি মাসে ১০,০০০.০০ টাকা বা তার বেশি পরিমান আয় করে থাকে। অন্যদিকে দারিদ্র-সীমার (মাসিক আয় ৫৫০০ টাকার কম) নিচে বাস করছে মোট জরিপকৃতদের প্রায় ২৫.৬১% যা জাতীয় হার (২৮%) এর তুলনায় কম। জনসংখ্যার প্রায় ৬১% কর্মক্ষম বয়স সীমার অন্তর্ভুক্ত, যদিও মাত্র ৩৩% লোক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। জনসংখ্যার ৪০% নির্ভরশীল বয়স সীমার অন্তর্ভুক্ত।

২.৪ শহর সম্প্রসারণের গতিধারা

শহর সম্প্রসারণে প্রধানতঃ দুটি বিষয় সবচেয়ে বেশি কাজ করে, ভূমির উচ্চতা (বা বন্যা মুক্ত কি না) ও রাস্তার অবকাঠামো। এ ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো, প্রয়োজনীয় স্থাপনা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা, বাজার এবং বন্দর সুবিধা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টার্মিনাল, বিনিয়োগের জন্য সম্পদের প্রবাহ ইত্যাদি। সিলেট শহরের সম্প্রসারণ ও প্রবৃদ্ধিতে উপরোক্ত বিষয়ের অনেকগুলোই অবদান রেখেছে। দেখা গেছে, শহরের সম্প্রসারণ হয়েছে প্রধানত উত্তর-পূর্ব এবং পশ্চিম অংশে। দক্ষিণ দিকে সুরমা নদী প্রবাহিত। সুরমা নদীর উপর নির্মাণকৃত ৪টি সেতু শহরের দক্ষিণ অংশের সম্প্রসারণে সহায়তা করেছে। যদিও এই দিকে বিসিক শিল্প নগরীর মত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা আছে তবুও এই দিকে শহরের সম্প্রসারণ হয়েছে তুলনামূলক কম। এর কারণ প্রধানত দুটি, প্রথমত, বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক নাগরিক সুযোগ সুবিধার অভাব এবং সরকারী স্থাপনাসমূহ সুরমা নদীর অন্য পাড়ে প্রধান শহর এলাকায় অবস্থিত: দ্বিতীয় কারণ হল, দক্ষিণের অংশটি মূল অংশ হতে নিচু এবং এ কারণে বন্যাপ্রবন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। শহরের পূর্বাংশে ভূমি অপেক্ষাকৃত উঁচু (কিছু পকেট এলাকা বাদে)। এ অংশ দিয়ে আন্তঃ জেলা সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। খাদিমপুরে আরও একটি বিসিক শিল্প নগরী অবস্থিত, যা এই এলাকার শিল্পায়নকে উৎসাহিত করছে। উত্তর পূর্বাংশে জমি অপেক্ষাকৃত উঁচু তাই স্বাভাবিকভাবে প্রবৃদ্ধির ধারা এই এলাকাতেই বেশি। উত্তরদিকের টিলা এবং পাহাড়ি এলাকার কারণে শহরের সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। এ এলাকায় চা বাগানগুলো অবস্থিত। তবে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপনের পর এই এলাকার আশে পাশে উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই এলাকায় বেসরকারী উদ্যোগে কিছু গৃহায়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। পশ্চিমাংশে জমি আশেপাশের এলাকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু (সিটি কর্পোরেশন এলাকা বাদে)। এই এলাকায় ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই এলাকায় একটি নতুন বাইপাস সড়ক নির্মিত হয়েছে যা শহরের সুরমা নদীর দক্ষিনের এলাকাকে সুনামগঞ্জ সড়ক ও ঢাকা সিলেট সড়কের সাথে সংযুক্ত করেছে। এ কারণে শহরের সম্প্রসারণ এ অংশে স্বাভাবিকভাবে বেশি হবে। শহরের এই অংশেই শহরের একমাত্র সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান। শহরের অভ্যন্তরে প্রবাসী সিলেটীদের বিনিয়োগে প্রচুর হোটেল, শপিংমল এবং এপার্টমেন্ট নির্মিত হচ্ছে। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে যা মাল্টিপ্লায়ার একেক্ট এর মাধ্যমে শহরের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করবে। **ম্যাপ-২.৩** এ সিলেট শহরের সম্প্রসারণের ধারা দেখানো হয়েছে।

ap - 2.2

Existing Generalized Land Use of the Project Area

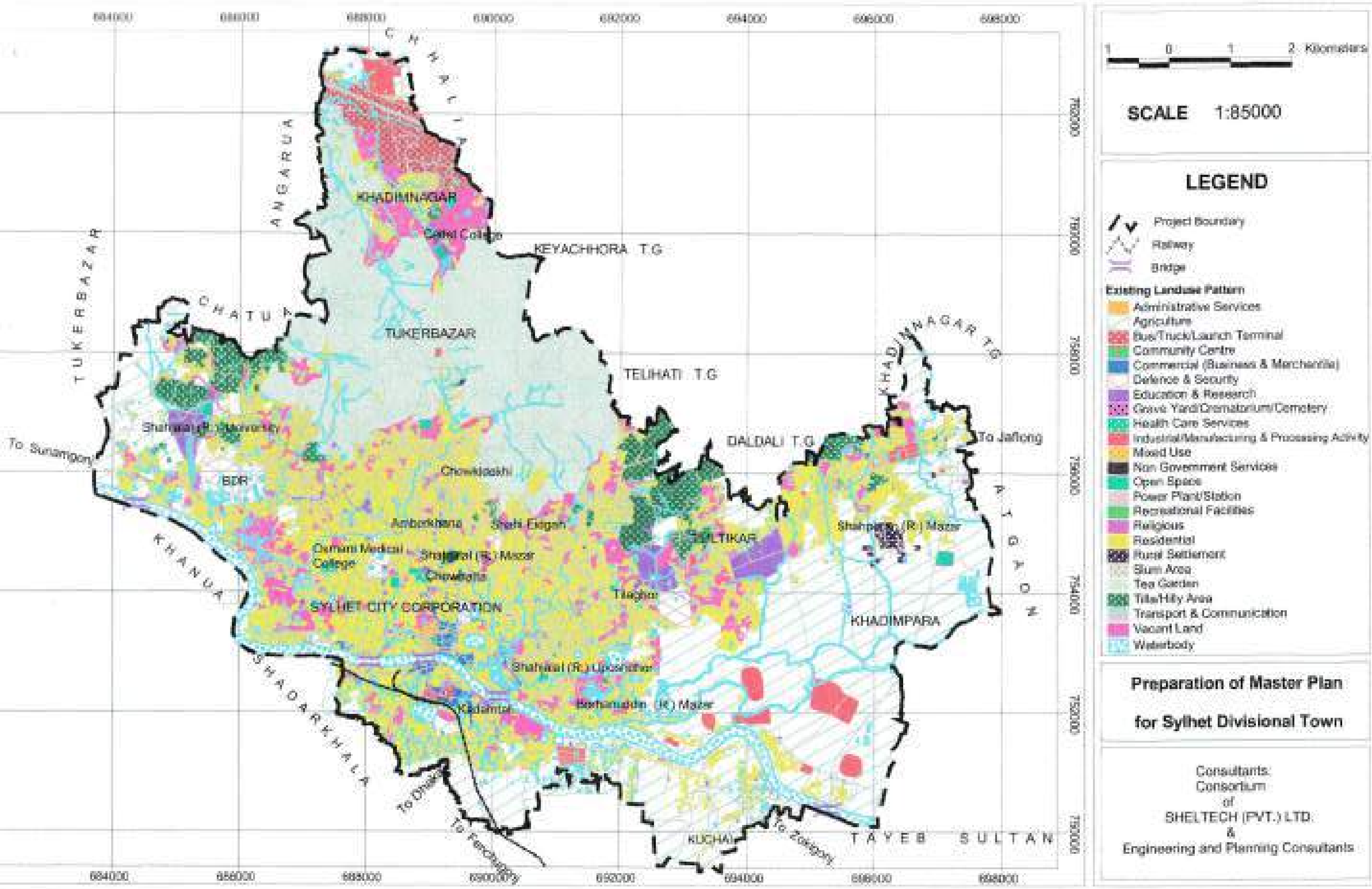

২.৫ পূর্ববর্তী পরিকল্পনা প্রয়াস

২.৫.১ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্ট্রাকচার প্ল্যান এবং এ্যাকশান এরিয়া প্ল্যান

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৯৮৭ সালে সিলেট শহরের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে শহর ও এর আশপাশ এলাকার জন্য প্রথম স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়। ন্যাশনাল ফিজিক্যাল প্ল্যানিং প্রজেক্ট এর অধীনে (বিজিডি/৮১/০০৫) এটি প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পটি UNDP এর আর্থিক সহায়তায় UNCHS কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত ছিল। তৎকালীন সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার সহায়ক হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ে ৬টি জেলা এবং ৫টি উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের যে উদ্যোগ নেয়া হয় তারই একটি অংশ হিসাবে সিলেটের জন্য এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

২.৫.২ স্ট্রাকচার প্ল্যানের পটভূমি

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর সিলেট। আশির দশকের শেষদিকে শহরটি একটি হাইকোর্ট বেঞ্চ, একটি মেডিক্যাল কলেজ, অনেকগুলো মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। সিলেট দেশের চা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। দেশের বিভিন্ন অংশের সাথে সিলেটের ভালো সড়ক, নৌ ও আকাশপথে যোগাযোগ রয়েছে। আশির দশকের শেষ থেকে দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসেবে সিলেট খুব দ্রুত প্রবৃদ্ধি লাভ করছে।

২.৫.৩ স্ট্রাকচার প্ল্যানের উদ্দেশ্য

ক) শহরের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিভিন সমস্যা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা হ্রাস করা।
খ) সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমুহের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা ও একটি সাধারন লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
গ) শহরের উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটি কাঠামো প্রস্তুত করা।

২.৫.৪ প্রকল্প এলাকা

স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রণয়নের সময়ে সিলেট মিউনিসিপ্যাল এলাকার আয়তন ছিল প্রায় ৯.৭ বর্গ কি:মি: (৩.৫ বর্গমাইল)। প্রকল্প শুরুর পূর্বে প্রকল্প এলাকার আয়তন নির্ধারণ করা হয় ১৯ বর্গ কি:মি: যাতে মিউনিসিপ্যাল এলাকা এবং আশেপাশের সম্ভাব্য এলাকাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং ২০০০ সাল পর্যন্ত শহরের বৃদ্ধি ঘটবে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

২.৫.৪.১ উন্নয়নের কৌশলগত নীতিমালা

উন্নয়ন প্রস্তাবনায় কিছু উন্নয়ন কৌশল নির্ধারন করা হয়েছে। এই কৌশলগুলোতে কর্মসংস্থান, অবকাঠামো, পরিবহণ ব্যবস্থা, ড্রেনেজ, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, জ্বালানীশক্তি, শিক্ষা এবং বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

২.৫.৪.২ উন্নয়ন প্রস্তাবনা

স্ট্রাকচার প্ল্যানে বলা হয়েছে, শহরের উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করবে বেসরকারী ভূমি মালিকেরা এবং সরকারী পর্যায়ে প্রধান ভূমিকা থাকবে মিউনিসিপ্যালটির। স্ট্রাকচার প্ল্যানে তিন ধরনের কাজের সুপারিশ করা হয়ঃ

১। সরকারী সংস্থা রাস্তা অথবা কোন পাবলিক ফ্যাসিলিটি তৈরীর মাধ্যমে একটি নতুন এলাকায় উন্নয়ন কাজের সুচনা করবে।
২। বর্তমানে যেসব সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলো উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও নতুন এলাকায় এই সুযোগ সুবিধাগুলোর সম্প্রসারণ।
৩। একটি সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রস্তাবনার জন্য একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ।

এই পরিকল্পনায় ২০ বছর সময়সীমার জন্য একটি উন্নয়ন প্রস্তাবনা সেট তৈরির পরামর্শ দেওয়া হয়। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন তিন পর্যায়ে তিনটি সময়সীমায় বিভক্ত করা হয় যার মধ্যে ১৯৮৭-৯০ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

২.৫.৫ স্ট্রাকচার প্ল্যান বাস্তবায়ন

স্ট্রাকচার প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয় তৎকালীন মিউনিসিপ্যালিটিকে। কিন্তু এ দায়িত্ব সম্পাদনে মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা আছে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া পরিকল্পনা রিপোর্টে শহরের উন্নয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য সরকারী সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও মিউনিসিপ্যালিটিকে প্রদান করার কথা বলা হয়। এতে কোন ধরনের প্রশাসনিক পুর্নগঠনের সুপারিশ প্রদাণ করা হয় নাই। কিন্তু একই সাথে সুপারিশ করা হয় যে, পৌরসভা এলাকার উন্নয়ন কাজের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং সমন্বয়ের প্রশাসনিক ক্ষমতা পৌরসভা কর্তৃপক্ষেরই থাকা উচিৎ।

পরিকল্পনা রিপোর্টে সমালোচনা করা হয় যে বর্তমান উন্নয়ন ধারায় ভূমি উন্নয়ন এবং নির্মাণকাজ নিয়ন্ত্রণ কৌশলের অভাব রয়েছে এবং পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণে পৌরসভার নিষ্ক্রিয়তা কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পৌরসভার দক্ষ জনশক্তির অভাব এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেও তা বাস্তবায়নের জন্য ক্ষমতার অভাব রয়েছে। স্ট্রাকচার প্ল্যানে আশা প্রকাশ করা হয় যে পরিকল্পনার সময়সীমার মধ্যেই উপযুক্ত ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা হবে এবং পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেওয়া হবে। এ ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে অবকাঠামো এবং সার্ভিসের জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্ধারণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২.৫.৬ এ্যাকশান প্ল্যান

সিলেট শহরের পরিকল্পনা প্রণয়নের দ্বিতীয় স্তরটি ছিল এ্যাকশন প্ল্যান। এ্যাকশন প্ল্যানের উদ্দেশ্য ছিল স্ট্রাকচার প্ল্যানে প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ন করে একটি বিস্তারিত অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা এবং প্রকল্পগুলোর বিশদ নক্সা ও ব্যয় নির্ধারণ করা। এই প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন স্ট্রাকচার প্ল্যান সময়সীমার প্রথম তিন বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে ধরা হয়। গভীরভাবে মূল্যায়নের পর স্ট্রাকচার প্ল্যানে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে ১৮ টি এ্যাকশন প্ল্যান প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ১৮টি প্রকল্পের ৮টি জাতীয় সরকারের অর্থায়নে এবং বাকি ১০ টি পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কিছু বিষয় বিবেচনা করেও এই ১০টি প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়:

- প্রকল্পটি মানুষের কতটুকু প্রয়োজন মেটাবে;
- নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেওয়া;
- খরচ মেটাবার জন্য প্রকল্প হতে অর্জিত লভ্যাংশ সংগ্রহ;
- প্রকল্পটি কতটা জরুরী;
- প্রকল্পটি প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার উৎসাহিত করে কিনা ;
- পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পটি কতটা সফল হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে ক্রমায়ণ করে ১০টি প্রকল্পের অগ্রাধিকার একটি তালিকা চূড়ান্ত হয় যা **সারণি-২.২** এ দেখানো হয়েছে।

ap 2.1 Spatial Growth Pattern of the Project Area

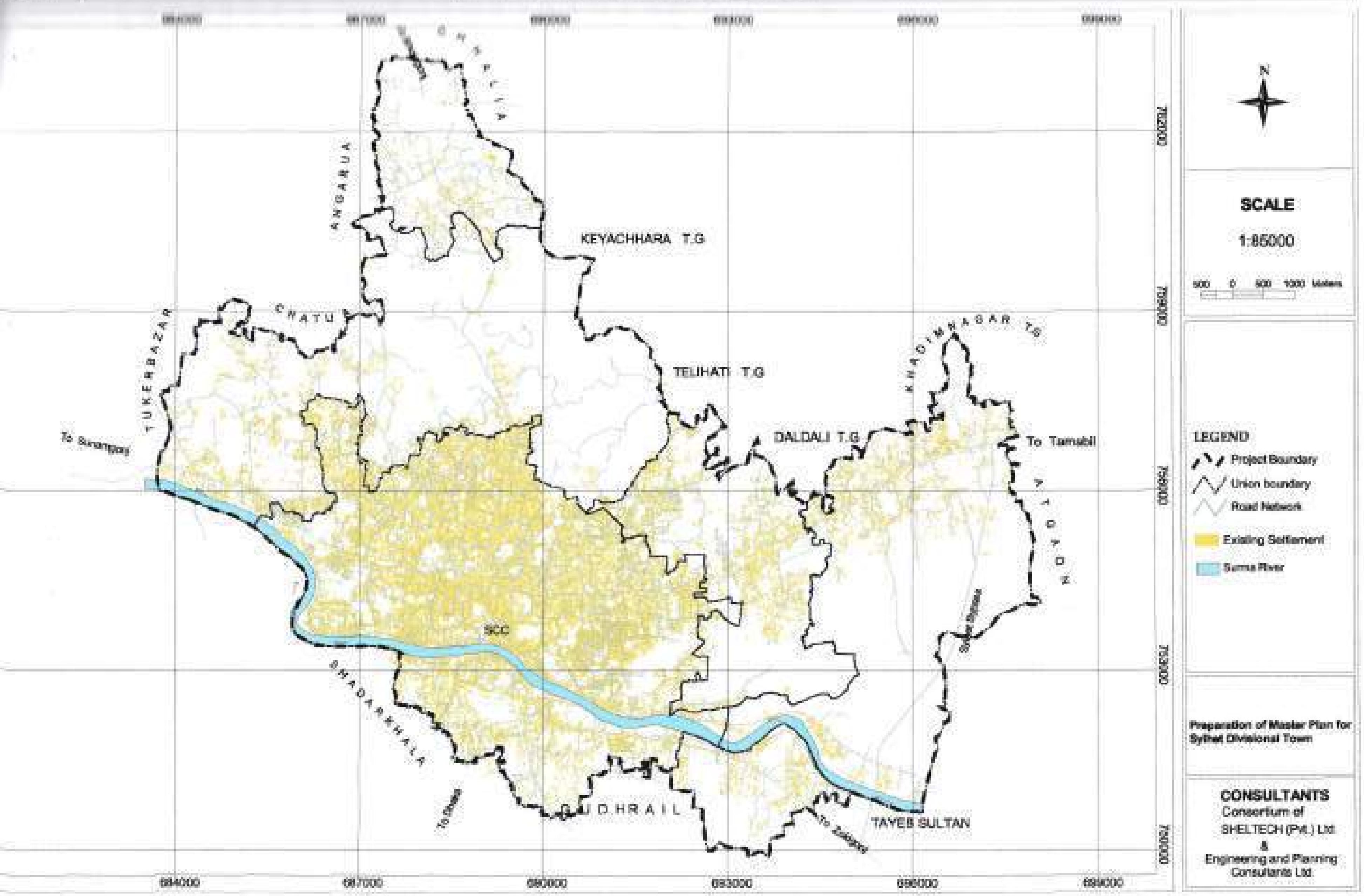

সারণি- ২.২: অগ্রাধিকার প্রকল্পের তালিকা

পুরাতন ক্রমিক নং	নতুন ক্রমিক নং	প্রকল্প	স্কোর	ব্যয় (টাকা)	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (টাকা)
৪	১	উন্মুক্ত স্থানে টুইন পিট ল্যাট্রিন স্থাপন করা।	২৭.৫	৩৫৩০০	-
৭	২	২০০টি টিউব ওয়েল স্থাপনের ব্যবস্থা করা।	২৭.৫	২২৫৬০০০	২৩০৮২০০
১৩	৩	কম্প্রিহেনসিভ ড্রেনেজ স্কীম তৈরী করা।	২৭.৫	১০০০০০০	৩৩০৮২০০
৫	৪	৩০টি স্ট্যান্ড পাইপ মেরামত করা।	২৬.৫	১৬৯০০	৫২২০০
১২	৫	কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।	২৬.০	৫৬৬৬০০০	৮৯৭৪২০০
১১	৬	২০০০ টি সার্ভিস ল্যাট্রিনকে টুইন পিট ল্যাট্রিনে উন্নত করা।	২২.৫	৫১১০০০	৯৪৮৫২০০
৩	৭	উত্তরমুখী চলাচলকারী বাসসমূহের জন্য টার্মিনাল নির্মাণ।	১৯	১২২৬০০০	১০৭১১২০০
১০	৮	কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।	১৯	১৫৪০০০	১০৮৬৫২০০
১	৯	কাঁচা রাস্তাকে ব্রিক পেভমেন্ট রাস্তায় রূপান্তর।	১৬.৫	৪৪৬১০০০	১৫৩২৬২০০
১৪	১০	কাঁচা ড্রেনসমূহকে ব্রিক লাইনিং এর মাধ্যমে উন্নয়ন করা।	১৪.৫	২৭৯৪০০০	১৮১২০২০০

২.৫.৭ পরিকল্পনা প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

স্ট্রাকচার প্ল্যানের প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করতে গিয়ে এক হতাশাব্যঞ্জক চিত্র পাওয়া যায়। সিলেট শহরের এই পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় নাই এবং আদৌ বাস্তবায়িত হয়নি। এই পরিকল্পনায় সিলেট যে এক সময় বিভাগীয় সদরদপ্তরে পরিণত হবে তাও ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেনি। পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান ভূমি ব্যবহার অনুযায়ী ভূমি বন্টন করা হয়নি। এতে ধারণা করা হয় যে, ভবিষ্যৎ শহরের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জমি কৃষি এবং অব্যবহৃত জমি থেকে সংগ্রহ করা হবে। যদিও পরিকল্পনায় বলা হয়েছে প্রতি ১০ বছর পর পর এই উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশোধন বা পুনর্বিবেচনা করা হবে, যাতে উন্নয়নের ধারাকে ১০ বছর পর পর আধুনীকিকরণ করা যায়। কিন্তু কখনোই এই পরিকল্পনা সংশোধনের কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। তাই সময়ের সাথে সাথে এই পরিকল্পনা ধীরে ধীরে তার গ্রহন যোগ্যতা হারায়। এই ব্যর্থতার পেছনে মূল কারণ ছিল বিভিন্ন দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয় যেমন, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর মধ্যে সমঝোতা ও সমন্বয়ের অভাব। এই ব্যর্থতার পেছনে আরও একটি কারণ হলো, বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং অর্থ কোনটাই প্রদান করা হয় নাই। তদুপরি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং সিলেট পৌরসভা এর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় বা সমঝোতা না হওয়ায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই।

২.৬ জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের গৃহায়ন প্রকল্প (১৯৯০)

কেন্দ্রীয় সরকারের আবাসন সরবরাহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হলো জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ। এই কর্তৃপক্ষ দেশের আবাসন সমস্যা নিরসণে, বিশেষত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ১৯৫৮-১৯৯৭ সালের মাঝে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের পূর্বসুরি হাউজিং এন্ড সেটেলমেন্ট ডিরেক্টরেট শরনার্থী পূর্নবাসন প্রকল্প, নিম্ন আয় ও মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষের জন্য আবাসন প্রকল্প এবং বস্তি পুর্নবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এ পর্যন্ত এই সংস্থা দেশজুড়ে ৩৪টি আবাসন প্রকল্প তৈরী করেছে যাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় নাগরিক এবং অবকাঠামো সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। এই আবাসন প্রকল্পগুলো আবাসিক এবং পুনর্বাসন প্লট, ফ্ল্যাট, দোকান, বাণিজ্যিক, শিল্প ব্যবহার্য প্লট, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিদ্যালয়, মসজিদ, পার্ক, খেলার জায়গা ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত। এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২টি সিলেট শহরে অবস্থিত।

১। শাহজালাল হাউজিং এস্টেট (প্রথম পর্যায়) এই প্রকল্পে ৭৪৭ টি বিভিন্ন ধরনের প্লট আছে যার মোট আয়তন ৬০ একর।

২। সিলেট হাউজিং এস্টেট (দ্বিতীয় পর্যায়) এই প্রকল্পে ৭৫৫ টি প্লট রয়েছে যার আয়তন ৬৫.৫ একর।

২টি হাউজিং এস্টেটই ২২নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এবং স্থানীয়ভাবে শাহজালাল উপশহর হিসেবে পরিচিত, যাতে উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত লোকজন বসবাস করে।

২.৭ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত সাইট এবং সার্ভিস পরিকল্পনা

সম্প্রতি কিছু এনজিও, কমিউনিটি বেইজড অরগানাইজেশন, সিসিও মিলিতভাবে বস্তির অবস্থা উন্নয়নে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার অর্থায়ন হচ্ছে বহিরাগত দাতা সংস্থা দ্বারা। সরকারী উদ্যোগে পৌরসভা অঞ্চলে বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল।

২.৮ বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন

শহরে বিসিকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প নগরী আছে-খাদিমনগর শিল্প নগরী এবং গোটাটিকার বিসিক শিল্প নগরী। প্রকল্প দুটির কাজ শুরু হয় যথাক্রমে ১৯৮৫ ও ১৯৬৫ সালে এবং ১৯৯৭ সালে শেষ হয়। শিল্প নগরী দুটির সম্মিলিত আয়তন ৫২.৬৪ একর। এর মধ্যে ৩৯.০৬ একর ব্যবহৃত হচ্ছে শিল্প এলাকা হিসাবে এবং বাকি এলাকায় আছে রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য অবকাঠামো। ২৫৩টি প্লটের মধ্যে ১৪১টি প্লট ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প কারখানাকে বরাদ্দ দেওয়া হয়। বর্তমানে উৎপাদন কাজ চলছে মাত্র ১০০ টিতে (সারণি-২.৩)। দেশের অন্যান্য বিসিক শিল্প নগরীর মত এখানেও শিল্প নগরী দুটির পূর্ন ব্যবহার সম্ভব হয় নাই।

সারণি- ২.৩: পরিকল্পনা এলাকায় অবস্থিত বিসিক শিল্প নগরী

শিল্প নগরীর নাম	অবস্থান	বাস্তবায়ন কাল	মোট শিল্প এলকা	শিল্প ভূমি ব্যবহার	মোট শিল্প প্লট	বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট	উৎপাদন সক্ষম শিল্প	অন্যান্য ভূমি ব্যবহার
খাদিমনগর শিল্প নগরী	খাদিমনগর	১৯৮৫-১৯৯৭	২৭.৭৫ একর	১৯.১৬	১১৯	৬৯	৪৬	৮.৫৯ একর
গোটাটিকার শিল্প নগরী	গোটাটিকার	১৯৬৫-১৯৯৭	২৮.৮৯ একর	১৯.৯০	১৩৪	৭২	৫৬	৪.৯৯ একর
মোট			৫২,৬৪ একর	৩৯,০৬	২৫৩	১৪১	১০০	১৩,৫৮ একর

তথ্যসূত্রঃ বিসিক, সিলেট, ২০০৭।

২.৯ সড়ক পরিবহন উন্নয়ন পরিকল্পনা

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল কার্যকরী এবং উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা। আর এক্ষেত্রে সড়ক পরিবহন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নেও ভালো সড়ক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ। সিলেট অঞ্চলের পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নে বর্তমানে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে ৫টি প্রকল্প হল বিভিন্ন সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ যা নব্বই দশকের শেষ দিকে শুরু হয় এবং বর্তমানে শেষের পথে। এসকল প্রকল্পগুলো হলো:

- বিয়ানীবাজার-গোলাপগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়ক;
- সিলেট-সালুতিকর-কোম্পানিগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়কের অবশিষ্ট কাজ শেষ করা;
- ওসমানী বিমানবন্দর বাইপাস সড়ক নির্মাণ;
- সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কের আম্বরখানা-তুকেরবাজার অংশের উন্নয়ন;
- সিলেট-জকিগঞ্জ সড়কের উন্নয়ন;
- সিলেট শহরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের উন্নয়ন;
- মাসিমপুর সেতু পুর্ননিমান এবং সেতু যোগাযোগকারী সড়কের উন্নয়ন;

সিলেট সিটি কর্পোরেশনও শহরের উন্নয়নে বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এগুলো হলো:

- ভিআইপি রোডের প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, আরসিসি ড্রেন নিমার্ণ এবং সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন এলাকায় ফুটপাত নির্মাণ (১/১/২০০৪-৩১/১২/২০০৭)।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- টিলাগড় এলাকার কেন্দ্রীয় ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ।

দরিদ্রদের উপযোগী এবং সহজে পাওয়া যায় এমন একটি পরিবহণ মাধ্যম হল রেলওয়ে। বাংলাদেশ সরকার দ্রুত দারিদ্র নিরসণের জন্য জাতীয় কৌশলগত নীতিমালায় কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করে রেলওয়ে উন্নয়নের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভবপর হবে।

সিলেট রেলওয়ে স্টেশনের রিমডেলিং (দ্বিতীয়, পর্যায়) প্রকল্পটির কাজ এই বছরে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে রেল পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে। ইন্টারলকিং এর আধুনিকায়ন এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব জোনভুক্ত আখাউড়া - সিলেট অংশের ১০টি স্টেশনের সিগন্যাল ব্যবস্থার উন্নয়ন আরো একটি প্রকল্প যা ২০০৮ সালে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়
জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা ও কৌশল

৩.১ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা

এই অধ্যায়ে মূলত দুটি সাম্প্রতিক জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হলো- পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি)।

৩.১.১ পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা

পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয় ১৯৯৭-২০০২ মেয়াদের জন্য। এই পরিকল্পনাটি পাকিস্তান আমলে ষাটের দশকে শুরু হওয়া পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় তৈরী করা হয়। এটি স্বাধীনতার পরে প্রস্তুতকৃত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সিরিজের শেষ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় ৭% প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যা বাস্তবে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তবে এই পরিকল্পনা বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে কিছুটা স্বনির্ভরতা আনতে সমর্থ হয়। পরিকল্পনাটি বেসরকারী খাতের প্রসারের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে।

ক. পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যসমূহ

১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে দারিদ্র বিমোচন।
২) শ্রমঘন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
৩) নিজস্ব প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন এবং রপ্তানী পণ্যের হার বৃদ্ধি।
৪) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং কারিগরী প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন।
৫) দেশের তুলনামূলক সুবিধা বিবেচনা করে শিল্প ক্ষেত্রের উন্নয়ন।
৬) মৌলিক সেবা ও সুবিধা, যেমন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, কয়লা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন।
৭) গবেষণা ও উন্নয়ন উৎসাহিত করা, বিশেষত ইলেক্ট্রনিক্স এবং জিন প্রকৌশল।
৮) স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৯) সমঅধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।
১০) কার্যকর স্থানীয় সরকার তৈরি করা। এই স্থানীয় সরকার হতে হবে প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম।
১১) সঠিকভাবে আয়, সম্পদ এবং সুযোগ বন্টনের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

খ. নগর উন্নয়ন বিষয়ক খাতসমূহের উদ্দেশ্য

শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন এবং পানি সরবরাহ-এই তিনটি প্রধান বিষয় পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপঃ

১. ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থা

১) নগরকেন্দ্র এবং গ্রামীণ এলাকাসমূহের জন্য ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন।
২) সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন এবং নগর এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন আয়ের লোকজনের জন্য "স্যাটেলাইট টাউন" গড়ে তোলা।
৩) নিম্ন আয়ের লোকজনের জন্য গৃহায়ন।
৪) বস্তিবাসীদের জন্য গৃহায়ন।
৫) বস্তি এলাকায় মৌলিক সুযোগ সুবিধা প্রদান।
৬) শহর ও গ্রাম উভয় এলাকায় নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা।
৭) প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সরকারী অফিস ও বসবাসের জন্য ভবন নির্মাণ।
৮) জেলা, থানা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে মৌলিক অবকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
৯) পানি এবং বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ।

১০) মেট্রোপলিটন এলাকায় যানজট নিরসণের জন্য রাস্তা নির্মাণ।
১১) আনন্দ ভ্রমণ ও বিনোদনের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা।
১২) নির্মাণ সামগ্রী এবং নির্মাণ পদ্ধতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন।

পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনায় নগরকেন্দ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখা যায়নি। বিশেষতঃ এ পরিকল্পনা যে সময়সীমার জন্য করা তার মধ্যে একমাত্র খুলনা মেট্রোপলিটন সিটি ব্যতীত আর কোন শহরের পরিকল্পনাই প্রণয় করা হয়নি। কোন 'স্যাটেলাইট টাউন' বা 'বস্তি উন্নয়ন' কর্মসূচীও প্রণীত বা গৃহীত হয়নি।

৩.১.২ দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পি আর এস পি)

২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'মিলেনিয়াম সামিট' এ জাতিসংঘে মিলেনিয়াম ডিক্লারেশন করে যাতে ১৮৯টি দেশ সমর্থন দেয়। এতে দেশগুলো ২০১৫ সালের মধ্যে কিছু উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সম্মত হয়। এটি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস বা এমডিজি নামে পরিচিত। এতে মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং এর উপকারিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি গঠনতন্ত্র প্রস্তুত করা হয়। আন্তর্জাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সহযোগিতার জন্য এটি একটি রোড ম্যাপ। এতে ৮টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়ঃ

১। অতি দারিদ্র এবং ক্ষুধা দূরীকরণ।
২। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা।
৩। সমঅধিকার এবং নারীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।
৪। মৃত্যু হার কমানো।
৫। মায়েদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন।
৬। এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ।
৭। পরিবেশগত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
৮। উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য একটি সার্বজনীন অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা।

"এমডিজি" লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্য ২০০৩ সালে বাংলাদেশে 'দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র' প্রস্তুত করা হয়। এটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে কমপক্ষে ২০টি ক্ষেত্রকে উন্নয়নের জন্য প্রাধান্য দেওয়া হয়। পরিকল্পনা কমিশন ৯টি মন্ত্রণাল মাধ্যমে এই পরিকল্পনার ফিজিক্যাল প্ল্যানিং, পানি সরবরাহ এবং গৃহায়ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম (এ ডি পি) এর অধীনে বাস্তবায়ন করে। দ্বিতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র ২০০৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর সংসদে উপস্থাপিত হয়। এ নামকরণ হয় "পরিবর্তনের পদক্ষেপঃ দ্রুত দারিদ্র বিমোচনের জন্য জাতীয় কৌশল।" এর বাস্তবায়ন সময়সীমা ২০০৯-২০১ অর্থবছর।

ক. পি আর এস পি পর্যালোচনা

পি আর এস পির বস্তি উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচন বিষয়ক প্রকল্পগুলোতে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। কিন্তু দাতা সংস্থা অর্থায়ন অপ্রতুল হওয়ায় এই পরিকল্পনার সময়সীমা বর্ধিত করে জুন ২০০৭ এর পরিবর্তে জুন ২০০৮ নির্ধারিত হয়। এছাড়া পি আর এস পি বাস্তবায়ন কমিটির মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের জন্য যেসব নির্দেশক (Indicator) নির্ধারণ করা হয়েছিল তা যথে নয়। প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে, দারিদ্র বিমোচনের জন্য উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগের ফলে কি পরিমাণ কর্মসৃজ হচ্ছে তা পরিমাপ করা কঠিন হয়ে পড়ছে (দৈনিক প্রথমআলো, ২০০৭)। অতএব, সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে উন্নয়ন কা ত্বরান্বিত করতে হলে প্রয়োজনীয় নির্দেশক নির্ধারন এবং সঠিক ও যথেষ্ট তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এছাড়াও, পি আর এস পি বাস্তবায়নের যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের সা খাপ খায়না। যথোপযুক্ত কৌশলপত্র তৈরি করতে হলে শুধুমাত্র ব্যাংক এবং ফান্ড এর উপর নির্ভর না করে স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্র নিশ্চিত করা দরকার। এ ধরণের পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের অংশগ্রহণ যা পি আর এস পি-তে উল্লেখযোগ্যভাবে অবহেলিত।

শহরাঞ্চলের জন্য এমডিজি লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য ৪টি বিশেষ কৌশল অনুসরণ করা যায়ঃ

(১) যে সব সকল শহর অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিক প্রভাব ফেলে তাদের জন্য 'ম্যাক্রো ইকোনমিক' কৌশল নির্ধারণ।
(২) শহরের অবকাঠামো এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এছাড়া পরিকল্পিত নগরায়ন এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী।
(৩) কর্মসৃজন প্রকল্প গ্রহণ।
(৪) শৃঙ্খলা ও আইন প্রতিষ্ঠা।

বর্তমান নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুনভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় আইন ও নিয়মের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল করতে হবে। সম্প্রতি যে স্থানীয় সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়েছে তা পি আর এস পি এর লক্ষ্য অর্জনে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

৩.২ নগর সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি, আইন, বিধি এবং নির্দেশনার আলোকে প্রণীত নির্দেশক

আলোচ্য অংশে জাতীয় পর্যায়ের যে সমস্ত নীতি, আইন, বিধি ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো, নগর ব্যবস্থাপনা নীতি, ভূমি ব্যবহার নীতি, গৃহায়ন নীতি, নগর যোগাযোগ নীতি, পরিবেশ নীতি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন নীতি, পর্যটন নীতি, কৃষি নীতি, জাতীয় বন নীতি, জনসংখ্যা নীতি, ইমারত নির্মাণ আইন, বিল্ডিং কোড, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের জন্য নীতি, ইত্যাদি।

৩.২.১ নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে নগর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সামগ্রীক কোন নীতি প্রণীত হয় নাই। তবে নগর বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেশ কিছু নীতি তৈরী করা হয়েছে।

৩.২.১.১ জাতীয় নগর বিষয়ক নীতি

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৯৯৪ সালে একটি জাতীয় নগর ব্যবস্থাপনা নীতির খসড়া প্রণয়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণ, জন সচেতনতা তৈরী, জনগণের অংশগ্রহণ, সরকারী নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং বেসরকারী খাতের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে টেকসই এবং সমতা ভিত্তিক নগর উন্নয়ন করা।

২০০৬ সালে জাতীয় নগর ব্যবস্থাপনা নীতির খসড়া তৈরী করা হয়। এতে নগর অঞ্চল সমূহের টেকসই, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক-প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রচনা করা হয়েছে। এর লক্ষ্য ছিল নগরায়নের ইতিবাচক দিকগুলিকে শক্তিশালী করা এবং একই সঙ্গে নেতিবাচক বিষয়গুলো কার্যকরভাবে মোকাবেলা করে টেকসই নগর উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করা। খসড়া নীতির লক্ষ্য উন্নয়ন বিকেন্দ্রীকরণ এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নগর উন্নয়ন অর্জন, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার, স্থানীয় সরকার এবং সিভিল সোসাইটির স্ব স্ব ভূমিকা থাকবে। খসড়া জাতীয় নগর বিষয়ক নীতির প্রধান প্রধান লক্ষ্য:

- উন্নয়ন ছড়িয়ে দিয়ে এবং স্তর বিশিষ্ট নগর কাঠামো তৈরী করে আঞ্চলিক ভারসাম্যপূর্ণ নগরায়ন নিশ্চিত করা।
- উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ বিধি এবং অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরী করে, বৈষম্য এবং দারিদ্র হ্রাস করে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করা।
- সরকারী-বেসরকারী এবং অন্যান্য পার্টনারশীপের মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ক্রমবর্ধমান আবাসন এবং মৌলিক নগর সার্ভিসের চাহিদা পূরণ করা।
- নগর পরিবেশ বিশেষত জলাধার রক্ষা, সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্তৃত্ব তৈরী করা এবং নগর স্থানীয় সরকারকে উপযুক্ত ক্ষমতা, সম্পদ, যোগ্যতা প্রদান করা যাতে তারা ব্যাপক ভাবে পরিকল্পনা, অবকাঠামো নির্মাণ, সার্ভিস প্রদান এবং উন্নয়ন এবং নগর ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব পালন করতে পারে।
- অংশ গ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কমিউনিটির সকল খাতকে যুক্ত করা।
- ভূমি মালিকানা নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন জীবনধারণমূলক পেশায় অংশ গ্রহণ এবং মৌলিক সার্ভিস প্রাপ্তির সুযোগ তৈরী করে দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা তৈরী করে তাদের জন্য সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা।

- নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নকালে মহিলা, পুরুষ, শিশু, যুব, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদের সমস্যা এবং প্রয়োজনী বিবেচনায় রাখা।
- বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অপরাধ এবং সন্ত্রাস হ্রাস করে সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- শহরের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা, সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্য্য বর্ধন।
- নগর ও গ্রামীণ এলাকার টেকসই উন্নয়নের জন্য সাহায্যক ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে নগর ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ও সুশাসনের ব্যবস্থা করা।
- স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে সুশাসন নিশ্চিত করা।

বিশেষ বিবেচ্য বিষয়াবলী

- বাংলাদেশে শহরগুলো জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- বর্তমানে শতকরা প্রায় ২৬ জন লোক শহরে বাস করে এবং জিডিপিতে নগর এলাকার অবদান প্রায় ৪৫ শতাংশ।
- বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য টেকসই নগরোন্নয়ন আবশ্যক।
- বাংলাদেশে ভারসাম্যহীনভাবে দ্রুত নগরায়ন সংঘটিত হচ্ছে।
- জাতীয় নগরায়ন নীতির লক্ষ্য হচ্ছে নগরায়নের ইতিবাচক দিকগুলিকে গুরুত্ব দেয়া, পাশাপাশি নেতি বাচক দিকগুলি ফলাফলগুলি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে টেকসই নগরায়ন নিশ্চিত করা।
- বাংলাদেশের প্রতিটি শহরের নিজস্ব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থাকা উচিত।
- কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- কৃষি থেকে অকৃষি খাতে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন নিরুৎসাহিত করতে হবে।
- নীতি কার্যকর করতে বাস্তবায়ন বিষয়ক সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।
- নগরাঞ্চল এবং গ্রামের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে শক্তিশালী সংযোগ গড়ে তুলতে হবে।
- কৌশল প্রণয়নে ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলেও তা বাস্তবায়নে যথাযথ প্রচেষ্টার অভাব রয়েছে।
- নীতি নির্ধারণে দরিদ্রদের আবাসনে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত।
- নগরায়ন ছড়িয়ে দেয়া এবং শহর-গ্রাম যোগাযোগ সুদৃঢ় করার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

৩.২.১.২ জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১

দেশের ভূমি, বিশেষত কৃষি ভূমি সংরক্ষণের জন্য সরকার ২০০১ সালে জাতীয় ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করে। এই নীতি জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করে যার সঙ্গে বর্তমান পরিকল্পনা সঙ্গতিপূর্ণ। ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ২০০১ সালের জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিতে জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। এই প্র ািবত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়েছে ভূমির উৎপাদন এবং ভূমির ক্ষমতা, ভূমির ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয়তা, বনভূমি, শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং গৃহায়ন। নিচে প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় যে সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করতে ব হয়েছে তার প্রধান প্রধান দিকগুলি তুলে ধরা হলো।

১। উত্তরাঞ্চলের মরুকরণ রোধ কল্পে সমন্বিত ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

২। কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ করে ভূমি ক্ষয়, ভূমির উর্বরতা রক্ষা করতে হবে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

৩। পাহাড়ী এলাকার ভূ-প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য পাহাড় কাটা এবং ভূমি খনন এবং অপসারণ বন্ধ করতে হবে। পাহাড়ী এলা থেকে বিক্ষিপ্তভাবে পাথর এবং মাটি সংগ্রহ বন্ধ করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। জল ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪। পরিকল্পিত আবাসন এবং/অথবা ব্যবহারের জন্য ভূমি শ্রেণী বিভাগকরণ এবং কার্যকরভাবে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্ত করা।

৫। ভূমি ক্ষয় জনিত অথবা সরকারী হুকুম দখলের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৬। উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া, ভূমি পুনরুদ্ধার, ভূমি ক্ষয় রোধ, ভূমির বহুমুখী ব্যবহার, উপকূলীয় এলাকা সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন, জলাভূমি প্রভৃতি বিষয় নিয়মিত মনিটরিং, জরিপ ও এগুলো নিয়ে গবেষণা করা।

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিতে দেশের সীমিত ভূমির সর্বোত্তম এবং নিবিড় ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়। নীতিতে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা, অপরিকল্পিত আবাসন উন্নয়ন রোধ, বিক্ষিপ্ত শিল্প এবং বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মান বন্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভূমি জোনিং করার কথা বলা হয়। ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিতে পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হয়।

পর্যালোচনা

ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়নের পর তা বাস্তবায়নের জন্য এ যাবত কোন ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। এই নীতি যথাযথভাবে বাস্তাবায়িত না হওয়ায় দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ক্রমশ গুরুতর সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৩.২.১.৩ জাতীয় গৃহায়ন নীতি ১৯৯৩

১৯৯৩ সালে সরকার প্রথমবারের মত জাতীয় গৃহায়ন নীতি প্রণয়ন করে। গৃহায়ন খাতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে গৃহায়ন নীতির আর্টিকেল-২.৩ এ কতিপয় বৃহৎ শহরের ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এ সমস্ত শহরে গৃহায়ন একটি বড় ধরনের সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে কিন্তু এ বিষয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে নতুন আবাসন নির্মাণ এবং সরবরাহের কোন সরকারী উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। নীতিতে অপরিকল্পিত ও বিক্ষিপ্তভাবে আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠার উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। গৃহায়ন নীতির উদ্দেশ্যে (আর্টিকেল-৩.৩) অপরিকল্পিত ও অস্বাস্থ্যকর আবাসিক এলাকা নির্মাণ রোধের জন্য কার্যকর কৌশল প্রণয়নের উপর জোর দেয়া হয়। গৃহায়ন নীতির আর্টিকেল-৫.১.৪ এ আবাসন এবং অবকাঠামো নির্মাণ খাতে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। নীতিতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আবাসন নির্মাণে কমিউনিটি, এনজিও, সিবিও, বেসরকারী উদ্যোক্তা এবং সমাজ কল্যাণ সংগঠনকে সহায়তার অঙ্গীকার করা হয় (আর্টিকেল-৫.২.৭)। নীতিতে নতুন লীজিং পদ্ধতিতে অবকাঠামো নির্মাণ করার কথা বলা হয়েছে। আর্টিকেল-৫.২.৮ এ স্থানীয় সরকারগুলিকে অবকাঠামো বায় পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদান এবং কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। সরকারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে নীতিতে (আর্টিকেল-৫.৭) বলা হয়েছে যে সরকার আবাসন খাতে সবসময় সহায়কের ভূমিকা পালন করবে। সরকার শুধু দরিদ্র এবং বাস্তুহারাদের আবাসন প্রদানের দায়িত্ব পালন করবে (আর্টিকেল-৫.৭.১)।এই নীতিতে বেসরকারী সংস্থা, এনজিও এবং সিবিওকে আবাসন, অবকাঠামো এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ণে উৎসাহিত করার অঙ্গীকার করা হয় (আর্টিকেল-৫.৭.৩)।

পর্যালোচনা

প্রায় এক যুগেরও বেশি কাল পূর্বে গৃহায়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু নীতি সমূহ বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান এখনো দেশের গৃহায়ন সমস্যা নিরসনে উল্লেখযোগ্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে নাই। কর্তৃপক্ষ দেশের গৃহায়ন সমস্যা যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে পারে নাই এবং তা মোকাবেলার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। দেশে বেসরকারী খাতে আবাসন শিল্প বিকাশ লাভ করেছে। বিশেষত বড় শহরগুলিতে বেসরকারী আবাসন ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত শহরে জমির উর্ধমূল্যের কারণে বলতে গেলে অধিকাংশ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। তবে অংশগ্রহণমূলক আবাসন নির্মাণে এখনো কোন বিশেষ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় নাই। সরকারী খাতে সাইট এবং সার্ভিস প্রক্রিয়ায় এখনো আবাসন নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে যা সাধারণ মানুষের আবাসন সমস্যা নিরশনে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

৩.২.১.৪ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০৪

২০০৪ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সামগ্রিকভাবে দেশের জটিল জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলা করা। এর আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল জনসংখ্যা সমস্যার ব্যাপারে সরকারী, বেসরকারী, সিভিল সোসাইটি এবং এনজিও সহ সকল সংস্থার মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্দেশ্য

জাতীয় জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্য পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাসহ মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন। এ ছাড়া এমডিজি এবং পিআরএসপি এর আলোকে জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের মধ্যে কাঙ্খিত ভারসাম্য এনে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নও এই নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। জনসংখ্যা নীতিকে চারটি সেক্টরে ভাগ করা যায়- মানব সম্পদ উন্নয়ন, জনসংখ্যা কর্মকান্ড বিকেন্দ্রীকরণ, জনসংখ্যা পরিকল্পনা এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনে এনজিও ও বেসরকারী সংস্থা সমূহকে সম্পৃক্তকরণ।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

জনসংখ্যা নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য শিক্ষা বিস্তার এবং প্রশিক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে একটি বিশাল দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা। এতে শিক্ষার সকল স্তরে জনসংখ্যা, জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভূক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এই নীতির আওতায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হবে। মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়সমূহের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী তৈরী করে ম্যানেজার এবং সার্ভিস প্রদানকারীদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করা হবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ জনসংখ্যা নীতির আর একটি সুপারিশ। এতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে জনগনের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য উপজেলা এবং আরো নিচে ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। এই নীতির অন্যতম লক্ষ্য, জনসংখ্যা কার্যক্রম স্থানীয় গণ্যমান্যদের সম্পৃক্তকরণ, জনমত তৈরী, দরিদ্র ও মহিলা প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধির সমন্বয়ে এ্যাকশান প্ল্যান তৈরী করা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটিগুলোকে ক্ষমতা দিয়ে ও অর্থ সংগ্রহ করে মানব উন্নয়ন এবং পল্লী এলাকায় অধিকতর জনসংখ্যা সেবা প্রদান করা। এ জন্য স্বচ্ছ এবং শক্তিশালী স্থানীয় সরকার তৈরী করতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এ জন্য ইউনিয়ন এবং নিম্ন পর্যায়ে মাতৃকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

এনজিও এবং বেসরকারী খাতের অংশ গ্রহণ

জনসংখ্যা নীতিকে একটি ব্যাপকভিত্তিক রূপ প্রদানের জন্য এনজিও এবং বেসরকারী খাতকে নীতি বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে নিতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পর্যায়ে এদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশল গ্রহণ করতে হবে:

ক) সেবা সুবিধা বহির্ভূত এলাকায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সেবা প্রদান করার জন্য রেজিষ্টার্ড এন জি ও দের সহায়তা নিতে হবে।

খ) বিশেষত দরিদ্র এবং সুবিধা বঞ্চিতদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদানের জন্য এন জি ও দের উৎসাহিত করতে হবে।

গ) দরিদ্র এবং সুবিধা বঞ্চিতদের দেরিতে বিয়ে এবং দেরিতে সন্তান গ্রহণ, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি এবং STIs, RTIs, HIV/AIDS বিষয়ে সচেতনতা তৈরী করতে হবে।

ঘ) জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কমিউনিটিকে সংগঠিত করার জন্য এন জি ও এবং বেসরকারী খাতকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে।

ঙ) কাজে দ্বৈততা এড়ানোর জন্য স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পরিকল্পিত পরিবার তৈরী

জনসংখ্যা নীতিতে দেশের জনসংখ্যাকে বিদ্যমান সীমিত সম্পদের পরিপূরক রাখার জন্য ' একটি ভালো দুটি সন্তানের বেশি নয়' এই শ্লোগান জনপ্রিয় করার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

ক) এই নীতি জনসংখ্যা নীতির কার্যক্রম বাস্তবায়নে ডাক্তারদের ভুমিকার উপর জোর দিয়েছে। এজন্য এ কাজে সরকারী ও বেসরকারী ডাক্তারদের অংশ গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

খ) RTI/STI এবং HIV/AIDS প্রতিরোধ করে ভালো প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী ডাক্তারদের নিয়োজিত করতে হবে।
গ) পরিবার পরিকল্পনা সেবার পাশা পাশি ডাক্তারদের দায়িত্ব হবে রোগীদের তথ্য, শিক্ষা প্রদান এবং উদ্বুদ্ধ করা।
ঘ) সকল সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে নিয়মিতভাবে মাতৃ এবং শিশুস্বাস্থ্য সহ পরিবার পরিকল্পনা সার্ভিস প্রদান করা।

আইনগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ

এই নীতির লক্ষ্য অর্জন এবং নীতি বাস্তবায়নের জন্য এক গুচ্ছ আইনগত এবং সামাজিক ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পর্যালোচনা

১। জনসংখ্যা নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় জনসংখ্যা সমস্যার কার্যকরী সমাধান এখনো পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যথেষ্ট উদ্যোগ না নেয়ায় ' একটি ভালো, দুটির বেশি নয়' স্লোগান এখনো যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নাই।
২। জনসংখ্যা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সেবায় জনগণের অংশ গ্রহণ, স্থানীয় সরকার এবং প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতায়ন করে জনসংখ্যা এবং স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি বাস্তবায়িত হয় নাই। এ কারণে দেশের জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে যা সামনে কঠিন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

৩.২.১.৫ জাতীয় পরিবহন নীতি

জাতীয় পরবহন নীতি ২০০৪ সালে তৈরী করা হয় যার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১। নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহন সার্ভিস প্রদান করা।
২। অপ্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ দূর করে সেবা প্রদানের অনুকূল বিধি বিধান তৈরী করা।
৩। ভাড়া নিয়ন্ত্রণ।
৪। সরকারী এবং বেসরকারী খাতের ভূমিকা নির্ধারণ।
৫। অর্থনীতি এবং পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন।
৬। সরকারী তহবিলের সর্বোচ্চ ভালো ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৭। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পরিপূরক হিসাবে পরিবহণ ব্যবস্থাকে প্রসারিত করা।
৮। রপ্তানীযোগ্য পণ্যের পরিবহণ ব্যয় হ্রাস করা।
৯। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সঙ্গতি রেখে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
১০। বৃহত্তর ঢাকার জন্য পরিবহণ নীতি প্রণয়ন করা।
১১। সমন্বিত পরিবহণ নীতি প্রণয়ন করা।
১২। বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থা তৈরী করা।
১৩। উন্নত জীবন ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী করা।
১৪। দারিদ্র বিমোচন।

পরিবহন নীতিতে রাস্তা, সড়ক যানবাহন, অযান্ত্রিক বাহন, রেল এবং সমন্বিত ইস্যু সম্পর্কে আলোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে। "স্ট্র্যাটেজিক পলিসি ইস্যুতে" নিম্নবর্ণিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে:

বেসরকারী খাতের অধিকতর অংশ গ্রহণ

রাস্তা এবং অবকাঠামোর রাষ্ট্রীয় মালিকানা ঠিক রেখে এগুলোর উন্নয়ন ও পরিচালনায় বেসরকারী অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে অবকাঠামো লীজ দেয়া যেতে পারে; অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারী অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা যেতে পারে।

পরিবহণ খাতের কার্যকর সমন্বয়

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাগুলোর সঙ্গে ভালো সমন্বয় সাধন করতে হবে। সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে জ[illegible] কর্মসংযোগ তৈরীর লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিয়ম/নীতি এবং প্রবিধান তৈরী করতে হবে। নীতি বাস্তবায়নের জন্য আলোচনা এ[illegible] পরামর্শ ফোরাম তৈরী করতে হবে। আরো ভালো সমন্বিত কর্ম সম্পর্ক তৈরীর জন্য সরকারকে প্রতিটি সেক্টরের জন্য পরিষ্কার[illegible] উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করতে হবে।

যানবহন ব্যবহারকারীদের সুবিধা বৃদ্ধি

সরকার জাতীয় এবং স্থানীয় সরকার পর্যায়ে বিদ্যমান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিভাবে যানবাহন ব্যবহারকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ [illegible] যায় তার ব্যবস্থা করবে। এ জন্য যোগাযোগ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মধ্যে যানবাহণ ব্যবহারকারীদের ভূমিকা নির্ধারণ করে দেয়া হ[illegible]

যানবাহন ব্যবহারকারীদের সার্ভিস ব্যয় বহন করতে হবে

নতুন রাজস্ব নীতি তৈরী করে যানবাহন ব্যবহারকরীদের কাছ থেকে যানবাহন পরিচালনা এবং সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ ব্যয় পু[illegible] করতে হবে। ভাড়া বিধি তৈরী করে সরকারকে সড়ক এবং রেল পথে যাত্রী এবং মালামাল পরিবহণের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

পরিবহণ সেবায় ভর্তুকি

জনস্বার্থ বিবেচনা করে সরকারকে পরিবহণ সেবা খাতে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি দিতে হবে।

জনসচেতনতা তৈরী

পরিবহণ নীতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করতে হবে।

পর্যালোচনা

১। এ যাবত সরকারের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ কখনোই কার্যকরী করা যায় নাই।
২। সড়ক নিরাপত্তা কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীণ।
৩। রক্ষাবেক্ষণের অভাবে সড়ক ব্যবস্থায় অবস্থা অত্যন্ত করুণ।
৪। তবে পরিবহন সেবায় বেসরকারী খাত সফল ভূমিকা রাখছে।
৫। যথা সময়ে কার্যকির ব্যবস্থা না নেয়ায় ঢাকা শহরের পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক।
৬। রেল খাতের উন্নয়ন অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক।
৭। পরিবহন খাতে জনগণের অংশ গ্রহণ অত্যন্ত সীমিত।

৩.২.১.৬ জাতীয় পরিবেশ নীতি ১৯৯২

সরকার পরিবেশ রক্ষার জন্য ১৯৯২ সালে জাতীয় পরিবেশ নীতি ঘোষণা করে। পরিবেশ নীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপঃ

১। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং সামগ্রিক উন্নয়ন অর্জন।
২। দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা।
৩। দূষণ এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের উৎস নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ।
৪। সকল সেক্টরে পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
৫। পরিবেশ বিষয়ক সকল আন্তর্জাতিক বিষয়ে সম্পৃক্ত হওয়া।

সামগ্রিক পরিবেশ নীতি বহু বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে, যেমন, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন, জ্বালানী, পানি স[illegible] এবং সেচ, ভূমি, বন, বন্যপ্রাণী, মাছ এবং প্রাণী সম্পদ, খাদ্য, উপকূল এবং সমুদ্র পরিবেশ, যাতায়াত এবং যানবাহন, আবাসন [illegible] নগরায়ন, জনসংখ্যা, শিক্ষা এবং জনসচেতনতা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং গবেষনা, আইন কাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। এ[illegible] পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে শুধু সে ধরনের বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

শিল্প খাত

শিল্প খাতের জন্য পরিবেশ নীতিতে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে বলা হয়েছে:

১। নির্বাচিত শিল্প সমূহের জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিতে হবে।
২। সম্ভাব্য দূষণকারী শিল্পকে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের ভেতরে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৩। সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে EIA সম্পন্ন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৪। আবাসিক এলাকায় অবস্থিত সকল শিল্পকে পর্যায়ক্রমে পরিকল্পিত শিল্প স্থাপনের জন্য নির্ধারিত স্থানে স্থানান্তর করতে হবে।
৫। যে সমস্ত শিল্প পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এবং যে সমস্ত শিল্প অপচনশীল দ্রব্য উৎপাদন করে সেগুলিকে পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করতে হবে।
৬। যে সমস্ত শিল্প বিষাক্ত বর্জ্য কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে সে গুলি নিষিদ্ধ করতে হবে।
৭। পারদ, ক্রোমিয়াম, সীসা এর মত ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার করে যে সমস্ত শিল্প সেগুলিকে নিরুৎসাহিত করতে হবে।
৮। যে সমস্ত শিল্প দূষণ তৈরী করে সেগুলিতে দূষণ উৎপাদন মনিটরিংএর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৯। বর্জ্য পরিশোধণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য 'waste permit/consent order' পদ্ধতি চালু করতে হবে।
১০। বর্জ্যের পরিমান হ্রাস করার জন্য এবং পুর্নব্যবহারোপযোগী ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
১১। শিল্প শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে হবে।

স্বাস্থ্য খাত

এই খাতের পরিবেশ নীতিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির উপর জোর দেয়া হয়েছে:

১। শহর এবং পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং সাশ্রয়ী সেনিটেশন ব্যবস্থা প্রচলণ।
২। সকল শ্রেণীর জলাশয় মিউনিসিপ্যাল, শিল্প বর্জ্য এবং শিল্প জাত বিষাক্ত দ্রব্য দ্বারা দূষিত হওয়া নিয়ন্ত্রণ।
৩। দিনের বেলা এবং খোলা ট্রাকে বর্জ্য পরিবহন নিষিদ্ধ করা।
৪। এক্সরে, পারমানবিক বর্জ্য, বিকিরণ উৎপাদনকারী সকল পণ্য, এটমিক রি-এক্টর এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর গবেষণা ও কার্যক্রম থেকে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করতে হবে।
৫। শিক্ষা কার্যক্রমে পরিবেশ বিষয় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

জ্বালানী খাত

১। জ্বালানী সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য ব্যাপক ভিত্তিক উন্নত চুলা প্রযুক্তি ও এর বিকাশ প্রকল্প হাতে নিতে হবে।
২। পল্লী এলাকায় কয়লা, কেরোসিন এবং পেট্রোলের ব্যবহার জনপ্রিয় করতে হবে যাতে কাঠ, কৃষি বর্জ্য, এবং গোবর সংরক্ষণ করে তা সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
৩। জ্বালানী উৎস হিসাবে পল্লী এলাকায় বায়োগ্যাস, সোলার এনার্জী, ক্ষুদ্র হাইড্রো বিদ্যুৎ ইউনিট এবং উইন্ড মিল এর বিকাশ ঘটাতে হবে ।
৪। জ্বালানীতে ক্ষতিকর উপাদান যেমন, ডিজেলে সালফার এবং পেট্রোলে সীসা ব্যবহার হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৫। বিকল্প জ্বালানী উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা জোরদার করা।
৬। প্রাথমিক এবং বাণিজ্যিক জ্বালানী যাতে পরিবেশের ভারসাম্য এবং পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না ফেলে সে দিকে লক্ষ্য রাখা।
৭। বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন, গ্যাস, তেল, কয়লা, পিট) উত্তোলন বা বিতরণের পূর্বে যাতে এগুলো পানি, বাতাস, ভূমি, হাইড্রোলজিকাল এবং ইকো সিস্টেমের উপর কোন বিরূপ প্রভাব না ফেলে সে জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।
৮। পরিবেশ বান্ধব পেট্রোলিয়াম (যেমন, সীসা মুক্ত) ব্যবহারের উপর সমীক্ষা সম্পাদন করতে হবে।
৯। গাড়ীর ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এগুলো কালো ধোয়া উদগীরণ না করে। ভ্রাম্যমান আদালত দ্বারা এ সমস্ত বিধি প্রয়োগ করতে হবে।

পরিবহন ও যোগাযোগ খাত

১। রাস্তা নির্মাণ পরিবেশ সম্মতভাবে হতে হবে এবং রাস্তা যাতে ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত না করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
২। যাত্রী এবং পরিবহণ থেকে নিক্ষিপ্ত বর্জ্য যাতে জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত না করতে পারে সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
৩। রেল এবং জলযান থেকে অতিরিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমণ বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।
৪। নদী দূষন সম্পর্কে জন সচেতনতা তৈরী করতে হবে।
৫। অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর এবং ডকইয়ার্ডে পানি দূষন নিয়ন্ত্রন করতে হবে।
৬। পরিবেশ বিপর্যয় না ঘটিয়ে বিমানবন্দর নির্মাণ করতে হবে।
৭। বিমান কর্তৃক বাতাস এবং শব্দ দূষন হ্রাস করতে হবে।
৮। কম দূষণ উৎপাদন করে এ ধরনের রেল ইঞ্জিন ব্যবহার করতে হবে।
৯। রাস্তা এবং রেল লাইনের দুধারে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।

জনসংখ্যা খাত

১। পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে সমীক্ষা সম্পাদন করতে হবে এবং এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।
২। পরিবেশ সম্মতভাবে এবং কার্যকরভাবে যাতে জন সম্পদ ব্যবহার করা যায় সে জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
৩। পরিবেশ সংরক্ষনে মহিলাদের অংশ গ্রহণের উপর জোর দিতে হবে।
৪। জনসংখ্যাকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
৫। যেহেতু দরিদ্র জনগোষ্ঠী পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে জন্য তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

পর্যালোচনা

১। দূষণকারী শিল্পের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই।
২। আবাসিক এলাকা থেকে শিল্প অপসারণ বিষয়ে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।
৩। 'Waste permit/consent order' পদ্ধতি প্রচলনে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।
৪। জলাশয়ে মিউনিসিপ্যাল, শিল্প এবং শিল্প বর্জ্য দ্বারা দূষন রোধের জন্য কোন ধরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ঢাকা সহ অন্যান্য শহরের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক।
৫। দিনের বেলা এবং খোলা ট্রাকে বর্জ্য পরিবহন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই।
৬। উন্নত চুলা জনপ্রিয় করার ব্যাপারে কার্যকর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নাই।
৭। নদী দূষন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় নাই।
৮। রেল লাইনের দুপাশে বনায়নে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই।

৩.২.১.৭ শিল্প নীতি ২০০৫

শিল্প নীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

১। প্রকৃত অভ্যন্তরিন চাহিদা, রপ্তানীর সম্ভাবনা বিবেচনা করে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিল্প স্থাপন এবং অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে অপরিকল্পিত শিল্পনায়ন নিরুৎসাহিত করা।
২। বেসরকারী খাতকে অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। সরকারী সুবিধাগুলিকে অনুকূল পরিবেশ হিসাবে বিবেচনা করে বেসরকারী খাতের বিকাশ ঘটাতে হবে।
৩। প্রাইভেটাইজেশন কমিটি কর্তৃক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প বিক্রয়/লীজ অথবা পরিচালনার ব্যবস্থা করে বেসরকারী খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।
৪। যে সমস্ত রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ খাতে বেসরকারী উদ্যোক্তা এগিয়ে আসছে না সে সমস্ত খাতে সরকারী উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করতে হবে।

৫। স্থানীয় এবং বৈদেশিক বাজারের জন্য এবং স্থানীয় ভোক্তাদের সন্তুষ্টির জন্য পণ্য উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। এ জন্য নিম্ন বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

ক) বিশ্ব মানের উন্নত পণ্য উৎপাদন করতে হবে।
খ) পণ্য উৎপাদন বহুমুখীকরণ করতে হবে।
গ) উৎপাদন ব্যবস্থাকে সাশ্রয়ী করতে হবে।
ঘ) শিল্প উৎপাদনে মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি করতে হবে।
ঙ) চলমান, উপযুক্ত এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

৬। বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং দ্রুত বিকাশের জন্য কুটির শিল্প এবং এসএমই খাতকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরী হয় এবং বেকারত্ব হ্রাস পেয়ে দেশের দারিদ্র দূরীকরণ ত্বরান্বিত হয়।
৭। কৃষি ভিত্তিক এবং কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বিকাশে অগ্রাধিকার দিতে হবে। হাঁস-মুরগি, ডেইরি এবং ছাগল-ভেড়া পালন কৃষি ভিত্তিক শিল্প হিসাবে ধরে এগুলোর বিকাশে সহায়তা দিতে হবে।
৮। নারী শিল্প উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সেক্টরে শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, পর্যায়ক্রমে উচ্চ মূল্য সংযোজন পণ্য উৎপাদন করতে হবে; উপযুক্ত প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে এবং বহু শ্রেণীর পণ্য রপ্তানী করে রপ্তানী বৃদ্ধি করতে হবে।
৯। পরিবেশ বান্ধব পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে যাতে শিল্প খাতে একটি দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরী করা যায়।
১০। স্থানীয় বাজারকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প স্থাপন করে উচ্চ মূল্য সংযোজিত গার্মেন্ট পণ্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সাব-সেক্টরে পণ্য উৎপাদন করতে হবে।
১১। দেশের প্রাকৃতিক এবং খনিজ সম্পদ উপযুক্তভাবে ব্যবহার করে শিল্প খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে হবে।

পর্যালোচনা

১। শিল্প নীতিতে বিশেষ শিল্প এলাকা বা শিল্প এস্টেট স্থাপন সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। এ ধরনের শিল্প এলাকা স্থাপন করলে পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা যেতো এবং শিল্প সহায়ক সার্ভিস সুবিধা প্রাপ্তি সহজতর হতো।
২। শিল্প স্থাপনে যৌথ উদ্যোগের বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই। যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করতে পারলে স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরী হতো এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর সহজতর হতো।

৩.২.১৮ জাতীয় পর্যটন নীতি

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে সরকারী উদ্যোগে পর্যটন শিল্প বিকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশে পর্যটনের বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে, এদেশের বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রাচীন স্থাপনা, বৌদ্ধ ঐতিহ্য, অধিক সংখ্যক ইকো-টুরিজম এলাকা এবং পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পর্যটনের অবদান অনুধাবন করে সরকার ১৯৯২ সালে জাতীয় পর্যটন নীতি ঘোষণা করে। এই নীতিতে পর্যটন শিল্পের বিদ্যমান অবস্থা, এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বর্ননা করা হয়েছে এবং নীতি বাস্তবায়ন স্তর সুপারিশ করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে ঘোষিত জাতীয় পর্যটন নীতির উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ:

১। জনগণের মধ্যে পর্যটন সম্পর্কে আকর্ষণ তৈরী করা।
২। পর্যটন সম্পদ রক্ষা, উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ করা।
৩। কর্মসংস্থান তৈরী করে দারিদ্র হ্রাস করা।
৪। বিদেশে দেশের ইতিবাচক ইমেজ তৈরী করা।
৫। চিহ্নিত সেক্টরগুলোতে বেসরকারী বিনিয়োগের সুযোগ তৈরী করা।
৬। বিনোদন সুবিধা তৈরী করা।
৭। জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি শক্তিশালী করা।

এই নীতিতে পর্যটনকে একটি বহুমূখী শিল্প হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এর উন্নয়নের জন্য একাধিক সরকারী মন্ত্রণালয়, সংস্থা এবং বিভিন্ন সোসাইটির কার্যকর সমন্বয়ের উপর জোর দেয়া হয়। নীতি অনুযায়ী বেসরকারী উদ্যোক্তদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ট্যাক্স হলিডে, ঋণ, হ্রাসকৃত কর, ভূমি বরাদ্দ প্রভৃতি সুবিধা দেয়া হচ্ছে।

৩.২.১.৯ কৃষি নীতি

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের কৃষি নীতি প্রণয়ন করা হয়। একটি নতুন কৃষি নীতি বর্তমানে প্রণয়নাধীন আছে। কৃষি নীতিতে যে বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, বীজ, সার, সেচ, কীট-পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, কৃষি গবেষণা, সম্প্র সার্ভিস, কৃষি বিপনণ, ভূমি ব্যবহার, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, পরিবেশ এবং কৃষি, নারী এবং কৃষি, কৃষি উন্নয়নে যুক্ত বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়। এখানে শুধু মাত্র সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ভূমি ব্যবহার

নীতিতে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। যদিও ভূমির ব্যক্তিমালিকানাধীন, তবুও সাধারণভাবে ভূমিকে সামাজিক লক্ষ্য এবং উপযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষীরা সংখ্যা গরিষ্ঠ তাই তাদের স্বার্থকে রক্ষা করতে হবে। পরিকল্পিত উপায়ে ভূমি ব্যবহার করে কৃষি উৎপা জন্য নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপ সুপারিশ করা হয় :

- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (এসআরডি) কর্তৃক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভূমি জোনিং কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে। এই এসআরডি এর সমন্বিত কার্যক্রম আরো শক্তিশালী করা হবে।
- ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বটম আপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। এ কাজ করা হবে জনগণের অংশ মাধ্যমে এবং এর বাস্তবায়ন শুরু হবে মৌজা বা গ্রাম থেকে।
- অধিকাংশ স্থানে একই ধরনের জমি বিবিধ ফসলের জন্য উপযুক্ত। এ জন্য কৃষকদের ধানের বিকল্প অধিক লাভজনক উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে।
- অকৃষি ব্যবহার (যেমন, ইমারত নির্মাণ, ইট ভাটা) বৃদ্ধির কারণে উর্বর কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ভূমি আওতায় উপুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই ধারা বন্ধ করতে হবে।
- প্রধান ফসলের সঙ্গে সাথী ফসল চাষ করে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি অধি গ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হবে।
- কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া ভূমি অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে না রাখার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সচেতনতা করতে হবে।
- ভূমি নীতির আলোকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে এবং কৃষি জমি যাতে সময় পতিত অবস্থায় রেখে না দেয়া হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পর্যালোচনা

১। প্রতি বৎসর এক শতাংশে জমি কৃষি থেকে অকৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এমন একটি দেশে যেখানে ক্রমাগত হারে জনসং ঘটছে। কৃষি ভূমি হ্রাস পেলে ভবিষ্যতে খাদ্য উপাদন হ্রাস পাবে এবং এতে সরাসরি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ জন্য ভূমি রূপান্তর অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু বিষয়টি ভূমি নীতিতে সে ভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় নাই। এতে শুধু উর্বর ভূমি রূপ কথা বলা হয়েছে, সার্বিকভাবে কৃষি ভূমি নয়।

২। সরকার এখনো প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে কার্যকর কোন পদ্ধতি তৈরী করতে পারে নাই।

৩। কৃষি ভূমি রক্ষার জন্য অবিলম্বে কৃষি ভূমি সংরক্ষণের পদক্ষেপ নিতে হবে। পৌরসভাগুলোতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কৃষি ভূ ভূক্ত করা হচ্ছে। অনেক স্থানে দেখা যায়, পৌরসভার মোট আয়তনের ৭০ শতাংশই কৃষি ভূমি।

৩.২.১.১০ জাতীয় বন নীতি

১৯৭৯ সালে প্রণীত বন নীতি সংশোধন করে ১৯৯৪ সালে নতুন বন নীতি প্রণয়ন করা হয় যা ৩১ মে ১৯৯৫ গেজেট করা হ নীতির অধীনে ২০ বৎসর মেয়াদী একটি ফরেস্ট মাস্টার প্ল্যান তৈরীর কথা বলা হয়। পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যা জাতিসংঘের সহায়তায় দেশের বন সম্পদ রক্ষার জন্য ১৯৯৪ সালে একটি ফরেস্ট মাস্টার প্ল্যান তৈরী করা হয়। এতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন- টেকসই, দক্ষতা এবং জনগণের অংশ গ্রহণেন উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৪ সালের বন নীতির উদ্দেশ্যঃ

- বনভূমি, কৃষির অযোগ্য ভূমি, হিন্টার ল্যান্ড এবং অন্যান্য ভূমির ২০ শতাংশ ভূমিতে বনায়ন করে বর্তমান এবং ভবিষ্যত বংশধরদের চাহিদা পূরণ করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা।
- বিদ্যমান অধঃপতিত বনভূমি রক্ষা করে জীব বৈচিত্র উন্নয়ন করা এবং পাখী ও প্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ করা। ।
- কৃষি সংশ্লিষ্ট সেক্টরগুলিতে সহায়তা সম্প্রসারণ করে (বিশেষত ভূমি এবং জলাশয়) কৃষি খাতকে শক্তিশালী করা।
- বিভিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা জাতীয় অঙ্গীকার এবং দায়িত্ব পালন করা। বৈশ্বিক উষ্ণতা, মরুকরণ, বন্য পাখী এবং প্রাণী দিয়ে বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে সরকার কর্তৃক অঙ্গিকারকৃত চুক্তি পালন করা।
- বনভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করা, অবৈধ বৃক্ষ নিধন, অবৈধ বন্য প্রাণী শিকার রোধ করা।
- বনজ সম্পদ কার্যকরভাবে ব্যবহারে উৎসাহিত করা।
- সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে বনায়ন কার্যক্রমে সহায়তা করা।

১৯৯৪ সালের জাতীয় বন নীতিতে বর্ণিত বিষয়সমূহঃ

- কমিউনিটি ফরেষ্ট্রী এবং সামাজিক বনায়ন বিষয়ক জমি লীজ প্রদানের সময় দরিদ্র কমিউনিটি এবং সমাজের দরিদ্র মানুষকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
- আয়ের জন্য ভূমি নেই এমন নারী এবং দরিদ্র মানুষদের নার্সারী, বৃক্ষ রোপন, বন ব্যবস্থাপনা, গাছ কাটা এবং বন শিল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে।
- কমিউনিটি বৃক্ষ রোপন, রাস্তার পাশে কমিউনিটি বা পরিবার ভিত্তিক বৃক্ষ রোপন, উইন্ড ব্রেক, খাল/নদী, এবং অন্যান্য সরকারী জমিতে বৃক্ষ রোপন কাজে এনজিও বা সংশ্লিষ্ট সরকারী এজেন্সিকে কাজে লাগানো হবে।
- ফার্মে এবং বেসরকারী ভূমিতে বৃক্ষ রোপনে মালিকানা বা অধিকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।
- সংরক্ষিত এলাকার পাশে বাফার জোন বৃক্ষ রোপনের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী লীজ দেয়া যেতে পারে।
- গৃহস্থালী বনায়নের জন্য সরকার সব ধরনের কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে।
- পল্লী এলাকায় অবস্থিত শ্রম ঘন ক্ষুদ্র শিল্প এবং যে সমস্ত শিল্প কাঠ প্রক্রিয়াকরণ কাজে নিয়োজিত এবং বন সংক্রান্ত অন্যান্য কাঁচামাল তৈরী করে স্থানীয় অর্থনীতিকে সহায়তা করে সেগুলিকে রাষ্ট্র সহায়তা প্রদান করবে।
- বাইরের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক সহায়তা বৃক্ষ চাষী এবং অন্যান্য উৎপাদনকারীদের সহায়তার জন্য প্রদান করা হবে যাতে বনায়ন হয় এবং বন ভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন করা যায়।
- যদিও বন বিভাগ জাতীয় বনভূমি ও পল্লী এলাকায় বনভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, তবুও যে সমস্ত স্থানে ব্যাপক চাহিদা আছে সেসমস্ত স্থানে জনগনের চাহিদা অনুযায়ী অংশগ্রহণ ভিত্তিক পদ্ধতিতে কাজ করা হবে।
- নির্দিষ্ট বন এলাকার কাছাকাছি বসবাসকারী অধিবাসীরা সেখানে বসবাস করতে থাকবে এবং তাদের বন সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করা হবে।
- রাষ্ট্র বন ধ্বংস নিরুৎসাহিত এবং ফার্ম ফরেষ্ট্রী উন্নয়নের জন্য ভূমি নীতি, কৃষি নীতি, শিল্প নীতি, বাণিজ্য নীতি, রাজস্ব এবং অন্যান্য নীতি সংস্কার করবে।
- সামাজিক বনায়নের জন্য বন বিভাগকে পূণর্গঠন এবং শক্তিশালী করা হবে।

৩.২.১.১১ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০৮-২০১৫ বাংলাদেশে বৃহত্তর পরিসরে দুর্যোগ প্রশমণের লক্ষ্যে প্রণীত একটি দেশী এবং আন্তর্জাতিক প্রয়াসের ফসল। এটি প্রণীত হয়েছে সরকারের রূপকল্প এবং খাদ্য এবং দুর্যোগ প্রশমন মন্ত্রণালয়ের দরিদ্র মানুষের প্রাকৃতিক, পরিবেশগত এবং মনুষ্য কর্তৃক তৈরী করা বিপর্যয় ঘটিত বিপদ থেকে রক্ষার প্রয়াসের অংশ হিসাবে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে, ক) দুর্যোগ মোকাবেলায় সনাতন রিলিফ নির্ভর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে ব্যাপক ভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস সংস্কৃতি গ্রহণ। খ) [illegible] বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালী করে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে দক্ষ করে তোলা।

উদ্দেশ্য

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে জাতীয় অগ্রাধিকার এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় নিয়ে যেতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে রূপকল্প এবং জাতীয় লক্ষ্যের পরিপূরক করতে হবে।

- কৌশলগত নির্দেশনা এবং অগ্রাধিকার তৈরী করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতি এবং কার্যক্রম এ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- সরকারী এবং বেসরকারী খাতের সমন্বয়ে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত এবং সর্বোত্তম সমন্বিত কার্যক্রম কাঠামো তৈরী করতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য কার্যকরভাবে তৈরী করতে হবে।
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়, এনজিও, সিভিল সোসাইটি এবং বেসরকারী খাতের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে হবে, কিভাবে তাদের কা কৌশলগত লক্ষ্য এবং সরকারী রূপকল্পের লক্ষ্য আর্জনে সহায়তা করতে পারে।

পর্যালোচনা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা একটি ঐতিহাসিক দলিল যা সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য। এতে সকল স্টেকহোল্ডাকে সঙ্গে একত্রে কা করার প্রবণতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এতে সরকারী এবং অন্যান্য প্রধান বেসরকারী সংস্থার (যেমন, এনজিও, শিক্ষা এবং কারিগরী ইনস্টিটিউট, বেসরকারী সেক্টর এবং দাতা সংস্থা) মধ্যে সমন্বয় করে কৌশলগত, বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তবা পার্টনারশীপ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। সরকারের কাজ হচ্ছে ঝুঁকি হ্রাস এবং সার্বিক দুর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্থাপনা যা জাতীয় নীতি এবং কার্যক্রমের প্রধান ফোকাস পরিলক্ষিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

৩.২.১.১২ প্রতিবন্ধী এবং অটিজম ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় এ্যাকশন প্ল্যান তৈরী

সরকারী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজ সেবা বিভাগ প্রতিবন্ধী এবং অটিজম ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় এ্যাকশান প্ল্যান তৈরী ক হয়েছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বেশ কিছু নীতি প্রণয়ন করেছে যেমন, জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতি ১৯৯৫। এর লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন এবং তাদের সামাজিক অধিকার সংরক্ষণ। একই সঙ্গে এ্যাকশান প্ল্যান তৈরী করে নীতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়ে

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন এবং তাদের সামাজিক অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে,

১। প্রতিবন্ধীদের সহজে টিকেট প্রাপ্তির জন্য রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল, নদী বন্দর, ষ্টিমার টার্মিনাল এবং এয়ারপোর্টে পৃথ কাউন্টার স্থাপন করা।
২। প্রতিবন্ধীদের জন্য বাস, ট্রেন এবং জলযানে সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখা।
৩। সরকারী চাকুরীতে এতিম এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য পদ সংরক্ষিত রাখা।
৪। প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রতি সরকারী ভবনে র‍্যাম্প তৈরী করা।
৫। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারী চাকুরীতে প্রতিবন্ধীদের নিয়োগের ব্যাপারে বিদ্যমান বাধাও দূর করা হবে।
৬। সকল সরকারী এবং বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে প্রতিবন্ধীদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

পর্যালোচনা

প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ রক্ষায় সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজ সেবা মন্ত্রণালয় সমন্বয় করছে। সরকরী নীতিতে অটিজ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অটিজম বিষয়ে ভালো অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষত অটিজম শিশুদের সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২.১.১৩ জাতীয় বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) ১৯৯৩

জাতীয় বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) এর উদ্দেশ্য ইমারতের নক্সা, নির্মাণ, নির্মাণ সামগ্রীর মান, ইমারত ব্যবহারকারী ও ব্যব ইমারতের অবস্থান এবং রক্ষনাবেক্ষণ যেন এমন মানের হয় যাতে জীবন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সম্পত্তি এবং জন নিরাপত্তা সাধ্যমত নি করা যায়। এর লক্ষ্য হচ্ছে জন নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্য, ইমারত নির্মাণ, পুণর্নির্মাণ, মেরামত, অপসারণ, ব্যবহার বা ব্যবহারকা কারণে, আগুন লাগার কারণে, আলো বাতাস বা সেনিটেশনের অভাব ইত্যাদি কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বিল্ডিং কোডে মূ ইমারতের প্রধান বিষয় যেমন, অগ্নি নির্বাপণ, নির্মাণ সামগ্রী, ইমারতের কাঠামো ডিজাইন, নির্মাণ পদ্ধতি এবং নিরাপত্তা এ ইমারতের সার্ভিস ইত্যাদি বিষয়ে মান নির্ধারণ ও সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া কোডে ঐতিহাসিক ইমারত সংরক্ষণের বিষ সুপারিশ করা হয়েছে। বিল্ডিং কোড ১৯৯৩ সালে প্রণীত হলেও ২০০৮ সালে তা আইনে পরিণত করা হয়।

পর্যালোচনা

বিল্ডিং কোড আইন প্রণীত হলেও এর প্রয়োগ বর্তমানে শুধু দেশের বড় বড় শহরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এ বিষয়ে জন সচেতনতার যথেষ্ট অভাব আছে।

৩.২.১.১৪ ইমারত নির্মাণ আইন ১৯৫২

নির্দিষ্ট এলাকার পরিকল্পনা প্রনয়নের স্বার্থে বিক্ষিপ্ত নির্মাণ এবং পুকুর কাটা প্রতিরোধের জন্য ১৯৫২ সালে এই আইন পাশ করা হয়। তবে আইনটি যে সমস্ত শহরে নগর স্থানীয় সরকার আছে শুধু মাত্র ঐ সমস্ত শহরে প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই আইনে ইমারত নির্মাণের জন্য কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন

আইনে ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। মাস্টার প্ল্যানে ভবিষ্যৎ ভুমি ব্যবহার জোনিং প্রদর্শণ করা হয়। উল্লেখিত ভুমি ব্যবহার অনুযায়ী প্রস্তাবিত ইমারতের নক্সা অনুমোদন করা হয়।

ইমারত নির্মাণ বিধি

ইমারত নির্মাণ আইনের ১৮ ধারায় ইমারত নির্মাণ বিধি দেয়া আছে, যার অধীনে ইমারতের নক্সা অনুমোদন করা হয়ে থাকে। সর্বশেষ বিধি তৈরী করা হয় ১৯৯৬ সালে। ইমারত নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সমস্যার জন্য ২০০৮ সালে ঢাকা শহরের জন্য পৃথক বিধি তৈরী করা হয়।

নির্মান অপসারণের ক্ষমতা (ধারা ৩বি)

ইমারত নির্মাণ আইনে নক্সা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষকে অবৈধ নির্মাণ অপসারণের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদিত নক্সা লংঘণ করে ভবন নির্মাণ করলে কর্তৃপক্ষ ঐ ভবন ভেঙে ফেলার ক্ষমতা রাখে।

পাহাড় কর্তণে নিষেধাজ্ঞা (ধারা ৩সি)

আইনের ৩সি ধারায় পূর্ব অনুমোদন ছাড়া সকল ধরনের পাহাড় কাটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অবৈধ নির্মাণ অপসারণ (ধারা ৭)

নক্সা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষকে ধারা ৭ বলে ইমারত নির্মাণ বিধি লংঘন করে নির্মিত ইমারত অপসারণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। প্রথমে ইমারতের মালিককে তার অবৈধ ইমারত অপসারণের নির্দেশ প্রদান করা হবে। মালিক তাতে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ এই আইন বলে নিজে তা অপসারণ করবে এবং মালিকের কাছ থেকে এই অপসারণ কাজের সকল ব্যয় পুনরুদ্ধার করবে।

আপিল

তবে আইনে কর্তৃপক্ষের যে কোন পদক্ষেপের বিষয়ে আপিল করার বিধান আইনে রাখা হয়েছে।

পর্যালোচনা

১। মাস্টার প্ল্যান জোনিং করার প্রধান উদ্দেশ্য নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু অধিকাংশে শহরের কোন মাস্টার প্ল্যান নাই। এটি ঐ সমস্ত শহরের নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত করছে।
২। নির্দেশদানকারীদের বিধি লংঘন মনিটরিংএর ক্ষেত্রে প্রকট অবহেলা রয়েছে।
৩। অধিকাংশে বাড়ীর মালিক অনুমোদন কর্তৃপক্ষের বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করে নক্সা অনুমোদন করে না।
৪। সরকারী ইমারত নির্মাণে, ইমারত নির্মাণ বিধি অনুসরণ করে না, যা বৈধ নয়।

৩.৩ জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা সমূহের সাথে সিলেট মাস্টার প্ল্যানের সম্পর্ক

বিদ্যমান পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার কোন সম্পর্ক পাওয়া যায় না। বর্তমা উন্নয়ন বাজেটে যে সম্পদ বন্টন করা হয় তা একটি টপ-ডাউন পদ্ধতি যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। প্রকৃ প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে দুর্বলভাবে শুধুমাত্র জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই পরিকল্পনাগুলো প্রণয়ন করা হয়। ফলে স্থানীয় জনসাধার প্রয়োজন এবং আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত প্রতিফলন জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনাগুলোতে পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যব করে সরকারী দলের স্থানীয় নেতারা নিজেদের খেয়ালমত পরিকল্পনা করেন যাতে জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা প্রয়োজ প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার একটি সুষ্ঠু সমন্বয় প্রয়োজন যাতে স্থানীয় জনসাধার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিকল্পনার সমন্বয় ঘটে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন "বটম-আপ" পদ্ধতি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের পরা মোতাবেক বাজেট বন্টন।

এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য সিলেট বিভাগীয় শহরের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা। এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন ক্ষে অনেকগুলো উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। এই উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবকাঠামো এবং সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন এ স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ও ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। এর মাধ্যমে এলাকায় নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে এবং এতে কর্মসংস্থা বাড়বে। ফলশ্রুতিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পাবে এবং তা দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করবে যা পিআরএসপি এর অন্য প্রধান উদ্দেশ্য। মাস্টার প্ল্যানে প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্প, বাণিজ্য ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এ এটি সরাসরি দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করবে এবং স্থানীয় তথা জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ঘটবে। এর মাধ্যমে শহরের বাইরে থে কাজের সন্ধানে আসা লোকজনদের গ্রহণ করা শহরের পক্ষে সুবিধাজনক হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

চতুর্থ অধ্যায়

উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

৪.১ অবকাঠামোগত সেবা সুবিধা

কৌশলগত পর্যায়ে (Strategic Level) সিলেট শহরের কোন অবকাঠামোগত সুবিধাই সন্তোষজনক পাওয়া যায় নাই। শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় যার ফলে বর্ষাকালে শহরের জলাবদ্ধতা জটিল আকার ধারণ করে। শহরে পর্যাপ্ত, মান সম্মত চওড়া এবং সুষ্ঠু সংযোগ রাস্তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। সারা দেশের মত এখানেও বিদ্যুৎ সমস্যা মানুষের দুর্ভোগের কারণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। শহরের বহু সংখ্যক মানুষ আর্থিক সঙ্গতির অভাবে গ্যাস সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রতিনিয়ত যে হারে শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে ভূগর্ভস্থ পানি নি:শেষ হয়ে পানির সংকট দেখা দিতে পারে।

সিলেট শহরের অবকাঠামোগত প্রধান উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে- যাতায়াত ব্যবস্থা, জ্বালানী ও পানি সরবরাহ। যাতায়াত ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন। শহরবাসী প্রাত্যাহিক জীবনে দুই ধরনের জ্বালানী ব্যবহার করে থাকে-বিদ্যুৎ এবং গ্যাস।

৪.২ নগরায়ন এবং জনসংখ্যা

সিলেট শহরে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শহরের ভৌগলিক আয়তনও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। **সারণি-৪.১** এ ১৯০১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার জনসংখ্যা ও তার প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে।

সারণি-৪.১: ১৯০১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার জনসংখ্যা ও তার প্রবৃদ্ধি

আদমশুমারী সাল	মোট জনসংখ্যা	জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার (%)
১৯০১	১৩,৮৯৩	-
১৯১১	১৪,৪৫৭	০.৩৯
১৯২১	১৬,৯১২	১.৫৮
১৯৩১	২১,৪৩৫	২.৪
১৯৪১	২৮,১২৮	২.৭৫
১৯৫১	৩৩,১২৪	১.৬৫
১৯৬১	৪০,৬৪৪	২.০৭
১৯৭৪	৬৩,৪১৭	৩.৫
১৯৮১	৮৭,৯২২	৮.৪
১৯৯১	১,১৭,৩৯৬	২.৯৩
*২০০১	২,৬২,৮৯৯	৮.৪
**২০০৬	৩,৯৩,৪৯১	৮.৪
**২০১০	৫,৪৩,৩১৬	৮.৪ (এসসিসি এলাকা) ৪.৩৫ (সম্প্রসারিত এলাকা)

সূত্র: বিবিএস, কনসালট্যান্ট কর্তৃক অভিক্ষেপকৃত ; বি.দ্র: * পৌর এলাকা ** অভিক্ষেপকৃত

প্রকল্পের সীমানা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত- সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকা ও পরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত সংলগ্ন সম্প্রসারিত এলাকা। এই দুটি এলাকার জনসংখ্যা ঘনত্বে ব্যাপক তারতম্য লক্ষ্যণীয় (সারণি-৪.২)। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গড় জনসংখ্যা ঘনত্ব একরপ্রতি ৮০ জন, পক্ষান্তরে সম্প্রসারিত এলাকায় গড় জনসংখ্যা ঘনত্ব একরপ্রতি মাত্র ৭ জন। আদমশুমারীর (২০০১) তথ্য থেকে ২০১০ সালের জনসংখ্যা অভিক্ষেপ করে স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার ২০১০ সালের জনসংখ্যা ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে একর প্রতি ২৫ জন (৬১২২ জন প্রতি বর্গ কি:মি:)। সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এই হার একরপ্রতি ৬০ জন (১৬২৯৬ জন প্রতি বর্গ কি:মি:)। ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা ঘনত্ব বৃদ্ধি হিসাব করা হয়েছে ৫১ শতাংশ।

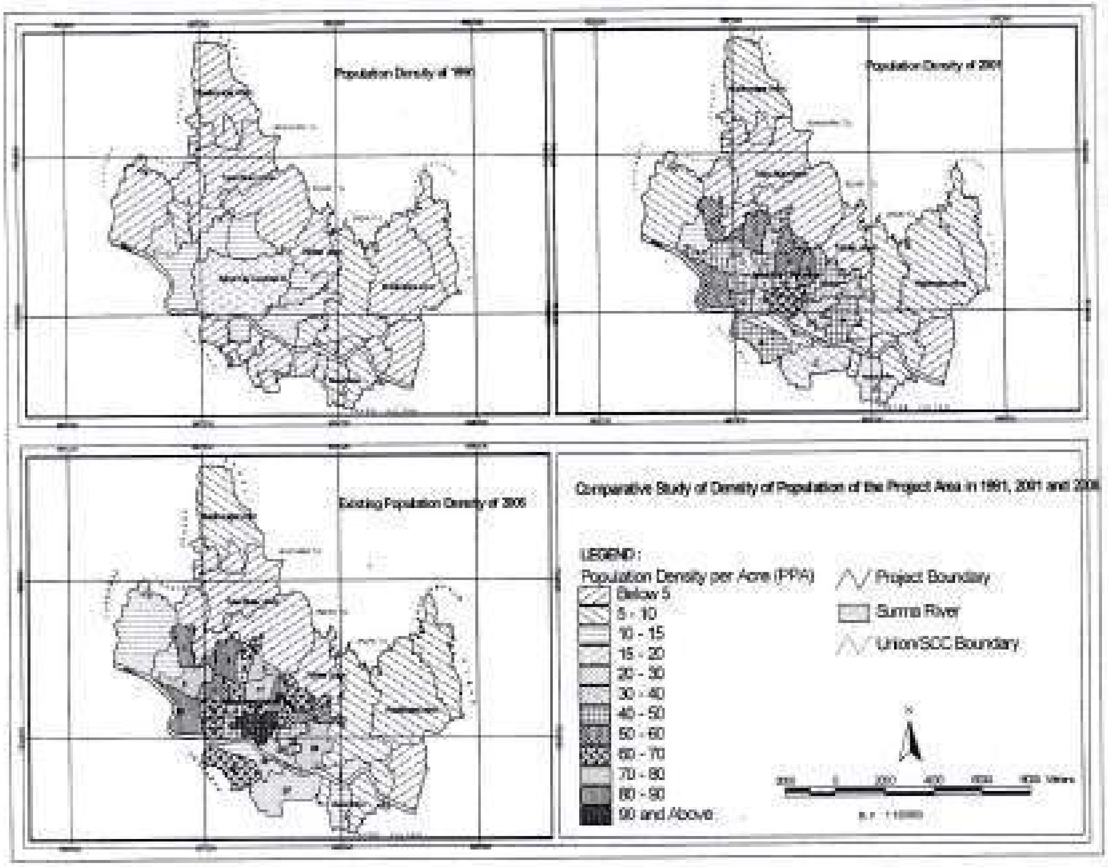

চিত্র-৪.১: ১৯৯১,২০০১ ও ২০০৬ সালে স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকায় জনসংখ্যা ঘনত্ব পরিবর্তন।

অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা বেশি থাকায় স্বাভাবিক কারণে সিটি কর্পোরেশন এর কেন্দ্রীয় এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনের ১৪ ও ১৫ নং ওয়ার্ড এলাকায় সর্বোচ্চ জনসংখ্যা ঘনত্ব (একরপ্রতি ৯৫ জন) পাওয়া গিয়েছে এবং এ দুটো ওয়ার্ডই শহরের কেন্দ্রীয় এলাকায় অবস্থিত। পরবর্তী সর্বোচ্চ ঘনত্ব পাওয়া গিয়েছে ৭, ৮, ১০ এবং ১৮ ওয়ার্ডে । এগুলোতে জনসংখ্যা ঘনত্ব একরপ্রতি ৬১ থেকে ৮০ জন। ওয়ার্ড নং ২,৪,১৩ এবং ২২ এর ঘনত্ব মধ্যম পর্যায়ের। সর্বনিম্ন জনসংখ্যা ঘনত্ব রয়েছে ওয়ার্ড নং-২৬ এ। এখানে প্রতি একরে ১২ জন বসবাস করে। সুরমা নদীর তীরবর্তী এই ওয়ার্ডে রেল স্টেশন, বাস টার্মিনাল এবং পাইকারী বাজার অবস্থিত। লক্ষ্যণীয় যে, নগরপ্রান্ত এলাকায় জনসংখ্যা ঘনত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রসারিত এলাকায় সর্বোচ্চ ঘনত্ব (একর প্রতি ১৪ জন) পাওয়া গিয়েছে কসবা আখালিয়া এলাকায়। এখানে শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। উত্তরদিকে চা বাগান এলাকায় জনসংখ্যা ঘনত্ব সর্ব নিম্ন (একরপ্রতি ১-৪ জন)। সিটি কর্পোরেশন ও সম্প্রসারিত এলাকায় ১৯৯১, ২০০১ ও ২০০৬ সালের জনসংখ্যা ঘনত্বে একটি তুলনামূলক চিত্র সারণি-৪.২ এ দেখানো হয়েছে।

সারণি-৪.২: পরিকল্পনা এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব

এলাকা	এলাকার আয়তন (একরে)	১৯৯১	২০০১	২০০৬	২০১০
		জন/একরপ্রতি	জন/একরপ্রতি	জন/একরপ্রতি	জন/একরপ্রতি
সিটি কর্পোরেশন	৬৭৫১.৫৭	১৭	৩৯	৫৮	৮০
সম্প্রসারিত এলাকা	১৪২৮৮.১৬	৩	৫	৬	৭
মোট/গড়	২১০৩৯.৭৫	৮	১৬	২৩	৩১

৪.৩ অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান

৪.৩.১ অর্থনৈতিক অবস্থার সাধারণ চিত্র

সিলেট শহরকে রেমিটেন্স শহর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কারণ এই শহরের অধিবাসীরা প্রবাসী সিলেটীদের কাছ থেকে প্রচুর রেমিটেন্স পেয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে শহরের শতকরা প্রায় ১২টি পরিবার প্রবাসী সিলেটীদের কাছ থেকে মাসে মাসে রেমিটেন্স পেয়ে থাকে। সিলেট শহর হচ্ছে সিলেট অঞ্চলের প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্র। মূলত রেমিটেন্সের কারণে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ করছে। ঐতিহাসিকভাবে সিলেটের সঙ্গে বহির্জগতের সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। সিলেট তার নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক। যদিও শিল্পের দিক দিয়ে সিলেট যথেষ্ট অগ্রসর নয়, তবুও শিল্পায়নে ঢাকা ও চট্টগ্রামের পরই সিলেটের অবস্থান। সিলেটের পর্যটন শিল্প যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। হযরত শাহ জালাল (রহঃ) ও তাঁর ৩৬০ জন আউলিয়ার মাজার থাকার কারণে সিলেটকে পবিত্র শহরও বলা হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রতিদিন শহস্রাধিক ভক্ত এ সমস্ত মাজার জিয়ারত করে থাকেন। শহরে উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত সবুজ পাহাড় ও তার পাদদেশে অবস্থিত চা বাগানগুলো শহরকে এক অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে অলংকৃত করেছে এবং শহরের গুরুত্বও প্রভূত বৃদ্ধি করেছে।

সিলেট শহরে অবস্থিত বাজারগুলো শহরের অর্থনৈতিক তৎপরতার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। সিলেট শহরে নির্মাণ শিল্প দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। শহরে প্রচুর এ্যাপার্টমেন্ট, হোটেল ও শপিং মল নির্মিত হচ্ছে। মূলত ভোগ্যপণ্য ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে সিলেট শহরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হচ্ছে। সিলেট জেলা বিসিক দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী সিলেট শহর ও এর আশেপাশে আনুমানিক ২৬৬১টি বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প রয়েছে। এর মধ্যে আছে চালকল, বেকারী, প্রেস, বিভিন্ন ধরণের মেরামত কারখানা, ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, পোলট্রি ফার্ম ইত্যাদি। শহরের আর্থ-সামাজিক জরিপ (২০১০) থেকে দেখা যায় যে ৩৭% উপার্জনকারী উত্তরদাতার আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে ব্যবসা। শহরের অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক তৎপরতায় নিয়োজিত আছে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষ যা এই শ্রেণীর মানুষের বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিভাগীয় শহর ও সিটি কর্পোরেশন হওয়ার কারণে এখানে অনেক সরকারী দপ্তর রয়েছে এবং এগুলো প্রচুর কর্মসংস্থানের উৎস। **সারণি-৪.৩** এ সিলেট শহরে কর্মসংস্থানের চিত্র দেখানো হয়েছে।

সারণি-৪.৩: সিলেট শহরে কর্মসংস্থানের চিত্র (হিসাবকৃত)

উপার্জনের খাত	কর্মসংস্থানের উৎস	বর্তমানে নিয়োজিত সংখ্যা	% হার
ব্যবসা	- বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা - আত্মকর্মসংস্থান - বিভিন্ন ধরণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস	৪৫০০০	২৪.৯৩
যানবাহন	- রিক্সা/ভ্যান/ঠেলা গাড়ী - টাউন সার্ভিস বাস - টেম্পো/লেগুনা/সিএনজি - মাইক্রোবাস/মিনিবাস/বাস/ট্রাক/কার/অন্যান্য	৪০০০০	২২.১৬
বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	- প্রসাশনিক/শিক্ষা/স্বাস্থ্য/ব্যাংক,ইত্যাদি - বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/সরকারী - আধা-সরকারী সংস্থা	২০০০০	১১.০৮
বেসরকারী চাকুরী	- বেসরকারী ব্যবসা/এনজিও/টি এষ্টেট	১৫০০০	৮.৩১
শিল্প-কারখানা	- বিসিক শিল্প এলাকা - এসএমই সেক্টর	১১৩৬০ ১৬১২৫	১৫.২২
নির্মাণ	- হাউজিং এষ্টেট, - সর্ব প্রকার ইমারত নির্মাণ - ব্রিক ফিল্ড	১৮০০০	৯.৯৭
অদক্ষ শ্রম	- দিন মজুরী	৫০০০	২.৭৭
অন্যান্য		১০০০০	৫.৫৪
মোট		১৮০৪৮৫	১০০.০০

উৎস: জনশ্রুতির তথ্য থেকে হিসাবকৃত

শহরের মানুষের শতকরা প্রায় ৬১ জন কর্মক্ষম (১৫ থেকে ৫৯ বৎসর), যদিও এদের মধ্যে মাত্র ৩৩% জন অর্থনৈতিকভাবে নিয়োজিত আছেন। শহরের ৩৯% মানুষ নির্ভরশীল অর্থাৎ হয় শিশু অথবা কর্মে অক্ষম বৃদ্ধ। সিলেট শহরের পরিবারগুলির গড় মাসিক আয় ১৫ হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকা। জরিপ থেকে দেখা যায় প্রায় ২৬% মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে। এদের মাসিক আয় ৫৫০০ টাকা বা তার কম। অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের হার দেশের গড় দারিদ্র হারের (৪০%) তুলনায় কম।

সিলেট শহরের সমস্যা বাংলাদেশের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্যান্য শহরের মতই। এখানে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের আধিক্য রয়েছে। এদের যথেষ্ট কর্মসংস্থান ও আয় না থাকায় ভোগ্যপণ্যের বাজার ধীর গতিতে সমপ্রসারিত হচ্ছে । এই প্রবণতা বিনিয়োগ কারীদের আকৃষ্ট করার মত যথেষ্ট আকর্ষনীয় নয়। বিনিয়োগ পরিবেশ যথেষ্ট অনুকুল না থাকায় রেমিটেন্সের অর্থ হয় ব্যাংকে পড়ে থাকছে অথবা অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হচ্ছে। ফলে সিলেটে বেসিক শিল্প গড়ে উঠছে না। প্রবাসীরা এখানে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী কিন্তু পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না থাকায় তারা বিনিয়োগের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এতদসত্ত্বেও সিলেটে এখনো বিনিয়োগ সম্ভাবনা ব্যাপক এবং পর্যাপ্ত বিনিয়োগ হলে সিলেট অঞ্চল জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

৪.৩.২ বাজার ও বিপনন সুবিধা

বাজার ও বিক্রয়কেন্দ্রগুলো সিলেট শহরের অর্থনৈতিক তৎপরতার মূল কেন্দ্রবিন্দু। এখানে গুরুত্ব ও বিশেষত্ব বিবেচনায় বিভিন্ন আয়তনের প্রায় ৩০ টি ছোট বড় বাজার আছে। এর মধ্যে কদমতলী মার্কেট ফলের পাইকারী বাজার হিসাবে বিখ্যাত। এখানে দেশ বিদেশ থেকে ফল আমদানী ও কেনা বেচা হয়। এখানে প্রায় ৫০টি পাকা দোকান আছে এবং প্রতিদিন ৫০-৬০টি পিক আপ ভ্যানে আসা ফল ক্রয় বিক্রয় হয়। স্থানীয় উৎস থেকে জানা যায় যে এখানে প্রতিদিন প্রায় ৫ লক্ষ টাকার ফল কেনা বেচা হয়।

শহরে হাজী নোয়াব আলী মার্কেট ও সিলেট ট্রেড সেন্টার নামে দুটো পাইকারী শব্জির বাজার আছে। দুটো বাজারে দোকানের সংখ্যা প্রায় ২৫০ টি। বাজার দুটোতে প্রতিদিন প্রায় ২৫০ মেট্রিক টন শব্জি কেনা বেচা হয় যার বাজার মূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা।

কালীঘাট বাজারে প্রধানত চাল পাইকারী কেনা বেচা হয়। এখানে উত্তরাঞ্চল থেকে প্রতিদিন ২৫০ মেট্রিক টন চাল আসে। এছাড়াও এখানে আলু, আদা, পেয়াজ, রসুন ইত্যাদিও কেনা বেচা হয়। এই বাজারে প্রতিদিন প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মালামাল লেন দেন হয়।

কাজীর বাজার নামে শহরে একটি মাছের পাইকারী বাজার আছে। এখানে প্রতিদিন ৪৫ থেকে ৫০ ট্রাক মাছ কেনা বেচা হয়। এখানে হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন হাওড় এলাকা থেকে মাছ আমদানী করা হয় ।

আশির দশকে সিলেট শহরে হাতে গোনা কয়েকটি শপিং সেন্টার ছিল। বর্তমানে সেখানে ব্যাপক সংখ্যক শপিং মল গড়ে উঠেছে। লন্ডন ম্যানসন, মিলেনিয়াম শপিং সিটি, জাতীয় আধুনিক শপিং সেন্টারগুলো প্রবাসী সিলেটী ও স্থানীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে লক্ষ্য করে নির্মাণ করা হয়েছে।

সিলেট শহরে প্রায় ৩ লক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য মাত্র ২২ টি ছোট বড় কাঁচা বাজার আছে। কিন্তু বাজারগুলো সুষমভাবে শহর জুড়ে ব্যাপৃত নয়। অধিকাংশ বাজার শহরের কেন্দ্রীয় এলাকায় অবস্থিত। আবার কিছু বাজার ফুটপাথ দখল করে গড়ে উঠেছে। বাজার ছাড়াও সিলেটে বড় রাস্তার ধারে অপ্রাতিষ্ঠানিক দোকানপাট আছে যা মূলত শহরের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের উপার্জনের উৎস।

বিদেশ থেকে ব্যাপক হারে রেমিটেন্স আশার ফলে সিলেট শহরের ভোগ্যপণ্যের বাজার ভবিষ্যতে আরো বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারী আনুকূল্যে এ অঞ্চলে একটি স্পেশিয়াল ইকোনোমিকজোন (Special Economic Zone) গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। এটি সম্ভব হলে সিলেটে শিল্প কাঠামো গড়ে উঠতে পারে, যা সিলেটের অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ করবে এবং স্থানীয় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করবে। এর ইতিবাচক ফলাফল সামগ্রিকভাবে সমগ্র সিলেট অঞ্চলে পড়বে।

৩.৪ পরিবহন ব্যবস্থা

৩.৪.১ বিদ্যমান পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

সমগ্র দেশের সঙ্গে সিলেটের অত্যন্ত ভালো সড়ক, রেল, অভ্যন্তরীণ নৌ ও বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। সুরমা নদীর তীরবর্তী এলাকায় নৌ যোগাযোগের কারণে প্রাচীনকাল থেকে সিলেট শহরের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য চালু ছিল। কিন্তু সুরমা নদী বর্তমানে নৌ চলাচলের উপযোগী না থাকায় নৌ পথে যাতায়ত অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়েছে।

ঢাকা ও চট্টগ্রামের সঙ্গে সিলেটের ভালো রেল ও সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। ওসমানী বিমান বন্দর এখন দেশের তৃতীয় আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। নতুন ও উন্নত সড়ক নির্মাণের ফলে এখন ঢাকা ও সিলেটের মধ্যে যাতায়ত সময় ৭/৮ ঘণ্টা থেকে ৪/৫ ঘণ্টায় নেমে এসেছে। নব নির্মিত সিলেট-জাফলং সড়ক এ অঞ্চলের পর্যটন ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে আরো উজ্জ্বল করেছে। প্রস্তাবিত বাইপাস সড়ক সিলেট শহরে যানজট কমাতে যথেষ্ট অবদান রাখবে।

উন্নত সড়ক ও ভালো বাস সার্ভিস চালু হওয়ায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আগের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন অনেক উন্নত। যার ফলে সড়ক পথে সর্বাধিক পরিমান যাত্রী (৯০%) চলাচল করছে ও মালামাল (৮৭%) পরিবহন হচ্ছে। সিলেট শহরে আনুমানিক ৩৫ হাজার যান্ত্রিক এবং ২.৫ লক্ষ অ-যান্ত্রিক যানবাহন রয়েছে। আগামী ১০ বৎসরে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সারণি-৩.৪: সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত অবকাঠামো।

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	দৈর্ঘ্য/সংখ্যা
১.	পাকা সড়ক	৫০০ কি:মি:
২.	কাঁচা সড়ক	১৫৯ কি:মি:
৩.	পাকা ড্রেন	৬০০ কি:মি:
৪.	কাঁচা ড্রেন	৪৫০ কি:মি:
৫.	ব্রিজ	৪ টি
৬.	বক্স কালভার্ট	৫০ টি
৭.	ফুট ওভার ব্রিজ	০৫ টি

সূত্র: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ২০০৭

শহরে প্রচুর সড়ক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শহরের কিছু কিছু রাস্তায় যান জট একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। এই যান জটের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে যান বাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, অদক্ষ যান বাহন ব্যবস্থাপনা, একই রাস্তায় যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন, ট্রাফিক আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ না করা ইত্যাদি। রিক্সা শহরের সর্বাধিক ব্যবহৃত বাহন। এর পর আছে টেম্পো, ব্যক্তিগত গাড়ী ও বেবি টেক্সি। বর্তমানে সিলেট শহরে ৩০ থেকে ৪০ হাজার রিক্সা আছে যার অধিকাংশই অনুমোদনহীন। সিটি কর্পোরেশনের তালিকা অনুযায়ী বৈধ রিক্সার সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। সিলেট শহরে রাস্তা পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত নয়। পুরাতন শহর এবং নতুন শহরের কিছু এলাকায় রাস্তা অত্যন্ত সরু এবং আঁকা বাঁকা। ভবিষ্যতে জনসংখ্যা ও ইমারতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে রাস্তায় যাতায়াত সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। প্রতিটি রাস্তার সংযোগস্থলের প্রশস্ততা চলাচলকারী যান বাহনের জন্য প্রয়োজনের চেয়ে কম। এই সমস্যা আম্বরখানা সংযোগস্থলে অত্যন্ত প্রকট। সিলেট শহরে অফিস ভবন, মার্কেট, আবাসিক ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যিক এলাকাগুলি অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন স্থানে পিক আওয়ারে পার্কিং এর স্থানগুলো যথেষ্ট গাড়ী সংকুলান করতে পারে না। রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়ীগুলো রাস্তার প্রশস্ততা কমিয়ে দেয়, ফলে যান জট দেখা দেয়।

আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে শহরের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ ১ থেকে ৩ কিলোমিটারের মধ্যে যাতায়াত করে। বন্দর বাজার এলাকায় অধিকাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিপণী কেন্দ্র অবস্থিত। সুরমা নদীর উত্তরাংশের শহর এলাকায় আয়তাকার গ্রীড আকৃতিতে নেটওয়ার্ক তৈরী করেছে। এই গ্রীডের মধ্যে রয়েছে, কাজীর বাজার, লামা বাজার পয়েন্ট, রাজাবি বাজার পয়েন্ট, জিন্দা বাজার পয়েন্ট, শাহী ঈদগাহ, আম্বরখানা, নয়া সড়ক, নায়ওরপুল, শাহ জালাল ব্রিজ, কীন ব্রিজ বা কোর্ট পয়েন্ট। এ সমস্ত এলাকার অধিকাংশ রাস্তায় প্রায় সারা দিনই যান জট লেগে থাকে, বিশেষত পিক আওয়ারে অত্যন্ত জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ রাস্তাগুলোর প্রশস্ততা ৬ থেকে ১৫ ফুটের বেশি নয়। ফলে প্রতিনিয়ত যান জট হয়। বর্তমান পরিকল্পনার লক্ষ্য সিলেট শহরে একটি সমন্বিত, দক্ষ ও ব্যয় সাশ্রয়ী সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা পরিবেশ বান্ধব, গ্রহণযোগ্য এবং শহরের ভবিষ্যত

অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহায় হবে। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা স্থানীয় সড়কগুলো বড় সমস্যা। এ সমস্ত রাস্তা নিয়মি রক্ষনাবেক্ষণ করা হয় না ফলে প্রতিনিয়ত জনদুর্ভোগ বেড়ে চলছে।

৪.৪.২ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যয়

শহরবাসীকে প্রতিদিন দুই ধরণের যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়-নিজের বাড়ীর সঙ্গে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় সিলেটে চমৎকার যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সড়ক, রেল ও বিমান, সব ধরনের যাতায়াত সুবিধা সিলেটে রয়েছে। রাজধানীর সঙ্গে সিলেটের তিনটি পথেই চমৎকার যোগাযোগ রয়েছে। ওসমানী বিমান বন্দর দেশের তৃতীয় আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। নিচে লং রুটে সড়ক ও রেল পথে প্রতি কিলোমিটারের ব্যয় লেখানো হলোঃ

- সড়ক পথে : টাকা ০.৯০ প্রতি কিঃমিঃ
- রেল পথে : টাকা০.৭০ প্রতি কিঃমিঃ

স্থানীয় যাতায়াতের জন্য রিক্সা সবচেয়ে জনপ্রিয় বাহন। এছাড়া টেম্পো এবং বেবি ট্যাক্সিও ব্যবহৃত হয়। এখানে বিভিন্ন ধরণের বাহনের প্রতি কিলোমিটার ভাড়ার হার দেয়া হলোঃ

- রিক্সা : টাকা ১০-০০ প্রতি কিঃমিঃ
- বেবি ট্যাক্সি : টাকা ৮.০০ প্রতি কিঃমিঃ
- টেম্পো : টাকা ১.২০ প্রতি কিঃমিঃ

সীমিত সংখ্যক পরিবারের ব্যক্তিগত গাড়ী রয়েছে। এরা তুলনা মূলকভাবে অবস্থাপন্ন।

৪.৫ আবাসন ব্যবস্থা

সিলেটে বর্তমানে শ্রম নির্ভর অর্থনৈতিক তৎপরতার আধিক্য থাকায় শহরে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের সংখ্যা বেশি। এ ছা রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। শ্রম বাজার ক্রমশ প্রসারিত হওয়ায় সিলেটে অন্য জেলা থেকে শ্রমজীবিদের অভিগমন বাড়ছে। এ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য আবাসন সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়। বিশেষত নিম্ন আয়ের মানুষের আবাসন সংকট প্রকট। অন্য দিকে শহ প্রচুর এ্যাপার্টমেন্ট গড়ে উঠছে কিন্তু বাজারে তেমন চাহিদা নেই। প্রবাসীরা শহরে বিনিয়োগের আর কোন নিরাপদ ক্ষেত্র না পে রিয়েল এস্টেট খাতে বিনিয়োগ করছে। এর ফলে শহরে জমির মূল্য গগনচুম্বী হয়ে পড়ছে (সারণি-৪.৫)। শহরের অধিকাংশ মা নিম্ন আয়ের হওয়ায় তাদের পক্ষে নিজস্ব বাড়ী করা সম্ভব হচ্ছে না। বাড়ী নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জমির অভাব সিলেটের আবাস সমস্যা সমাধানের প্রধান অন্তরায়। শহরের একটা বিরাট অংশে চা বাগান থাকায় পর্যাপ্ত জমির অভাব। ভূমি দস্যুরা ছড়া/খাল রাষ্ট্রীয় জমি দখল করে ভোগ করছে। এজন্য ঘন ঘন সিটি কর্পোরেশনের এলাকা সম্প্রসারণের প্রবণতা দেখা যায়।

সারণি-৪.৫ঃ সিলেট শহরে ডেসিমেল প্রতি জমির মূল্য (টাকায়)

এলাকা	বিদ্যমান শহর এলাকা	অব্যবহৃত/ নিচু ভূমি	টিলা /পাহাড়ী এলাকা
নগর কেন্দ্র এলাকা	১৫,০০,০০০.০০	২,৪৫,০০০.০০	৩,৫০,০০০.০০
আম্বরখানা	১৫, ০০,০০০.০০	২,১৫,০০০.০০	১,২৫,০০০.০০
সাদীপুর ২য় পর্ব	১২,০০,০০০.০০	১,০৫,০০০.০০	৬,৭০০.০০
রায় নগর	৮,৫০,০০০.০০	১,৬০,০০০.০০	৮৫,০০০.০০
বাগবাড়ী	৫,০০,০০০.০০	১,১০,০০০.০০	৮৫,০০০.০০
আখালিয়া	১,৫০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	১,১০,০০০.০০
সম্প্রসারিত এলাকা	২,০০,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০

উৎস: সিলেট ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস, ২০০৭.

সারণি-৪.৬ এ বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরের বিভিন্ন স্থানের ভূমির তুলনামূলক মূল্য দেখানো হয়েছে। উক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়া সিলেট শহরে ভূমির মূল্য সব চেয়ে বেশি। এ অবস্থার প্রধান কারণ সিলেট শহরে অধিবাসীদের ক্রয় ক্ষমতা অন্যান্য শহরের মানুষের চেয়ে বেশি। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মুখ্য কারণ নয়। কিন্তু এই মূল্য বৃদ্ধির ফলে তুলনামূলক নিম্ন আয়ের মানুষ নিজস্ব আবাসনভূমির মালিক হতে পারছে না।

সারণি-৪.৬: ছয়টি বিভাগীয় শহরে তুলনামূলক জমির মূল্য

বিভাগ	ডেসিমেল প্রতি জমির গড় মূল্য (০০০)			
	পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা	কেন্দ্রীয় এলাকায় অবস্থিত অপরিকল্পিত আবাসিক এলাকা	কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকা	অনুন্নত নগর প্রান্ত এলাকা
ঢাকা	টা. ২১০০- টা.২৫০০ টা. ৫৪৫০০- টা.৫৭৫০	টা. ১২০০	টা. ৪৮০০- টা. ৬৬০০	টা.১৩৫০- টা. ২৫০০
চট্টগ্রাম	টা. ১২০০- টা.১৫০০ টা. ১৫০০- টা.২০০০	টা. ৫০০- টা. ৮০০	টা. ১৫০০- টা. ১৮০০	টা. ২০০- টা. ৫০০
খুলনা	টা.৩০০- টা.৪০০	টা. ৯০- টা. ১০০	টা. ১০০০- টা.১২০০	টা. ৫০- টা.৭০
রাজশাহী	টা.৩৫০- টা. ৪০০	টা. ২০০	টা. ৪৫০- টা.৫০০	টা. ২৫- টা. ৩০
বরিশাল	টা. ৩১০- টা.৩৫০	টা. ১০০- টা.৩০০	টা. ৪৭০- টা.১০৪০	টা. ২০- টা. ৬০
সিলেট	টা. ১২০০	টা. ৫০০- টা. ৮৫০	টা. ১২০০- টা. ১৫০০	টা. ৭০- টা. ১০০

উৎস: সেকেন্ডারী রেফারেন্স ও ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস, সিলেট ও বরিশাল।

বাড়ীর নির্মাণ প্রকৃতি থেকে বাড়ীর মালিকের আয় এবং জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে অনেকটাই ধারণা করা যায়। উচ্চ আয়ের মানুষ ভালো বাড়ীতে বসবাস করে এবং তার পরিবেশ ভালো হয়। সিলেট শহরের প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ নিম্ন মানের বাড়ীতে বসবাস করে। এ সমস্ত বাড়ীর ভাড়া কম এবং পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নেই এবং পরিবেশ খারাপ। শহরে প্রায় ৭৫৫ টি বস্তি আছে, সেখানে শহরের প্রায় ২৭% মানুষ বসবাস করে।

আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার ৫০% লোকের নিজস্ব বাড়ী আছে। বাড়ীর মালিকানা বিষয়ক তথ্য সারণি-৪.৭ এ প্রদান করা হয়েছে। জরিপকৃত পরিবারের ৩৭% ভাড়া বাড়ীতে বসবাস করে, ৪% পরিবার সরকারী বাড়ীতে বসবাস করে।

সারণি-৪.৭: বাড়ীর বসবাস সত্ত্ব

বসবাস সত্ত্ব	সিটি কর্পোরেশন এলাকা		সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত এলাকা		সমগ্র স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকা	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
নিজস্ব বাড়ী	১৭৫৭	৫১.৬	৪০৯	৫৯.৮২	২১৬৬	৫২.০৪
ভাড়া বাড়ী	১৩৬৮	৪০.২	১৫৫	২০.৩৯	১৫২৩	৩৬.৫৯
অতিথি বসবাসকারি	১২	০.৩৫	২	০.২৬	১৪	০.৩৪
বিনা ভাড়ায়	৯৬	২.৮২	৫৬	৭.৩৭	১৫২	৩.৬৫
সরকারী কোয়ার্টার	৭০	২.০৬	৬	০.৭৯	৭৬	১.৮৩
কোম্পানী প্রদত্ত	২১	০.৬২	১০২	১৩.৪২	১২৩	২.৯৬
অন্যান্য	৭৮	২.২৯	৩০	৩.৯৫	১০৮	২.৫৯
মোট	৩৪০২	১০০.০০	৭৬০	১০০.০০	৪১৬২	১০০.০০

উৎস: কনসালটেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত আর্থ-সামাজিক জরিপ, ২০০৭

অধিকাংশ বাড়ীর ছাদ টিনের। সাধারণভাবে পাকা ও সেমি পাকা উভয় ধরনের বাড়ী দেখা যায়। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪৯% এবং সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত এলাকায় ২৪% বাড়ী পাকা। আর্থ-সামাজিক জরিপ অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৭% পরিবার

কাঁচা বাড়ীতে বসবাস করে। সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত এলাকায় এই হার ১২%। বস্তিগুলো অধিকাংশেই শহর এলাকায়, তাই শহরের বাইরে ঝুপড়ি খুব একটা দেখা যায় না। শহরের অধিকাংশ বাড়ীই এক তলা। তবে ইদানিং প্রচুর উঁচু ভবন নির্মিত হচ্ছে। হিসাব থেকে দেখা যায় যে বর্তমানে বাড়ীর চাহিদা ও সরবরাহে পার্থক্য রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য শহরে প্রতি বছর প্রায় ... নতুন বাড়ী প্রয়োজন।

৪.৬ পরিবেশ

৪.৬.১ অতি জনঘনত্ব ও তার সমস্যা

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের অন্যান্য বড় শহরের মত সিলেট শহরও ক্রমশ ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে। পুশ ও পুল ফ্যাকটরের প্রভাবে ... মানুষ শহরে আসছে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের অভাবে শহর ক্রমশ: অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে। প্রচুর মানুষ বস্তিতে বসবাস করে এবং সেখানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে। এছাড়া বস্তির সামাজিক পরিবেশ সমাজের জন্য ক্ষতিকারক।

৪.৬.২ বন্যা ও নদী ভাঙ্গন

সিলেট শহর সুরমা নদীর কারণে বন্যার হুমকিতে আছে। স্বাভাবিক বর্ষায় সুরমা নদীতে ১২৬৩ m3/s পানি প্রবাহিত হয়। শুষ্ক মৌসুমে তা ২৩ m3/s নেমে আসে। কিন্তু বন্যার সময় এটা ২৪৮০ m3/s পর্যন্ত ওঠে। সুরমা নদীর বাম তীর বরাবর ১৯৮৫ সালে ১৪০ কি:মি: বাঁধ নির্মাণ করা হয়। সুরমার উভয় পাড়ে নদী ভাঙ্গন প্রবণতা আছে, কিন্তু তা চলমান নয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড আরো ৪.২০ কি:মি: বাঁধ নির্মাণ করবে।

৪.৬.৩ ভু-কম্পন জনিত হুমকি

সিলেট অঞ্চলের অবস্থান বাংলাদেশের ৩ নম্বর ভূমিকম্প জোনে অবস্থিত এবং এই জোন সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল। সুতরাং সিলেট শহর অত্যন্ত ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার মধ্যে অবস্থান করছে। এ অঞ্চলে শেষ বড়মাত্রার ভূমিকম্পের পর প্রায় ১০০ বছর পার হয়ে গিয়েছে। তাই এখানে বড় ধরনের ভূমিকম্পের সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ডাউকি ফল্ট জোন, শাহবাজপুর ফল্ট জোন এবং ত্রিপুরা-আসাম ফল্ট জোন বর্তমানে খুবই সক্রিয় এবং শক্তি সঞ্চয় করছে। যে কোন সময় একটি প্রবল ভূমিকম্প এ অঞ্চলে আঘাত হানতে পারে। সিলেটের অবস্থান অত্যন্ত ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় হলেও এখানকার বাড়ীঘর নির্মাণে এর প্রতিফলন দেখা যায় না। ফলে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে যেতে পারে। এ জন্য দীর্ঘ মেয়াদী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এখন জরুরী।

৪.৬.৪ টিপাইমুখ বাঁধের জন্য আশঙ্কা

সীমান্তের ওপারে ভারতের মনিপুরে বরাক নদীর উপর টিপাইমুখ এলাকায় বাঁধ নির্মাণের জন্য ভারত সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রস্তাবিত এই বাঁধ সরাসরি সিলেট শহরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। উজানে একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এর ফলে গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যা বাড়বে। এতে শহরে কর্মপ্রত্যাশী অভিগমনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। শহরে বস্তির সংখ্যা বাড়বে, ভৌত ও সামাজিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুরমা ও কুশিয়ারায় প্রবাহ কমে যাওয়ায় নৌ চলাচল ব্যাহত হবে, যা অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার ওপর সরাসরি আঘাত হানবে। নদীতে পানি কমে যাওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাবে। ফলে সেচ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পানযোগ্য পানির অভাব দেখা দেবে। নদীতে মাছ কমে যাবে এবং বৃক্ষরাজী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পানির স্বল্পতায় নদীতে চর পড়বে এবং নাব্যতা কমে যাবে। বর্ষায় উজানের পানি ব্যাপকভাবে অবমুক্ত করা হবে। এতে সুরমা-কুশিয়ারা নদীতে পানি বৃদ্ধি পাবে এবং এ অঞ্চলে বন্যা দেখা দেবে।

৪.৬.৫ পানি নিষ্কাশন সমস্যা

ছয়টি বড় খাল এবং নয়টি ছড়ার মাধ্যমে সিলেট শহর ও তার আশে পাশের এলাকার পানি নিষ্কাশিত হয়। এসমস্ত প্রবাহ বৃষ্টির পানি ছাড়াও শহরের বর্জ্য পানি অপসারণ করে থাকে। এ সমস্ত পানি পরিশোধন ছাড়াই সুরমা নদীতে নিষ্কাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে গোয়ালী ছড়া এবং কাজীর হাট ছড়া প্রধান।

জলাবদ্ধতা সিলেট শহরের একটি অতি সাধারণ সমস্যা। সামান্য বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন স্থানে পানি জমে থাকে। জলাবদ্ধতার প্রধান কারণ পানি নিষ্কাশন চ্যানেলগুলো সঙ্কুচিত অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়া। এগুলো এক সময় শহরের প্রাণ ছিল। কিন্তু কালক্রমে জমির মূল্য বৃদ্ধির ফলে এগুলো দখল হতে হতে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে। এর ফলে এগুলো দিয়ে আগের মত পানি প্রবাহিত হয় না। যে কারণে সামান্য বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। শহরে অপরিকল্পিত উন্নয়ন এর জন্য দায়ী। কোন কোন স্থানে প্রাকৃতিক খাল সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। দশ বছর পূর্বেও সিলেট শহরে ছোট বড় ১৭ টি পুকুর ছিল, যে গুলো প্রচুর বৃষ্টির পানি ধারণ করতো। এখন পুকুরগুলোর অধিকাংশই ভরাট হয়ে গিয়েছে। অতি সম্প্রতি শহরের আশে পাশের বেশ কিছু আবাসিক প্রকল্প উন্নয়নের জন্য প্রায় ২.৬৮ ব: কি: নিচু এলাকা ভরাট করা হয়েছে।

যেখানে সেখানে ফেলে দেয়া বর্জ্য বৃষ্টির পানিতে প্রবাহিত হয়ে রাস্তার পাশের ড্রেনে পড়ে। ফলে একদিকে এগুলো ড্রেন বন্ধ করে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে, অন্য দিকে পরিবেশ দূষণ ঘটায়। সিটি কর্পোরেশনের সীমিত সম্পদ দ্বারা সব সময় ড্রেন পরিষ্কার রাখা সম্ভব হয় না। বস্তি এলাকায় অনেক বাড়ীর মনুষ্য বর্জ্য সরাসরি ড্রেনে ফেলা হয়, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকী স্বরূপ। বর্ষায় সুরমা নদীর পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরের পানি খাল দিয়ে নদীতে ফেলা সম্ভব হয় না। এটাও জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ। আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে ৬৩% পরিবারের বাড়ীতে নিজস্ব ড্রেন আছে, ৩৯% বাড়ীর ড্রেন বাইরের ড্রেনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। কিন্তু ৬৩.৪০% পরিবারের মতামত হচ্ছে যে সিটি কর্পোরেশনের ড্রেন ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক নয়।

৪.৭ সামাজিক ও কমিউনিটি সেবাসুবিধা

৪.৭.১ শিক্ষা ব্যবস্থা

বর্তমানে শহরে ৭ বৎসরের উর্ধে জনসংখ্যার শিক্ষার হার ৬৯.৭৩ শতাংশ, পক্ষান্তরে জাতীয় শিক্ষার হার প্রায় ৫২ শতাংশ। পুরুষ জনসংখ্যার শিক্ষার হার ৭২.৮৫ শতাংশ এবং নারী শিক্ষার হার ৬৫.৭৬ শতাংশে। শিক্ষার হার বৃদ্ধির প্রধান কারণ শহরে অভিগমনকারীদের অধিকাংশ পূর্ব থেকেই শিক্ষিত এবং শহরে বিদ্যমান শিক্ষা সুবিধা ব্যবহার করে তারা তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলছে। জরিপ থেকে দেখা গিয়েছে যে শহরের মূল অধিবাসীদের তুলনায় অভিগমনকারীরা বেশি সংখ্যায় শিক্ষিত। সিলেট শহরে প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। সারণি-৪.৮ এ বাংলাদেশ ও সিলেট অঞ্চলে শিক্ষার তুলনামূলক হার দেখানো হলো।

সারণি- ৪.৮: শিক্ষার হার (৭ বছরের উপরে), ২০০১।

এলাকা	মোট	পুরুষ	মহিলা
বাংলাদেশ	৪৫.৩	৪৯.৬	৪০.৬
সিলেট জেলা	৪৫.৪৯	৪৯.৪৩	৪১.৫৫
সিলেট সদর	৫৯.১৪	৬৩.০৯	৫৪.৬১
সিলেট পৌর কর্পোরেশন	৬৯.৭৩	৭২.৮৫	৬৫.৭৬
সম্প্রসারিত এলাকা	৬৬.৩	৭১.৯৫	৫৮.৩৩
গ্রাম	৪৯.৮৩	৫২.২৪	৪৬.২৬

সূত্র: বিবিএস (কমিউনিটি সিরিজ), ২০০১।

৪.৭.২ স্বাস্থ্যসেবা

শহরে উভয় ধরনের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের প্রবণতা আছে- উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও কম কার্যকর সস্তা ও বিনা মূল্যে চিকিৎসা সুবিধা। সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো সস্তায় চিকিৎসা সেবা দেয় কিন্তু তার মান ভালো নয়। পর্যাপ্ত আয় না থাকায় মানুষ উন্নত সেবা সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনা। এতদসত্ত্বেও সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো নিম্ন আয়ের মানুষের চিকিৎসা সেবার প্রধান উৎস। সিলেটে বেসরকারী খাতে চিকিৎসা সুবিধায় যথেষ্ট বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং তারা চিকিৎসা সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনোষ্টিক সেন্টার আছে। সিটি কর্পোরেশনের তথ্য অনুযায়ী শহরে ৪০টি বেসরকারী ক্লিনিকে ১২০০টি বেড রয়েছে। এগুলো উচ্চ মূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে, যা সবাই গ্রহণ করতে পারে না। কিছু কিছু এনজিও

প্রতিষ্ঠানও ভালো চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। তারা এখন ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসকের গুরুত্ব অনুধাবন করে।

৪.৭.৩ বিনোদন সুবিধা

ক. উন্মুক্তাঞ্চল বিনোদন

শহরে বিদ্যমান পার্ক ও খেলার মাঠ খুবই অপর্যাপ্ত। শহরে একটি মাত্র ষ্টেডিয়াম আছে, কিন্তু অধিকাংশ পাড়ায় খেলার মাঠ নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠকে স্থানীয় কমিউনিটি মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এম সি কলেজের একটি বড় মাঠ আছে। আম্বরখানা ওসমানী শিশু উদ্যান এবং এ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ড শিশুদের বিনোদন চাহিদা কিছুটা মেটাচ্ছে। তবে অপ্রাতিষ্ঠানিক বিনোদন কেন্দ্র হিসাবে সুরমা নদীর বাঁধ নাগরিকদের খুবই প্রিয়। সিলেটে বর্তমানে প্রতি হাজারে ০.১৪ একর বিনোদনমূলক উন্মুক্তাঞ্চল আছে, যা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত।

খ. ঘরোয়া বিনোদন সুবিধা

সিলেট শহরে একটি মিলনায়তন এবং ৭ টি সিনেমা হল আছে। এছাড়া মাঝে মাঝে কিছু এ্যামেচার গ্রুপ থিয়েটারের আয়োজন করে। তবে সকল শ্রেণীর মানুষের প্রধান ঘরোয়া বিনোদন হচ্ছে টেলিভিশন।

৪.৮ মিউনিসিপ্যাল সেবাসুবিধা

৪.৮.১ পানি সরবরাহ

সিটি কর্পোরেশনের প্রতিদিন ২১০০০ ঘন মিটার পানি সরবরাহের ক্ষমতা আছে, কিন্তু চাহিদা ৪৮০০০ ঘন মিটার। প্রকৃত পক্ষে সিটি কর্পোরেশন প্রতিদিন ১৬০০০ ঘন মিটার থেকে ১৮০০০ ঘন মিটার পানি সরবরাহ করে থাকে। দিনে ৮ থেকে ১০ বার বিদ্যুৎ লোড শেডিং এর ফলে শহরে পানি সরবাহের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রেজিষ্টার্ড পানি ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। সিটি কর্পোরেশন তার সরবরাহ দিয়ে মোট চাহিদার ৫০% শতাংশ পূরণ করতে পারে। অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ ব্যক্তিগত টিউবওয়েল, পুকুর এবং নদীর পানি দিয়ে পূরণ করা হয়। ওয়ার্ড নং ২৫, ২৬ ও ২৭ এ সিটি কর্পোরেশনের পানির পাইপ নেটওয়ার্ক নাই। সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে সমগ্র এলাকায় পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয় না।

সিলেট শহরে পানির মূল উৎস ভূগর্ভস্থ পানি। অন্য উৎস হচ্ছে নদীর পানি। শহরে সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত ৯৭ টি ডোপ কল রয়েছে। এছাড়া ২৭৬৫ টি হস্ত চালিত টিউব ওয়েল ও কিছু বাড়ীতে সামান্য সংখ্যা কুপ আছে। শহরে এখনো বেশ কিছু পুকুর রয়েছে যার পানি ধোয়া মোছার কাজে ব্যবহার করা হয়। সিটি কর্পোরেশনের সরবরাহকৃত পানিতে ক্ষার, ম্যাঙ্গানিজ এবং আয়রন রয়েছে। পানি সংরক্ষণের জন্য ৪ টি ওভার হেড ট্যাংক এবং ২ টি পানি শোধনাগার রয়েছে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য ১৬০ কি:মি: (২০০৭)। **ম্যাপ-৪.১** এ সিলেট শহরে পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক দেখানো হয়েছে। সাম্প্রতিক DPHE কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্পটির কাজ সম্পন্ন হলে শহরে পানি সরবরাহের কিছুটা সুব্যবস্থা হবে। এ প্রকল্পের অধীনে ৪২ টি টেস্ট টিউব ওয়েল, ১৫ কি:মি: ট্রান্সমিশন মেইন লাইন ও ৬০ কি:মি: ডিস্ট্রিবিউশন লাইন থাকবে।

ap : 4.1 Water Supply Network within Sylhet City Corporation Area

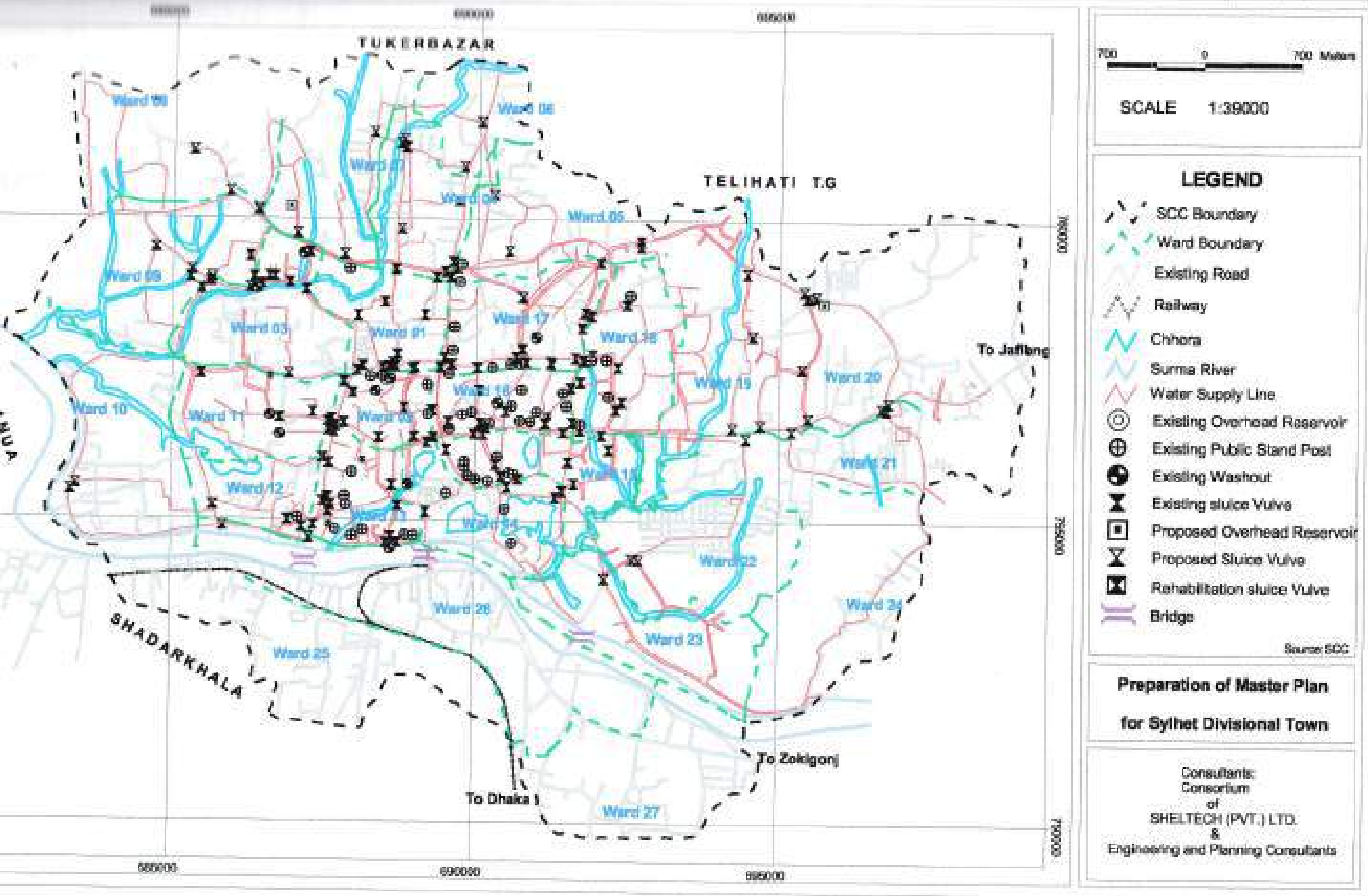

৪.৮.২ জ্বালানী

এতদঞ্চলে গ্যাস রিজার্ভের পরিমাণ প্রায় ৫৫৯ মিলিয়ন ঘন মিটার যা বাংলাদেশের মোট গ্যাসের প্রায় ৯৩ শতাংশ। এই গ্যাস প্রায় ২০ বৎসর ধরে তোলা যাবে। এই গ্যাসের ৩৫ শতাংশ এই অঞ্চলেই ব্যবহৃত হয়। আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে, শহরের শতকরা ৭৭.৫৬ ভাগ পরিবার জ্বালানী হিসাবে গ্যাস ব্যবহার করে। কিন্তু অবস্থাপন্ন পরিবার গ্যাস ব্যবহার করলেও নিম্ন আয়ের পরিবার এখনো লাকড়ি ব্যবহার করছে। এদের হার প্রায় ১২ শতাংশ। শহরের বাইরে এই হার ৫৭ শতাংশ। প্রকল্প এলাকার গ্যাস সরবরাহ নেটওয়ার্ক ম্যাপ-৪.২ তে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৪.৯: শহরের মৌলিক সুযোগসুবিধার প্রাপ্যতা

সুবিধাসমূহ	স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকা	
	উত্তরদাতার সংখ্যা	%
বিদ্যুৎ	৩৮৭১	৯৩.০১
পৌর পানি সরবরাহ	১৬২২	৩৮.৭৩
জ্বালানী গ্যাস	৩২২৮	৭৭.৫৬
স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন	৩৪১৯	৮২.১৫
বর্জ্য পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা	৩১৫১	৭৫.৭১
বাড়ীর কাছাকাছি বিন	৩৯৮	৯.৫৬
পাকা সংযোগ সড়ক	৩০৯৫	৭৪.৩৬

উৎস: পরামর্শকগণ কর্তৃক সম্পাদিত আর্থ-সামাজিক জরিপ, ২০০৭

৪.৮.৩ পয়:নিষ্কাশন

দেশের অন্যান্য শহরের মত সিলেটের পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থাও অত্যন্ত নাজুক। শহরের বিরাট সংখ্যক দরিদ্র পরিবার এখনো স্বাস্থ্য সম্মত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার বাইরে, ফলে ঐ সমস্ত এলাকার বসবাসযোগ্য পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগ ও কার্যক্রম খুব বেশি সাফল্য আনতে পারে নাই। এই ব্যবস্থা উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশনের যথেষ্ট সম্পদ নেই।

৪.৮.৪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

সিলেট শহরে প্রতিদিন ১৮০ টন গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক এবং হাসপাতাল বর্জ্য সৃষ্টি হয়। সিটি কর্পোরেশন ১২০ থেকে ১৪০ টন বর্জ্য অপসারণ করতে পারে, অবশিষ্ট বর্জ্য (প্রায় ৪০%) বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরিবেশ নষ্ট করে। সিটি কর্পোরেশন প্রায়ই দিনের বেলা বর্জ্য অপসারণ করে যা দৃষ্টিকটু, জন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও কখনও কখনও রাস্তায় যানজট সৃষ্টি করে। কিছু কিছু এনজিও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আখালিয়া এলাকায় রাস্তার পাশে নিচু স্থানগুলোতে আবর্জনা ফেলছে, যা স্বাস্থ্য সম্মত নয়। প্রচলিত মান অনুযায়ী সিলেটের মত শহরে জনপ্রতি ০.৩০ কেজি বর্জ্য উৎপাদন হওয়ার কথা, কিন্তু উৎপাদিত হয় ০.৩৮ কেজি। কিন্তু পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না থাকায় এই বর্জ্যের একটা বড় অংশ অপসারণ করা সম্ভব হয় না। **সারণি-৪.১০ এ সিটি** কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুযোগ সুবিধার একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি-৪.১০: সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুযোগ সুবিধা

ক্রমিক নং	সুবিধাসমূহ	সংখ্যা
১	ট্রাক	১৫ টি
২	ট্রাক্টর	৩ টি
৩	লেবার	১৪৬ জন
৪	সুইপার	১৫৭ জন
৫	বর্জ্য সংগ্রহের স্থান (ট্রান্সফার পয়েন্ট)	১৬০-১৮০ টি
৬	ডাম্পিং সাইট	১ টি
৭	হ্যান্ড কার্ট	৭৬ টি

উৎস: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ২০০৭

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে শহরের সকল গৃহস্থালীর বর্জ্য অপসারণ। বাড়ী বাড়ী বর্জ্য সংগ্রহ করা সি কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলা হয় যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। এগুলো এক দি পরিবেশ বিনষ্ট করে অন্যদিকে ড্রেন বন্ধ করে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে।

৪.৮.৫ বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ একটি দেশব্যাপী সমস্যা হলেও বিগত কয়েক বৎসরে সিলেটে এটি অত্যন্ত কঠিন সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। চাহিদা সরবরাহের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতির ফলে কলকারখানা সহ শিক্ষা প্রতি এবং অফিস আদালতের কার্যক্রম দারুনভাবে ব্যহত হচ্ছে। সিলেট অঞ্চলে প্রায় এক কোটি মানুষ বসবাস করে এবং এই জনসং জন্য প্রতিদিন প্রায় ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। কিন্তু সরবরাহ মাত্র ৪০ থেকে ৫০ মেগাওয়াট। যার ফলে পিডিবি প্রতিদিন কয়েক ঘন্টা লোড শেডিং করতে হয়। **ম্যাপ-৪.৩** তে এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ নেটওয়ার্ক উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৪.১১: সিলেট শহর এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা

বৎসর	মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী	আমদানী *MKWH	বিক্রয় MKWH*	সংগ্রহ মূল্য MTk.**
জুলাই'০৬	১৬১০২৭	৪৬.৩৫	৩৬.৪৫	১৪১.৩০
জুন'০৭	১৯৯৬১৯	৪২.৪৮	৩৫.৪৫	১৮২.১৫

*উৎস: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ২০০৭ *MKWH=Million Kilo Watt Hours, **MTk= Million Taka*

এক বছরে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে ৩৮,৫৯২ জন, কিন্তু জুলাই ২০০৭ পর্যন্ত পিডিবি বিদ্যুৎ আমদানী করেছে ৪৬.৩ MKWH। 2006 এ আমদানী ছিল ৪২.৪৮ MKWH। একইভাবে জুন ২০০৭ এ বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমান ২০০৬ এর তুলনায় কম প্রকল্পের সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত এলাকায় আরইবি বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করে থাকে।

সারণি-৪.১২: সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত বিদ্যুৎ অবকাঠামো

ক্রমিক নং	সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত বিদ্যুৎ অবকাঠামো	সংখ্যা
১	বিদ্যুৎ পোল	৪৪১২
২	রাস্তার লাইটের বিদ্যুৎ লাইন	৪০০ কি:মি:
৩	রাস্তার লাইটের আরইবি শেড	৮৬৭
৪	রাস্তার লাইট	৪৪০৮

উৎস: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ২০০৭

৪.৮.৬ টেলি যোগাযোগ

সিলেট শহরে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লি. (BTCL) এর নিম্ন বর্ণিত সুযোগ সুবিধা রয়েছে। বিটিএল ছাড়াও অনে বেসরকারী টেলিফোন কোম্পানী সিলেট অঞ্চলে টেলিফোন সেবা দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পিএনটিএন কোম্পানী, পিপলসটে র‍্যাংকসটেল, ন্যাশনাল টেল, ঢাকা ফোন, যুবক ফোন, জালালাবাদ টেলিকম ইত্যাদি। এর বাইরে সিলেট এলাকায় দেশের সক মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক আছে।

Existing Gas Network Map within Structure Plan Area

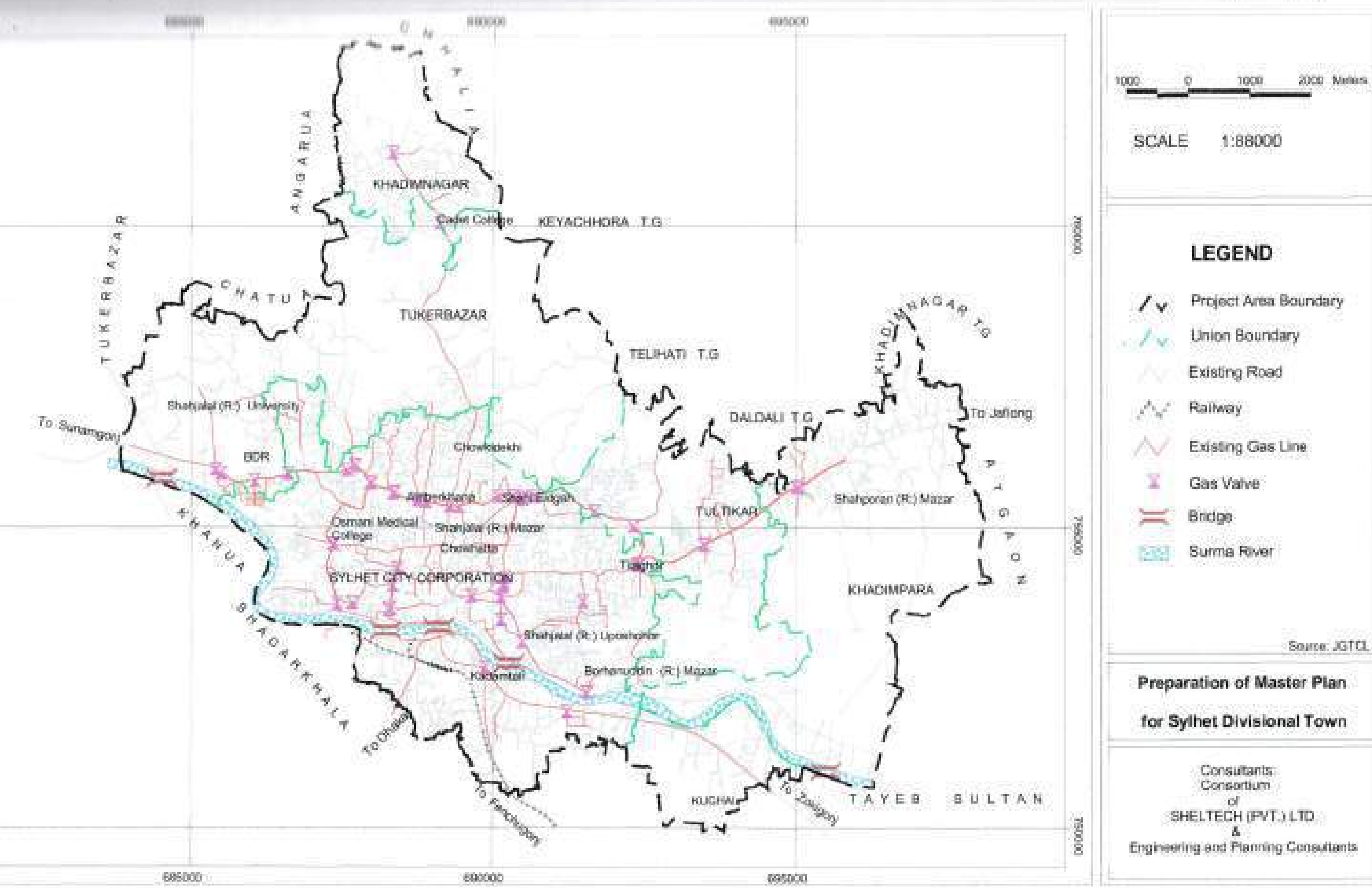

সারণি-৪.১৩: সিলেট শহরে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিঃ (BTCL) এর বর্তমান অবকাঠামো ও সুবিধাদী

এক্সচেঞ্জ এর নাম	এক্সচেঞ্জ এর ধরণ	ক্ষমতা	বরাদ্দকৃত লাইন	অপেক্ষমান আবেদন
সিলেট সেন্ট্রাল	ডিজিটাল এলকাটেল	১৫৫২৩	১৫২০৩	০
	ডিজিটাল নেটাস	৬৩৯০	৫৮২৫	০
	ডিজিটাল কেটি	৪০৯৬	৭৭৬	০
শিবগঞ্জ -আর এস ইউ	ডিজিটাল এলকাটেল	২২৬৩	২১৮৩	০
	ডিজিটাল কেটি	২৫০০	২৬৭	০
শাহ পরাণ- আর এস ইউ	ডিজিটাল কেটি	২৫০০	৪০১	০
সিলেট আলমপুর (প্রধান এক্সচেঞ্জ)	ডিজিটাল নেটাস	২০০০	১৫২৩	০
মোট		৩৫২৭২	২৬১৭৮	০

উৎস: বিটিসিএল, সিলেট, ২০০৭

৪.৮.৭ ডাক ব্যবস্থা

সিলেট শহরে একটি প্রধান ডাকঘর ও ১৫টি উপ ডাকঘর রয়েছে। কিন্তু টেলিফোন বিশেষত মোবাইল ফোন ব্যাপক বিস্তার লাভ করায় ডাক ব্যবস্থার গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৪.৮.৮ অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে প্রধানত বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে। শহরের বস্তিগুলো অগ্নি দুর্ঘটনার জন্য ব্যাপকভাবে বিপদসংকুল। শহরে দুটি মাত্র অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র রয়েছে। একটি তালতলায় অন্যটি গোটাটিকারে। একটি দ্রুত সম্প্রসারণশীল এবং ভূমিকম্প প্রবণ শহরের জন্য বিদ্যমান অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল।

৪.৮.৯ সামাজিক নিরাপত্তা

শহরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেশের অন্যান্য শহরের মতই। সারণি-৪.১৪ এ শহরের ২০০৬ সালে অপরাধ পরিস্থিতির একটি চিত্র তুলে ধরা হলো। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, শহরে নারী নির্যাতন বিষয়ক অপরাধই বেশি সংঘটিত হয়। সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ছয়টি থানা আছে-কোতওয়ালী, জালালপুর, আম্বরখানা, সাউথ সুরমা, শাহ পরাণ এবং মোগলাপাড়া।

সারণি-৪.১৪: সিলেট শহরে দায়ের করা অপরাধ বিষয়ক মামলা সমুহ (২০০৬)

অপরাধের ধরণ	মামলা	
	সংখ্যা	%
সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড	৩৯	৩.৭৯
খুন	১৮	১.৭৫
চুরি	৫৩	৫.১৫
নারী নির্যাতন	৬০	৫.৮৩
ডাকাতি	৬	০.৫৮
অন্যান্য	৮৫৪	৮২.৯১
মোট	১০৩০	১০০

উৎস: কোতওয়ালী থানা, সিলেট, সেপ্টেম্বর, ২০০৭

৪.৯ পর্যটক আকর্ষনীয় স্থান

পর্যটনের দিক দিয়ে সিলেট অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। এখানে প্রচুর মাজার আছে। মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এ অঞ্চল। আছে চা বাগানের বৈচিত্রধর্মী দর্শনীয় স্থান, ঐতিহাসিক নিদর্শন। শহর ও এর আশপাশ ছাড়াও এ অঞ্চলে প্রচুর দর্শনীয় স্থান আছে। শহর থেকে প্রায় ৫৫ কি:মি: পূর্বে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত তামাবিল এর অবস্থান। সীমান্ত অঞ্চল জাফলংএ আছে প্রাকৃতিক সৌন্দার্যের সমারোহ। প্রায় ৪৩ কি:মি: উত্তরে জৈন্তাপুরের পাহাড়ী এলাকায় আছে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। ছাতকে অনেক কমলা বাগান আছে। সিলেট শহরের ৪৩ কি:মি: দক্ষিণ-পূর্বে ৫ শত বৎসরের প্রাচীন সাধক শ্রী চৈতন্যের মন্দিরও রয়েছে। এতদাঞ্চলে প্রচুর পর্যটক আকৃষ্ট করার মত যথেষ্ট উপাদান রয়েছে যদি পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ ও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়। পর্যটন শিল্প অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি ছাড়াও প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

৪.১০ জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়নে সিলেটের ভূমিকা

কৃষি, বনজ ও খনিজ, পর্যটন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিলেট অঞ্চল জাতীয় উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সিলেটের গ্যাস, পাথর, বালু শিল্পায়ন ও নির্মাণ কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করে। সিলেটের চা দেশে চায়ের চাহিদা মিটিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রারও সংস্থান করছে। প্রবাসী সিলেটবাসীর রেমিটেন্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৮.৯ বিলিয়ন ডলার, এর প্রধান একটি অংশ প্রবাসী সিলেটবাসীর অবদান। যথাযথ অবকাঠামো এবং সুযোগ সুবিধা দিলে এই অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হবে। এতে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। সিলেট বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। পর্যটন শিল্পে সিলেটের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। এ অঞ্চলে পর্যটন শিল্প উন্নয়নের বিপুল সুযোগ রয়েছে। আরো রিসোর্ট এবং অবকাঠামো নির্মাণ করে বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করা যায়। এ অঞ্চলের বর্তমান উন্নয়ন ধারা খুবই আশাব্যঞ্জক। এই ধারা অব্যাহত থাকলে সিলেট এক সময় এ অঞ্চলে উন্নয়ন বিকিরণের কেন্দ্রবিন্দু হবে। দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সিলেটের বর্তমান উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখা উচিত।

৪.১১ নগর উন্নয়নে প্রধান অন্তরায়

বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার ভৌত এবং আইনসম্মত কার্য পরিধি, সংস্থা সমূহের আর্থিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতা ও দক্ষতার অভাব, সর্বোচ্চ পর্যায়ে কার্যকরী সমন্বয়কারী সংস্থার অভাব হচ্ছে বাংলাদেশের সামগ্রিক নগর উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়, যা থেকে সিলেটও বাদ যায় না। এখানে সিলেটের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন অন্তরায়সমূহ তুলে ধরা হলো।

৪.১১.১ সিটি কর্পোরেশনের সীমাবদ্ধতা

বিভাগীয় শহর হলেও সিলেটে কোন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংস্থা নেই। সিলেট সিটি কর্পোরেশনকেই এই কাজগুলো করতে হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার দায়িত্ব কার? সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা প্রধান হলেও তার পক্ষে যথাযথ ভূমিকা পালন করা কতটা সম্ভব তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কারণ সিটি কর্পোরেশন বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত। সংস্থার কর্মকাণ্ড বিকেন্দ্রীকৃত নয়। এর পর্যাপ্ত প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধীনতা নেই। সর্বদা সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। সংস্থার আইন কাঠামো যুগোপোযোগী নয়। ফলে জনগণের অংশ গ্রহণ বা অংশিদারীত্বমূলক কার্যক্রম স্থানীয় সরকারগুলো নিতে পারে না।

৪.১১.২ প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার অভাব

যে কোন সংস্থার প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা সফলতার মূল চাবিকাঠি। আর দশটি স্থানীয় সরকারের মত সিলেট সিটি কর্পোরেশনেও একই সমস্যা বিদ্যমান। তাই নগর উন্নয়নে সফলতা অর্জন করতে হলে সিটি কর্পোরেশনকে এ দুটি ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, পাশাপাশি এর দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

Map : 4.3

Existing Electric Supply Network in the Project Area

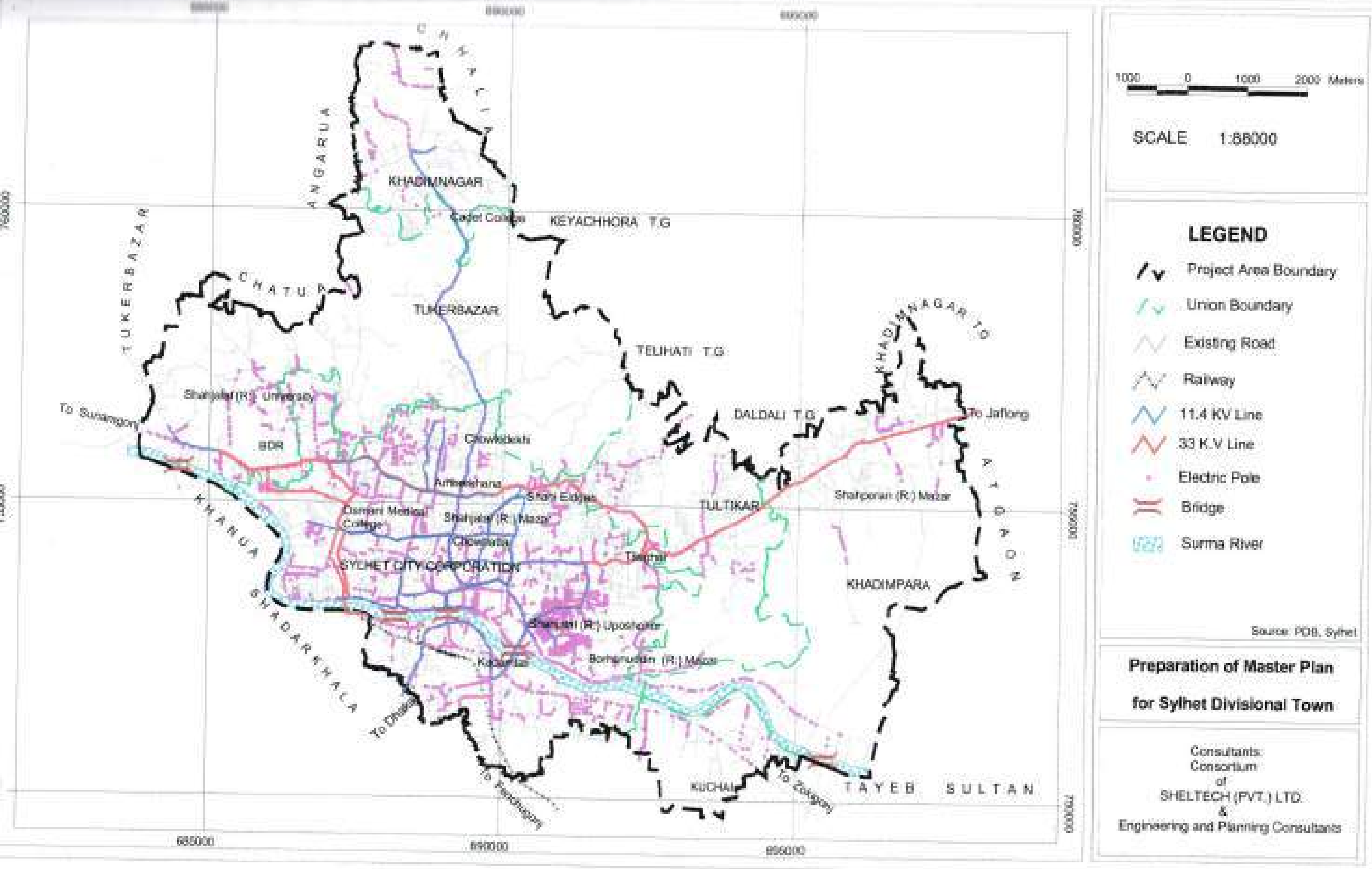

৪.১১.৩ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সমস্যা

[illegible] শহরেরই কোন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নেই। ফলে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা রূপরেখাবিহীনভাবে অবকাঠামো উন্নয়ন [illegible]। ইমারত নির্মাণে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কোন ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা নেই বিধায় ঘনবসতিপূর্ণ শহর এলাকার পরিবেশ বিনষ্ট [illegible] শহর সমস্যাবহুল হয়ে তার বাসযোগ্য পরিবেশ হারাচ্ছে। নগর উন্নয়ন এবং নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের আইন আছে কিন্তু তা [illegible] প্রয়োগ হচ্ছে না। ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ আইন অনুযায়ী পৌর এলাকার প্রতিটি কাঠামো বা ইমারত যথাযথ [illegible] সাপেক্ষে নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু প্রতিটি শহরের বিরাট সংখ্যক কাঁচা এবং আধা-পাকা কাঠামোর কোন অনুমতি নেই। [illegible] ইমারতের ক্ষেত্রে অনেক নক্সা অনুমোদিত থাকলেও নির্মাণকালে অধিকাংশ বাড়ীর মালিক অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী তা নির্মাণ [illegible]। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার সাহায্যে এলাকা ভিত্তিক ভূমি ব্যবহার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় যাতে যত্র তত্র পরিবেশ সম্মত নয় [illegible] নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু অধিকাংশ শহরের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা নেই। যাদের আছে তারা এর গুরুত্ব এবং ব্যবহার [illegible] অবগত নন, ফলে তা চর্চা করা হয় না।

৪.১১.৪ রিয়েল এষ্টেট কোম্পানীর অনিয়ন্ত্রিত প্রসার

[illegible] ভূমির ব্যাপক চাহিদার জন্য সিলেটসহ বড় বড় শহরে প্রচুর সংখ্যক রিয়েল এষ্টেট কোম্পানী গড়ে উঠেছে। শহরের আবাসন [illegible] তারা অবদান রাখছে। কিন্তু এরা মূলত শহরের প্রান্ত এলাকায় স্বল্প মূল্যে নিচু ও জলা জমি কিনে তা ভরাট করে প্লট [illegible] বিক্রি করে থাকে। এরা যে সমস্ত জমি ভরাট করে দেখা যায় সে সমস্ত জমি বন্যা প্রবাহ এলাকায় অবস্থিত। এগুলো ভরাট [illegible] বন্যার আশংকা বেড়ে যাবে। অন্যদিকে দেখা যায় যে তাদের আবাসিক এলাকার উন্নয়ন অনেক ত্রুটিপূর্ণ। ব্যয় হ্রাস [illegible] ভূমির লেভেল যথেষ্ট উঁচু করা হয় না। ফলে বন্যার আশংকা থাকে। পানি, বিদ্যুৎ, ইত্যাদি অবকাঠামোর সংস্থান রাখা [illegible] রাস্তার প্রশস্ততা যথেষ্ট হয় না। রাস্তা ভিন্ন অন্য কোন নাগরিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয় না। ফলে সামগ্রিকভাবে [illegible] ও প্রতারিত হন। ঢাকায় এ ধরনের রিয়েল এষ্টেট নিয়ন্ত্রণের কিছু বিধি বিধান থাকলেও অন্য শহরের জন্য এধরনের [illegible] এখনো তৈরী হয় নাই।

৪.১১.৫ বেসিক শিল্প কাঠামোর অভাব

[illegible] বেসিক শিল্প কারখানার অভাব রয়েছে। বেসিক শিল্প ছাড়া দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব নয়, আর শিল্পায়ন ছাড়া সমৃদ্ধ [illegible] না এবং শক্তিশালী নগর অর্থনীতি গড়ে উঠবে না। বেসিক শিল্প গড়ে উঠলে পাশাপাশি প্রচুর নন বেসিক শিল্প সৃষ্টি [illegible] প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরী হবে এবং শহরের অর্থনীতি দ্রুত প্রসার লাভ করবে। মূলত অবকাঠামো এবং পর্যাপ্ত বিনিয়োগ [illegible] সিলেটে শিল্প ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিনিয়োগ হচ্ছে না।

৪.১২ সিলেটের উন্নয়ন সম্ভাবনা

৪.১২.১ বৈদেশী পুঁজি সমাবেশ

[illegible] সিলেটীরা মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব এশিয়া, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ইটালী, কানাডা, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের [illegible]। বহির্গমনের এ ধারা শুরু হয়েছে ষাটের দশকে যা এখনো চলছে। যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশী অভিবাসীদের [illegible] সিলেটী। এখানে প্রতি ১০ টি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের ৬ টির মালিকই সিলেটী বাংলাদেশী। বাংলাদেশীরা যুক্তরাজ্যে ৭ম [illegible] এবং লন্ডন শহরে তৃতীয়।

[illegible] বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার এবং এর সর্ববৃহৎ অংশ আসে প্রবাসীদের কাছ থেকে। বিশ্ব ব্যাংকের [illegible] রিপোর্ট ২০০৬ অনুযায়ী রেমিটেন্সের কারণে বাংলাদেশে দারিদ্র হ্রাস পেয়েছে ৬ শতাংশ। বিশ্বে চলমান [illegible] বাংলাদেশে রেমিটেন্সের পরিমান বেড়েই চলেছে। সিলেট শহরের অর্থনীতি এবং ভৌত উন্নয়নে রেমিটেন্সের [illegible]। সারণী-৪.১৫ এ দেখানো হয়েছে সিলেট সদর এবং পৌর এলাকায় প্রবাসীদের অর্থায়নে কি ভাবে বিভিন্ন [illegible] হচ্ছে।

সারণি-৪.১৫: প্রবাসী সিলেটবাসির অর্থায়নে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।

এলাকা	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৫১-১০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	১০১-২০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	২০০ লক্ষ টাকা এর উর্দ্ধে
পৌর এলাকায়	৪৩৪	২১৪	৭২	৪০	১০৮
সিলেট সদর	৫৫১	৩১৭	৮৩	৪০	১১১

উৎস: অর্থনৈতিক জরিপ, ২০০১ এবং ২০০৩, জেলা সিরিজ, সিলেট, বিবিএস।

রেমিটেন্স অর্থ প্রাপকদের জীবনে কেমন প্রভাব ফেলছে তা নির্ভর করে কিভাবে উক্ত অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে লক্ষ্যণী
পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে, ভোগ বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ, আবাসনের মান বৃদ্ধি, ভূমির মূল্য বৃদ্ধি
শহরের ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবকাঠামোর উপর চাপ বৃদ্ধি। সরকার রেমিটেন্সের অর্থ উৎপাদনমুখী কাজে
ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করলে অর্থনীতিতে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এ জন্য রেমিটেন্সের অ
শিল্পসহ অন্যান্য উৎপাদনমুখী খাতে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ যাতে প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়।

৪.১২.২ সরকারী এবং বেসরকারী বিনিয়োগ

প্রবাসীদের রেমিটেন্স ব্যবহার করে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় শ্রেণীর সম্মিলিত বিনিয়োগ প্রসার সিলেটের অর্থনীতির বিক
ঘটাতে পারে। এজন্য যথাযথ নীতি এবং তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। অতীতের সরকারগুলো প্রবাসী বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য যথে
কাজ করে নাই। ফলে রেমিটেন্সের একটি বিরাট অংশ ভোগ এবং অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয় হয়েছে। এর ফলে দেশে মুদ্রাস্ফী
উৎসাহিত হয়েছে। সরকারী যথেষ্ট উদ্যোগ না থাকায় উৎপাদনশীল বিনিয়োগে প্রবাসীদের আকৃষ্ট করা যায় নাই। কিছু কিছু প্রব
রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করছে। এ সমস্ত পুঁজি বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং দেশে
অর্থনীতিতে তাদের অবদান আরো বৃদ্ধি করতে হবে। সরকার সিলেটে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা (SEZ) গঠনের চে
করছে। এই কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। অবকাঠামো সুবিধা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর হলে প্রবাসীরা শিল্প স্থাপনে উৎসাহি
হবেন। এতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং সিলেট এতদ্অঞ্চলের অর্থনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করবে। প্রতিবে
দেশগুলোর মত এখানেও প্রবাসীদের বিবিধ খাতে বিনিয়োগে বিশেষ সুবিধা দেয়া যেতে পারে। গৃহায়ন খাতে সহজ শর্তে ঋণ সুবি
দিয়ে নির্মাণ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। সরকারী সুযোগ সুবিধা এবং প্রবাসী বিনিয়োগ এ
দুইয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারলে সিলেট তথা সমগ্র দেশে বিনিয়োগ ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে যার ইতিবাচক প্রভাব সমগ্র দেশের অর্থনীতি
পড়বে।

৪.১২.৩ ক্ষুদ্র ও মাঝারী বিনিয়োগ প্রসার

পৃথিবীর একটি দরিদ্রতম দেশ হিসাবে বাংলাদেশে কর্মসংস্থান প্রসার অতি জরুরী। এজন্য সরকারের পি আর এস পিতেও দা
বিমোচনের কৌশল হিসাবে কর্মসংস্থানের উপর জোর দেয়া হয়েছে। ব্যাপক হারে শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রসার ঘটিয়ে কর্মসংস্থান
লক্ষ্য অর্জন সহজ হতে পারে। বাংলাদেশে বৃহৎ পুঁজির অভাব রয়েছে। তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারী পুঁজির বিকাশ ঘটিয়ে কর্মসংস্থানের ল
অর্জনে মনোযোগ দিতে হবে। সরকারী নীতিতে এর প্রতিফলন আছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী বিনিয়োগের বিকাশ ঘটানোর জন্য অবকাঠা
সুবিধা তৈরী করতে হবে। রপ্তানীমুখী শিল্পের জন্য বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। প্রবাসীরা যাতে দেশে বিনিয়োগে উৎসাহী হয়
বিষয়ে পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরী করতে হবে।

৪.১২.৪ শিল্পায়নের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপন

প্রবাসী সিলেটীরা দেশে বিনিয়োগ করতে যথেষ্ট আগ্রহী। কিন্তু পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও সুযোগ সুবিধার অভাবে তারা এখানে বিনিয়
করতে উৎসাহী হয় না। সিলেট অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপন, শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে যথেষ্ট অব
রাখবে। বিশেষ অর্থনৈতিক জোন শিল্প স্থাপনে বিশেষ কিছু সুবিধা দেয় যা জোনের বাইরে স্থাপিত শিল্প কারখানাগুলো পায় ন
বিশেষত ১০০ ভাগ রপ্তানীমুখী শিল্পগুলো বেশি পরিমাণে সুবিধা পেয়ে থাকে। যেমন, রপ্তানীমুখী শিল্পের জন্য কর মওকু
টেকনিশিয়ানের আয়কর মওকুফ, সস্তা প্লটের ভাড়া, সস্তা শ্রম, বিদেশী বিনিয়োগের ১০০ ভাগ লাভ নিজ দেশে নিয়ে যাওয়া। সি
অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন স্থাপনের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ:

[illegible] অন্যান্য জেলা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে সিলেটের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো।
[illegible] ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো সিলেটের খুব কাছে ফলে, রপ্তানীর জন্য পণ্য উৎপাদন করলে পরিবহন ব্যয় কম হবে।
[illegible] সিলেটি প্রবাসীদের প্রচুর অব্যবহৃত রেমিটেন্স ব্যাংকে অলস পড়ে আছে যা এখানে বিনিয়োগ হতে পারে।
[illegible] প্রবাসী সিলেটবাসীরাও বিনিয়োগে উৎসাহী হবেন।
[illegible] সিলেট প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল যা শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের উৎকৃষ্ট উৎস হতে পারে।
[illegible] এখানে শিল্প স্থাপন করলে ভারত থেকে কাঁচামাল আমদানীও সহজ হবে ।
[illegible] সিলেটবাসীদের ক্রমবর্ধমান ক্রয় ক্ষমতাহেতু সিলেটে একটি বড় ভোগ্যপণ্যের বাজার তৈরী হতে পারে।
[illegible] ৪০ মিলিয়ন জনসংখ্যা সমৃদ্ধ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো এতদাঞ্চলের ভালো বাজার হতে পারে।

[illegible] পর্যটন খাতের উন্নয়ন

পর্যটন খাত সিলেটের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করতে পারে। সিলেট শহর ও তার আশেপাশের [illegible] পর্যটন সম্পদ নিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় বিবেচনা করে পর্যটন খাতের উন্নয়নের জন্য একটি [illegible] পর্যটন পরিকল্পনা তৈরী করা প্রয়োজন। পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটলে বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং এই অঞ্চলে দরিদ্র [illegible] সুযোগ তৈরী হবে।

[illegible] দেশের সাথে সিলেট শহরের সড়ক, আকাশ ও নৌপথের সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। হাওর-বাওর, টিলা-পাহার সমৃদ্ধ [illegible] প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত এই এলাকা পর্যটক আকর্ষনের জন্য অন্যতম। সিলেট দেশের চা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। [illegible] ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্বের দিক দিয়াও এই শহর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হযরত শাহ জালাল (রহ:) ও হযরত শাহ পরাণ [illegible] এর মাজার শরিফ থাকার কারণে শহরটি "পবিত্র নগরী" নামে পরিচিত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার [illegible] এখানে সূফী সাধকদের মাজার জিয়ারত করতে ছুটে আসেন।

[illegible] স্থানীয় সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি

[illegible] সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানেই আর্থিক সমস্যা প্রকট। আয় যথেষ্ট না হওয়ায় তারা প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ [illegible] পারেনা। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য সিটি কর্পোরেশনকে উদ্ভাবনী কৌশল বের করতে হবে। কর ধার্য করে অনেক অনাকাঙ্খিত [illegible] করা যায়। শাস্তিমূলক কর ধার্য করে বেআইনী ভূমি ব্যবহার রোধ করা যেতে পারে। শহরের অভ্যন্তরে শিল্প স্থাপন [illegible] করার জন্য কর ধার্য করা যায়। সিটি কর্পোরেশনের সেবা গ্রহণকারীদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা যায়। [illegible]-প্রাইভেট পার্টনারশীপ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে সম্পদের সীমাবদ্ধতা অনেকাংশে হ্রাস করা যায়। হোল্ডিং কর যুক্তিযুক্ত [illegible] বৃদ্ধি করতে হবে। নূতন আয়ের উৎস উদ্ভাবিত হলে সিটি কর্পোরেশন আর্থিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হবে এবং সরকারের উপর [illegible] কমে আসবে। কিভাবে সিটি কর্পোরেশনকে আর্থিক দিক দিয়ে আরো স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায় সেজন্য সরকারকে মনযোগী [illegible]। এজন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অবকাঠামো তৈরী করতে হবে। দক্ষতা ও অবকাঠামো সমৃদ্ধ না করে কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রমাগত [illegible] সহায়তা দিলে স্থানীয় সরকার কখনো স্বয়ত্ত্ব হবেনা।

পঞ্চম অধ্যায়

স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতি ও সুপারিশমালা

[illegible] স্ট্রাকচার প্ল্যানের ধারণা

[illegible] প্ল্যান একটি পরিকল্পনার রূপরেখা বা ধারণা যা মূল পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে প্রণয়ন করা হয়। এতে মূলত পরিকল্পনা [illegible] কিছু নীতি থাকে এবং ভৌত পরিকল্পনার কিছু প্রধান প্রধান অংশ রূপরেখা আকারে বিধৃত করা হয়। এই রূপরেখা এবং [illegible] আলোকে পরবর্তী স্তরের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। স্ট্রাকচার প্ল্যান দীর্ঘ মেয়াদের জন্য প্রণয়ন করা হয়ে [illegible] এটি বৃহত্তর এলাকা নিয়ে প্রণয়ন করা হয় যেখানে ভবিষ্যতে নগরায়ণ হতে পারে। সিলেট বিভাগীয় শহরের জন্য প্রণীত [illegible] প্ল্যানের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও মেয়াদকাল নিম্নে আলোচনা করা হলো:

[illegible] স্ট্রাকচার প্ল্যানের উদ্দেশ্যে

[illegible] স্ট্রাকচার প্ল্যানের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ:

- শহর সম্প্রসারণের জন্য সম্ভব্য এলাকা নির্দিষ্ট করা;
- ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ ভৌত অবকাঠামোগুলো নির্দেশ করা;
- সিলেট শহরের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের নীতিমালা নির্ধারন করা।

[illegible] স্ট্রাকচার প্ল্যানের সীমানা

[illegible] অব রেফারেন্সে উল্লেখিত প্রকল্প এলাকার সীমানাই স্ট্রাকচার প্ল্যানের সীমানা। স্ট্রাকচার প্ল্যানের সীমানা ম্যাপ-৫.১ এ [illegible] করা হয়েছে।

[illegible]-৫.১: স্ট্রাকচার প্ল্যানের সীমানা

[illegible]	এলাকা	আয়তন		
		বর্গ কি: মি:	একর	হেক্টর
[illegible] প্ল্যান	সমগ্র পরিকল্পনা এলাকা	৮৫.১৮৩	২১০৩৯.৭৩	৮৫১৮.৩২
[illegible] এরিয়া প্ল্যান	সিটি কর্পোরেশন এবং সংলগ্ন এলাকা	৪০.৯৬	১০১১৭.১২	৪০৯৬.০০

[illegible] স্ট্রাকচার প্ল্যানের ধরণ ও প্রকৃতি

[illegible] শহরের জন্য প্রণীত স্ট্রাকচার প্ল্যানের মেয়াদ আগামী ২০ বৎসর (২০১০-২০৩০)। এটি মূলত একটি লিখিত দলিল [illegible] জন্য তথ্যসহ সারণি, ম্যাপ, গ্রাফ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি পরিকল্পনার একটি রূপরেখা যা বিস্তারিতভাবে [illegible] প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানে বর্ণনা করা হয়েছে। **স্ট্রাকচার প্ল্যান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্য একটি ম্যাপ [illegible] হয়েছে (স্কেল-১:২৮,০০০) যা প্রতিবেদনের শেষে একটি ফোল্ডারে উপস্থাপন করা হয়েছে।**

[illegible] প্ল্যানের ম্যাপে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা হলো:

- [illegible] ভৌত অবকাঠামো
  - [illegible] প্রধান রাস্তা, রেল লাইন, ব্রিজ;
  - [illegible] প্রধান স্থাপনা (চিহ্ন দিয়ে প্রদর্শিত);
  - [illegible] প্রধান নদী ও খাল;
  - [illegible] ও চা বাগান;
  - [illegible] এলাকা ও কৃষিভূমি;
  - [illegible] স্থাপনা (চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত);
  - [illegible] শহর এলাকা;

- বিশেষ নিরাপত্তা এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ কে পি আই।

- উন্নয়নমূলকসহ বিভিন্ন ধরনের প্রধান প্রধান প্রস্তাবনা
  - প্রস্তাবিত প্রধান প্রধান সড়ক;
  - সম্ভাব্য শহর সম্প্রসারণ এলাকা;
  - প্রাকৃতিক সংরক্ষণ এলাকা;
  - সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ফেলার স্থান;
  - পানি শোধনাগার, বর্জ্য শোধনাগার;
  - প্রাকৃতিক ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক;
  - প্রধান প্রধান উন্মুক্তাঞ্চল;
  - স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোন;
  - সিটি কর্পোরেশনের সীমানা।

৫.১.৪ স্ট্রাকচার প্ল্যানের বিষয়বস্তু

স্ট্রাকচার প্ল্যানে যে সমস্ত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা এবং নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, সেগুলো হলো:

- নগর এলাকা উন্নয়ন
- পরিবহন ও যোগাযোগ
- পয়:নিষ্কাশন ও ড্রেনেজ
- পানি সরবরাহ
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার
- আবাসন
- অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান
- পর্যটন ও বিনোদন
- পরিবেশ।

৫.১.৫ স্ট্রাকচার প্ল্যানের মেয়াদকাল এবং সংশোধন

স্ট্রাকচার প্ল্যানের মেয়াদ ২০ বৎসর অর্থাৎ ইহা ২০৩০ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। পরবর্তী স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ [illegible] সাল থেকে শুরু করতে হবে। বর্তমান স্ট্রাকচার প্ল্যান বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে এবং প্রতি পাঁচ [illegible] অন্তর প্রয়োজন অনুযায়ী এটি পরিমার্জন করতে হবে। এই পরিমার্জনের কাজ প্রতি চতুর্থ বৎসরে সম্পন্ন করতে হবে যাতে [illegible] বৎসরের শুরু থেকে তা বাস্তবায়ন করা যায়।

৫.২ স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ ও বিস্তরণ

কোন পরিকল্পনা এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ করতে গেলে বিশেষ কতগুলো উপাদান বিবেচনা করতে হয়। কোন এলাকার [illegible] জনসংখ্যা আয়তন কত হবে এবং কিভাবে জনসংখ্যা পরিবর্তিত হবে তা অতীত ধারা থেকে অনেকটা ধারণা করা যায়। পরিক[illegible] এলাকার ১৯৯১ এবং ২০০১ সালের আদমশুমারী থেকে পাওয়া জনসংখ্যা তথ্য থেকে জনসংখ্য পরিবর্তনের একটি চিত্র পাওয়া [illegible] এর ভিত্তিতেই সিলেটের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা অভিক্ষেপ করা হয়েছে।

Structure Plan Area with SPZ Boundary

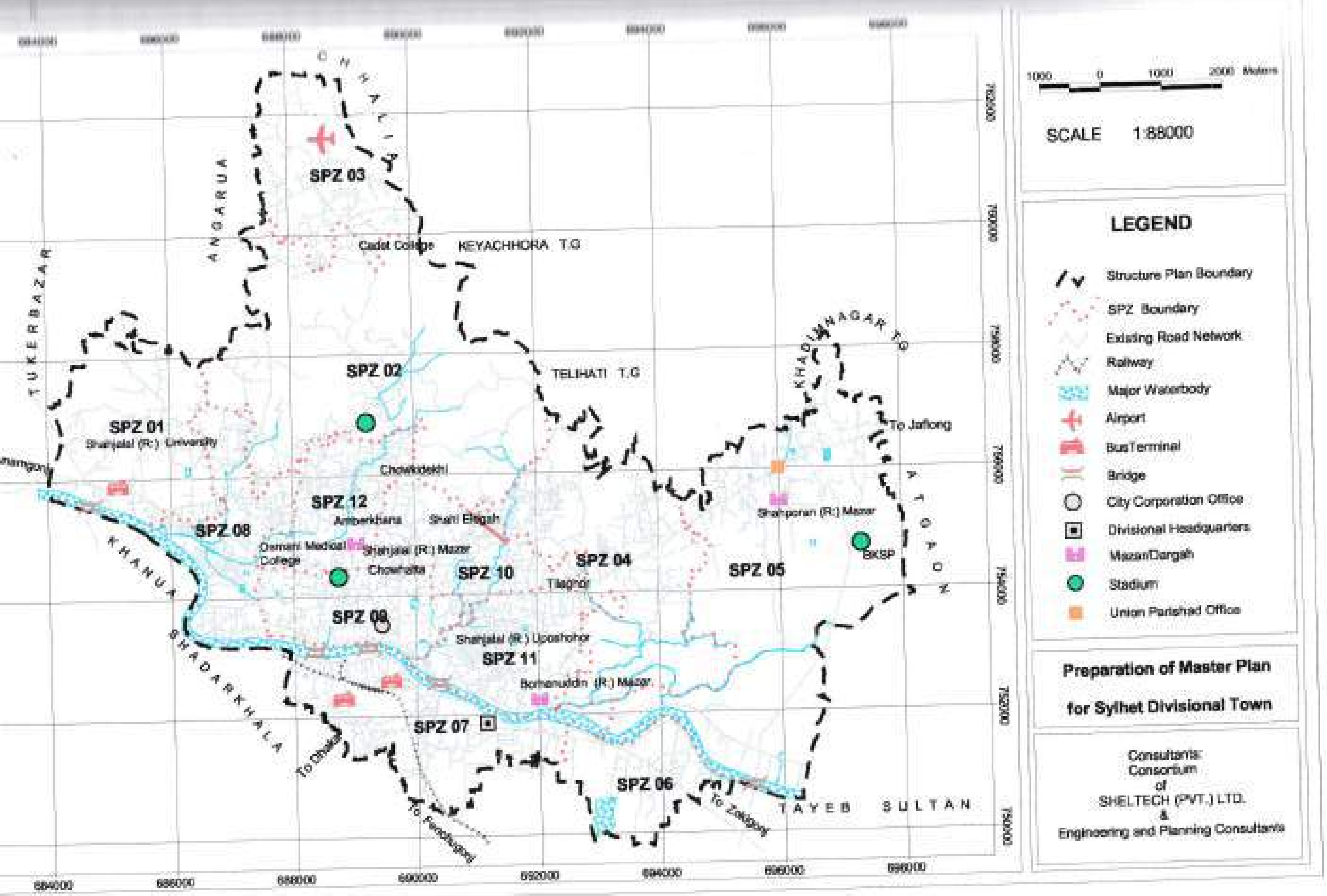

জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির ধারা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে সিলেট শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে [illegible]। এ সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.৪ শতাংশ। এই প্রবৃদ্ধির হার ধরে ২০০৬ সাল অভিক্ষেপ করা হয়েছে। [illegible] থেকে ৫ বৎসর অন্তর ২০৩০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা অভিক্ষেপ করা হয়েছে ৪.৩৫% প্রবৃদ্ধির হার ধরে। অভিক্ষেপ অনুযায়ী সারণি-৫.২ তে দেখা যাচ্ছে ২০০৬ সালে জনসংখ্যা ছিল ৪.৮১ লক্ষ, যার মধ্যে ৪.৩৬ লক্ষ প্রস্তাবিত আরবান প্ল্যান এলাকায় এবং [illegible] লক্ষ সম্প্রসারিত এলাকায়।

সারণি- ৫.২: স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ

বৎসর	প্রস্তাবিত আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা (লাখে)	প্রস্তাবিত আরবান এরিয়া প্ল্যান বহির্ভূত এলাকার জনসংখ্যা (লাখে)	স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা (লাখে)
২০০৬	৪.৩৬	০.৪৫	৪.৮১
২০১০	৬.০৬	০.৬৮	৬.৭৪
২০১৫	৮.৯০	০.৫২	৯.৪২
২০২০	১৩.১৩	০.৬৩	১৩.৭৬
২০২৫	১৯.৪০	০.৭৯	২০.১৯
২০৩০	২৮.৭৪	০.৯৭	২৯.৭১

সূত্র: ১৯৯১ এবং ২০০১ সালের আদমশুমারীর তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরামর্শকগণ কর্তৃক অভিক্ষেপকৃত।

সারণি-৫.৩: জনসংখ্যা ঘনত্বের হিসাব

জনসংখ্যা ও জন ঘনত্ব									
২০১০		২০১৫		২০২০		২০২৫		২০৩০	
জনসংখ্যা	একরপ্রতি জন ঘনত্ব	জনসংখ্যা	একরপ্রতি জন ঘনত্ব	জনসংখ্যা	একরপ্রতি জন ঘনত্ব	জনসংখ্যা	একরপ্রতি জন ঘনত্ব	জনসংখ্যা	একরপ্রতি জন ঘনত্ব
[illegible]	৬০	৮৯০৯৯৯	৮৮	১৩১৩৪০৮	১৩০	১৯৪০৮৫৫	১৯২	২৮৭৪০৫৩	২৮৪

সূত্র: পরামর্শকগণ কর্তৃক হিসাবকৃত।

অভিক্ষেপণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২০৩০ সালের শেষের দিকে স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা হবে ২৯.৭১ লক্ষ। এর মধ্যে আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় বসবাস করবে ২৮.৭৪ লক্ষ মানুষ এবং আরবান এরিয়া প্ল্যান বহির্ভূত এলাকার জনসংখ্যা হবে ০.৯৭ লক্ষ। এর অর্থ স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার ৯৬% জনসংখ্যা প্রস্তাবিত শহর এলাকায় বসবাস করবে এবং মাত্র ৪% মানুষ নগর প্রান্ত এলাকায় বসবাস করবে। ২০২০ সালের মধ্যে শহর এলাকায় গ্রোস জনঘনত্ব হবে একর প্রতি ১৩০ জন এবং প্রান্ত এলাকায় একরপ্রতি মাত্র ৬ জন।

৫.৩ আরবান এরিয়া প্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানের মধ্যে সম্পর্ক

[illegible] প্ল্যান প্যাকেজে স্ট্রাকচার প্ল্যানের পরবর্তী স্তর হচ্ছে আরবান এরিয়া প্ল্যান। স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার মধ্যে যে সকল স্থান [illegible] নগর এলাকায় অবস্থিত এবং যে সকল স্থান শীঘ্রই নগরায়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে অথবা নগরায়নের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, [illegible] সকল স্থান নিয়ে আরবান এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। ভবিষ্যত নগরায়নকে সুবিন্যস্তভাবে পরিচালিত করা এবং নগর এলাকায় পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে আরবান এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতিমালা অনুসরণ [illegible] আরবান এরিয়া প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে।

[illegible] স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকাকে ১২ টি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনে (SPZ) ভাগ করা হয়েছে যা ম্যাপ- ৫.১ এ দেখানো হয়েছে। [illegible] ১২ টি জোনের মধ্যে ৬ টি জোন প্রস্তাবিত আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় এবং অবশিষ্ট ৬ টি জোন আরবান এরিয়া প্ল্যান [illegible] এলাকায় অবস্থিত।

স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকাকে নিম্নবর্ণিত কারণে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনে (SPZ) বিভক্ত করা হয়েছে :

১। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান তৈরীর জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা প্রয়োজন।
২। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্টপূর্ণ এলাকাগুলোকে SPZ এ ভাগ করে একক [illegible] আওতায় আনা ।
৩। SPZ তৈরী করতে গিয়ে প্রসাশনিক সীমানাগুলিকে (ওয়ার্ড, মৌজা) যথাসম্ভব অটুট রাখা।

প্রতিটি SPZ নিয়ে এক একটি ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান একটি সম্পূর্ণ অথবা আংশিক [illegible] নিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। সারণি-৫.৪ এ SPZ সমূহের এলাকা এবং বিভিন্ন বৎসরে জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে।

সারণি-৫.৪: স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনসমূহ (SPZ)

ক্রমিক নং	এসপিজেড (SPZ)	স্থানীয় সীমানা	পরিমাণ (একর)	জনসংখ্যা		
				২০১০	২০২০	২০[illegible]
সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরের SPZ						
১	এসপিজেড-০১	কুমারগাঁও (আংশিক) এবং কসবা আখালিয়া	১৬৯৩	১৩৬৪৭	২০০২০	[illegible]
২	এসপিজেড-০২	মঙ্গলীছড়া, মালনীছড়া, হামিদপুর, ব্রাহ্মণছড়া, তারাপুর এবং লাক্কাতুরা চা বাগান এলাকা	৩৮৭৬	৬৯২৪	১০১৫৮	[illegible]
৩	এসপিজেড-০৩	বারসালা	১৩২২	৭০৫৮	১০৩৫৪	[illegible]
৪	এসপিজেড-০৪	সাদিপুর (১ম অংশ) এবং দেবপুর (আংশিক)	২৩০৪	১৬২৪৬	২৩৮৩৩	[illegible]
৫	এসপিজেড-০৫	সুলতানপুর চক, খিদিরপুর, বহর, দেশ দেওয়াস এবং হাজিরাই	৪১৬৫	১৯৪৮৪	২৮৫৮৩	[illegible]
৬	এসপিজেড-০৬	কুচাই, পালপুর পূর্ব এবং পশ্চিম বাগ	৮২৮	৭৭১৬	১১৩১৯	[illegible]
সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার ভিতরের SPZ						
৭	এসপিজেড-০৭	ওয়ার্ড নং ২৫, ২৬ ও ২৭	১৬৮৫	২২৫৭৮	৪৬৬৬০	[illegible]
৮	এসপিজেড-০৮	ওয়ার্ড নং ৮, ৯ ও ১০	১১৪৫	৩৭১৬২	৭৬৮০০	[illegible]
৯	এসপিজেড-০৯	ওয়ার্ড নং ০২, ১১, ১২, ১৩, ১৪,১৫ ও ১৬	৯৪২	৭১০৮৬	১৪৬৯০৯	[illegible]
১০	এসপিজেড-১০	ওয়ার্ড নং ৫, ১৭, ১৮, ১৯, এবং ২০	৯৭৭	৫৫২৩১	১১৪১৪২	[illegible]
১১	এসপিজেড-১১	ওয়ার্ড নং ২১, ২২ ও ২৩ এবং ২৪	১০৯৮	২৯০৮২	৬০১০২	[illegible]
১২	এসপিজেড-১২	ওয়ার্ড নং ২৫, ২৬ ও ২৭	৯০৩	৪৭৭৬০	৯৮৭০২	[illegible]
মোট			২১০৩৯	৩৩৩৯৭৪	৬৪৭৫৮৩	[illegible]

সূত্র-বাংলাদেশ আদমশুমারী ১৯৯১ ও২০০১ এর উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা হিসাব করা হয়েছে।

৫.৪ ভৌত উন্নয়নের কৌশল

৫.৪.১ বিদ্যমান ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করণ

ক্রমাগত নগরায়নের চাপে দেশের মূল্যবান কৃষি ভূমি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তার বিষয় নিশ্চিত করার জন্য তাই [illegible] এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কৃষি ভূমি সংরক্ষণ করতে হবে এবং বিদ্যমান নগর ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। [illegible] এরিয়া প্ল্যান তৈরীর সময় তাই শহরের বিদ্যমান ভূমি ব্যবহারের উপর জোর দেয়া হবে। এ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন [illegible] হবে।

ক. নগর এলাকায় ঘনত্ব বৃদ্ধি

শহরের যে সমস্ত এলাকায় এখনো ঘনত্ব কম সে সমস্ত এলাকায় ঘনত্ব বৃদ্ধি করে অধিকসংখ্যক মানুষকে আবাসন প্রদান। [illegible] সমস্ত এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।

খ. নগর প্রান্ত এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা

জমির মূল্য কম থাকায় মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তরা নগরপ্রান্ত এলাকায় আবাসন নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভূমি ক্রয় করে থাকে। কিন্তু পর্যাপ্ত অবকাঠামো না থাকায় তারা আবাসন নির্মাণ করতে পারে না। অবকাঠামো নির্মাণ করলে ঐ সমস্ত এলাকায় নগরায়ণ ত্বরান্বিত হবে এবং এতে মূল শহর এলাকায় ভূমির উপর চাপ কমবে। অবকাঠামোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো রাস্তা। মানসম্মত এবং পর্যাপ্ত প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে যান্ত্রিক যানবাহন সহজে চলাচল করতে পারে। এছাড়া পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ড্রেনেজের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫.৪.২ নতুন এলাকাকে পরিকল্পিত উন্নয়নের আওতায় আনা

ভবিষ্যৎ শহরকে পরিবেশ সম্মত ও বসবাস উপযোগী রাখার জন্য নতুন এলাকায় পরিকল্পিত উন্নয়নের উপর জোর দিতে হবে। এ জন্য ভবিষ্যৎ শহর এলাকার সমগ্র জমি হুকুম দখলের প্রয়োজন নেই। তবে উন্নয়ন হতে হবে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত। পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে অবকাঠামো এবং এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এ জন্য প্রচলিত এবং অপ্রচলিত বিভিন্ন ধরনের এলাকা উন্নয়ন কৌশল ব্যবহার করা হবে। পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্য হবে:

- শহর উন্নয়ন প্রকল্প থেকে সমগ্র উন্নয়ন ব্যয় পুনরুদ্ধার করা।
- সরকারী নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় কমিউনিটির সঙ্গে যৌথভাবে শহর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- সকল আয়ের মানুষের ভূমি প্রাপ্তি এবং ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে।
- উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

উপরে উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল স্থানীয় সরকার এবং উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পরিবর্তন করতে হবে। এতদিন এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান সরাসরি জনগণকে সুযোগ সুবিধা প্রদান করতো এখন থেকে তাদের সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যদিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি সংস্থাসমূহ সেবা প্রদানকারীর ভূমিকা পালন করবে। সরকারী উদ্যোগে উন্নয়ন করতে প্রচুর অর্থ ক্ষেপন হয় এবং অব্যবস্থার কারণে প্রচুর অপচয় হয়। এ ছাড়া এতে বিশেষ শ্রেণীর মানুষ বেশি সুবিধা ভোগ করে। সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের ফলে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে উন্নয়ন সুবিধা সুষমভাবে পৌছানো সম্ভব হবে। পরিকল্পিত এবং সুষম নগরোন্নয়নের জন্য দুই ধরণের পদ্ধতি ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহন করতে হবে।

ক. অবকাঠামো ভিত্তিক নগরোন্নয়ন উদ্যোগ

অবকাঠামো ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে মৌলিক অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা প্রদান করে বিশেষ বিশেষ এলাকায় নগরায়ণ ত্বরান্বিত করা। অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধার মধ্যে আছে, রাস্তা, পানি, বিদ্যুৎ, ড্রেনেজ ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা এ গুলো প্রদান করবে এবং এই সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে বেসরকারী উদ্যোগে নির্মাণ ও স্থাপনা তৈরী হবে। তবে নতুনভাবে সরকারী-বেসরকারী বা সরকারী-কমিউনিটি উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এতে সরকারী ব্যয় হ্রাস পাবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজতর হবে। ভূমি হুকুম দখল বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং ভূমির মালিকানা অক্ষুন্ন থাকবে। এজন্য উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া কমিউনিটি ভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। ল্যান্ড রিএডজাস্টমেন্ট বা গাইডেড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। এ ধরনের প্রকল্প অংশগ্রহণ ভিত্তিক হওয়ায় দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারযোগ্য বলে নগরোন্নয়নে সরকারী ব্যয় যথেষ্ট হ্রাস পাবে।

খ. সরকারী উদ্যোগে প্রচলিত নগরোন্নয়ন অব্যাহত রাখা

সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি প্রচলিত ভূমি হুকুমদখল ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমও চালু রাখতে হবে। শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা উন্নয়ন, খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদির উন্নয়ন, নিম্ন আয়ের বা দরিদ্র মানুষের আবাসন নির্মাণের জন্য এই উদ্যোগ চালু রাখতে হবে।

৫.৪.৩ এলাকা সংরক্ষণ ও সুরক্ষা

সিলেট শহর ও এর আশে পাশে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রাকৃতিক ও প্রাচীন স্থাপনা রয়েছে যেগুলো পরিবেশগত এবং ঐতিহ্যগত কা[illegible] সংরক্ষণ ও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।

ক. উত্তরের পাহাড় শ্রেণী

শহরের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত সবুজ পাহাড় সিলেটের জন্য এক বিরল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। এছাড়া এখানে চা বাগান রয়ে[illegible] একতদ্‌ঞ্চলের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। এই দুই মিলিয়ে সিলেট শহরকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। এছাড়া এই এলা[illegible] ইকোলজিক্যাল ভারসাম্য রক্ষায়ও এই পাহাড় শ্রেণী বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। তাই যে কোন মূল্যে এই প্রাকৃতিক মহিমা [illegible] রাখতে হবে। পর্যটকদের জন্য এই এলাকা একটি বিশেষ আকর্ষণ।

খ. প্রধান প্রধান পুকুর ও লেক

ভূমির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় শহরের পুকুরগুলো দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার জন্য এ সমস্ত জলাশয় [illegible] গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ এবং জরুরী অবস্থায় এগুলো স্থানীয় পানির প্রয়োজন মেটাতে কাজে লাগে। অগ্নি নির্বাপণের সময় পুকুরে[illegible] কাজে লাগানো যেতে পারে। দৈনন্দিন কাজেও এই পানি ব্যবহার করা যায়। এতে সিটি কর্পোরেশনের সরবরাহকৃত পানির [illegible] চাপ হ্রাস পাবে। এছাড়া চিত্তবিনোদনের জন্য উন্মুক্তাঞ্চল হিসাবেও এগুলো কাজে লাগানো যেতে পারে।

গ. প্রাচীন ঐতিহ্য

সিলেট যে সকল প্রাচীন ও ধর্মীয় ঐতিহ্যগত স্থাপনার জন্য বিখ্যাত সেগুলো সংরক্ষণ করা একটি জাতীয় দায়িত্ব। নিচে স্থাপনা[illegible] উল্লেখ করা হলো:

- হযরত শাহজালাল (রহ:), হযরত শাহ পরাণ (রহ:) ও অন্যান্য আউলিয়াদের মাজার।
- সুরমা নদীর শেখ ঘাট যেখানে হযরত শাহজালাল (রহ:) প্রথম অবতরণ করেছিলেন।
- সুরমা নদীর দক্ষিণে তের রতন এলাকায় হযরত বুরহানুদ্দিন (রহ:) এর মাজার।
- সিলেটের তিন কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে দূর্গ সাদৃশ শাহী ঈদগাহ।
- মুসলিম সাহিত্য সংসদের অফিস।
- ধোপা দীঘির পাড়ে এম এ জি ওসমানীর বাড়ী এবং যাদুঘর।
- রাজা গৌরগবিন্দের প্রাসাদ।
- মনিপুরের রাজার রাজপ্রাসাদ।
- মুরারীচাঁদ কলেজ ভবন।
- সুরমা নদীর উপর কীন ব্রিজসহ আমজাদ ঘড়ির টাওয়ার ও সংলগ্ন এলাকা।
- শেখ ঘাটে অবস্থিত খান বাহাদুর আবু নাসের মো:ইয়াহিয়ার বাড়ী।
- ওসমানী বিমানবন্দর সংলগ্ন মালনীছড়া, তারাপুর, ব্রাহ্মণশাসন ও মঙ্গলীছড়া চা বাগান।

ঘ. সুরমা নদী

সুরমা নদী সিলেট শহরের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ যা এই শহরের উন্নয়নে বহুমুখী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এটি [illegible] যোগাযোগ, পানি সরবরাহের উৎস এবং ব্যস্ত শহরবাসীর চিত্তবিনোদনের স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এই নদীটি শহর [illegible] সংলগ্ন এলাকার পানি নিস্কাশনেরও অন্যতম স্থান। তাই সিলেট শহরবাসীর বহুবিধ উপকারের জন্য এই নদীকে সংরক্ষণ করতে [illegible] এবং দূষণমুক্ত রাখতে হবে। এ জন্য এ নদীর পাড়ে শিল্প স্থাপন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৫.৫ স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতি ও সুপারিশমালা

আলোচ্য অংশে বিধৃত স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতি ও সুপারিশমালা আগামী ২০ বৎসর, অর্থাৎ ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রয়োগযোগ্য থাকবে। নীতিমালাগুলো মূলত শহরভিত্তিক প্রধান প্রধান সমস্যা ও ইস্যুকে কেন্দ্র করে প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে ভবিষ্যৎ নগরোন্নয়নের সম্পর্ক রয়েছে। নীতিমালায় যে সমস্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলো যাতায়াত, ড্রেনেজ, বর্জ্য নিষ্কাশন, শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন, গৃহায়ন, বিনোদনমূলক উন্মুক্ত এলাকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নগর দারিদ্র।

৫.৫.১ নগরোন্নয়ন নীতিমালা

আলোচ্য নীতিমালার লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যমান নগর সমস্যাগুলোর সমাধান এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যার মোকাবেলার জন্য এখনই ব্যবস্থা নেয়া। বিদ্যমান প্রধান প্রধান সমস্যা/ইস্যুর মধ্যে রয়েছে নিচু অথচ মূল্যবান জমি সংরক্ষণ, অবকাঠামো নির্মাণে তহবিলের অভাব, সঠিক স্থানে উন্নয়ন না হওয়া এবং উন্নয়নে যথার্থ দিক নির্দেশনার অভাব ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ নগরোন্নয়ন এবং নগর সমস্যা মোকাবেলায় নিম্নবর্ণিত নীতি সুপারিশ করা হয়েছে:

নীতি- ইউএ/১: নগর ভূমির সুবিন্যস্ত ব্যবহার

যৌক্তিকতা: বর্তমানে শহর এলাকার ভূমি বিশৃঙ্খলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মত নয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে শহর ক্রমশ বসবাস অনুপোযোগী হয়ে পড়বে। সুষ্ঠু ও বসবাস উপযোগী শহর তৈরীর জন্য শহরের কর্মকাণ্ড সুবিন্যস্ত করতে হবে। এ জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : ইষ্ট বেঙ্গল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এ্যাক্ট ১৯৫২ এর আওতায় মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

নীতি-ইউএ:/২ : বিদ্যমান অপরিকল্পিত এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ।

অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা বিদ্যমান শহর এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ করে জনঘনত্ব বৃদ্ধি করতে হবে।

যৌক্তিকতা: অবকাঠামো নির্মাণের ফলে নগরায়ণ বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্যমান ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পিডিবি, এলজিইডি, ডিপিএইচই।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি :

অবকাঠামো সংকট আছে এ ধরনের এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং এ জন্য বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্থানীয় কমিউনিটিকে উন্নয়ন অংশীদার হিসাবে নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং উন্নয়ন ব্যয় ভাগাভাগি করে নেয়া যেতে পারে।

নীতি- ইউএ/৩: অংশগ্রহণমূলক নগর উন্নয়ন প্রকল্পের প্রসার

নগর উন্নয়ন সংস্থাগুলির অংশগ্রহণমূলক এবং যৌথ বা পার্টনারশীপ নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে উদ্যোগী হওয়া উচিত। এ জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। এ কাজে স্থানীয় কমিউনিটি ছাড়াও এনজিও এবং সিবিও সমূহকে যুক্ত করতে হবে। এ ভাবে সরকারী দায়িত্ব যৌথ দায়িত্বে পরিণত করতে হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাসমূহকে প্রথমে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: স্থানীয় কমিউনিটি, এনজিও এবং সিবিও সমূহকে যুক্ত করে নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করলে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এতে ব্যয় পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে, যে অর্থ পরবর্তীতে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো যাবে।